উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,২৩৩.৬৪ (-৪০.২৮)
নিফটি : ২৫,৯৫৩.৮৫ (+১৮.৭০)

জনগণমন-র আগে বন্দে মাতরম ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩০°	২৬°
সর্বনিম্ন	১৪°	১২°	১২°	১৫°

তিলোত্তমায় পুজো দিলেন রানি

লাটাগুড়ির সবুজ ক্যানভাসে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা
অরণ্যের দিনরাত্রি ৮

শিলিগুড়ি ২৯ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 12 February 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 264

জীবনের বড় পরীক্ষায়

সিমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা এবছরই প্রথম। অর্থাৎ চতুর্থ সিমেস্টারকে উচ্চমাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষা হিসেবে ধরা হচ্ছে। একইসঙ্গে পুরোনো সিলেবাসে পুরোনো আদলেও পরীক্ষা হচ্ছে।

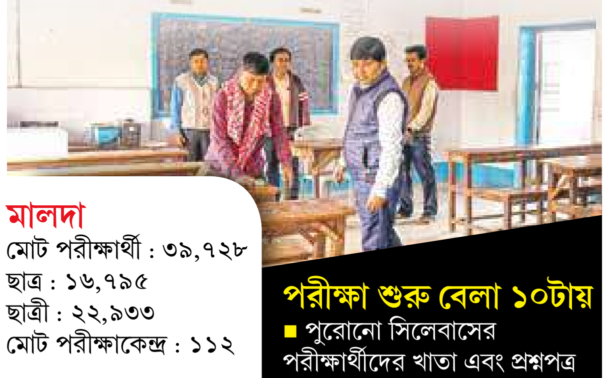

মালদা
মোট পরীক্ষার্থী : ৩৯,৭২৮
ছাত্র : ১৬,৭৯৫
ছাত্রী : ২২,৯৩৩
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ১১২

উত্তর দিনাজপুর
মোট পরীক্ষার্থী : ২০,৭৬০
ছাত্র : ৮,১৬৭
ছাত্রী : ১২,৫৯৩
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৭৯

দক্ষিণ দিনাজপুর
মোট পরীক্ষার্থী : ১০,৯৭৩
ছাত্র : ৫,০৩২
ছাত্রী : ৫,৯৪১
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৪৫

জলপাইগুড়ি
মোট পরীক্ষার্থী : ১৬,০৪৪
ছাত্র : ৯,১৬৩
ছাত্রী : ৬,৮৮১
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৭১

আলিপুরদুয়ার
মোট পরীক্ষার্থী : ১০, ৯০৬
ছাত্র : ৪,৭৪৫
ছাত্রী : ৬,১৬১
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৫৭

কোচবিহার
মোট পরীক্ষার্থী : ২০, ৬৫১
ছাত্র : ৯,৩৭৫
ছাত্রী : ১১,২৭৬
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৯৪

দার্জিলিং (পাহাড়)
মোট পরীক্ষার্থী : ৩,৫৫৯
ছাত্র : ১,৬০৯
ছাত্রী : ১,৯৫০
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ২২

দার্জিলিং (সমতল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা)
মোট পরীক্ষার্থী : ১১,২৪১
ছাত্র : ৪,৮৬৮
ছাত্রী : ৬,৩৭৩
মোট পরীক্ষাকেন্দ্র : ৩৫

পরীক্ষা শুরু বেলা ১০টায়
- পুরোনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের খাতা এবং প্রশ্নপত্র একসঙ্গে দেওয়া হবে বেলা ১০টায়। পরীক্ষা শেষ হবে ১টা ১৫ মিনিটে
- সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে। খাতা ১০টায়। পরীক্ষা শেষ হবে বেলা ১২টায়

কড়া নজর
- পুলিশের উপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীর দেহ পরীক্ষা করবেন

পরীক্ষার্থীদের করণীয়
- বেলা ১০টার আগেই হলে ঢুকতে হবে
- বোর্ড ব্যবহার করলে তা হতে হবে স্বচ্ছ (ট্রান্সপারেন্ট)
- পেনসিল কলম স্কেল ইত্যাদি প্যাকেটে ভরলে সেই প্যাকেটটিও স্বচ্ছ হতে হবে
- অরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যেতে হবে

যা নিষিদ্ধ
- মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর সহ যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট
- অস্বচ্ছ পিচবোর্ড
- টিনের জ্যামিতি বক্স
- পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা না হওয়া পর্যন্ত খাতা জমা দেওয়া যাবে না
- পরীক্ষা শেষের আগে খাতা জমা দিলেও পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র নিয়ে যেতে পারবে না এবং পরীক্ষাকেন্দ্র চত্বর ছেড়ে বেরোতে পারবে না

মাথায় রাখতে হবে
- অতিরিক্ত পাতা নিতে পারবে না পরীক্ষার্থীরা
- উত্তর লেখার সময়ও খেয়াল রাখতে হবে অতিরিক্ত উত্তর লেখা যাবে না
- চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হবে ২৪ পাতার উত্তরপত্র
- তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি যারা দেবে তারা পাবে ১৬ পাতার উত্তরপত্র

কথায় কথায়

শূন্যের ভাগ নিয়েও খুব ব্যস্ত বামেরা

আশিস ঘোষ

এই তো সেদিনের কথা। বামফ্রন্টের বৈঠক থাকলে আমাদের মতো রিপোর্টারদের কাজ অনেক বেড়ে যেত। বৈঠক সকালে শেষ। বিকেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম অফিসে প্রথামাফিক সাংবাদিক বৈঠক করতেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান। এই মাঝের সময়টায় আমরা যে যার মতো ফ্রন্টের অন্য শরিকদের অফিসে ঘুরতাম। সেদিনের বৈঠকে কী কী হল, তা ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বলার আগেই জেনে যেতাম আমরা। বিশেষ করে যেসব কথা ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বাইরে বলবেন না, সেইসব কথা।

সেখানেই ছিল রিপোর্টারদের কেরামতি। সব কথা হয়তো জানতে পারতাম না। কিন্তু জানতে পারতাম অনেকটা। ১৯৮৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে আরএসপি আর ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপিএমের আসন সমঝোতা হয়নি। দুই শরিক তাদের জন্য বামফ্রন্টের নিয়মে বরাদ্দের চেয়ে বেশি আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল সিপিএম প্রার্থীদের সঙ্গে লড়াই করে।

সেবার যেসব জেলায় শরিকদের জোর ছিল, সেখানে শরিকি সংঘর্ষও হয়েছিল। প্রকাশ্যে দুই শরিক বিবৃতি দিয়ে সিপিএমকে ফ্যাসিস্ট বলে গাল পেড়েছিল। ভোটের পরের ফ্রন্টের বৈঠকে তুলকালাম হবে মনে হয়েছিল। ফলে তৎকালীন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায় রেখেঢেকে বলবেন- সেটাই ছিল স্বাভাবিক। শরিকদের অফিসে হানা দিয়ে জেনেছিলাম, দুই শরিকের আপত্তিতে বৈঠকের পর বিবৃতিতে 'ভোট শান্তিপূর্ণ' কথাটা লিখতে পারেনি সিপিএম।

এইসব লিখছি এটা বোঝাতে যে, একদা এরাজ্যে যখন টানা ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট, তখন ফ্রন্টের মিটিংয়ে কী হল জানতে আগ্রহ যেমন ছিল

এরপর দশের পাতায়

মহানন্দা চরের অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ

পোড়াঝাড়ে বুলডোজার

মহানন্দা নদীর চরে ভেঙে ফেলা হচ্ছে খাস জমি দখল করে তৈরি ঘর। পোড়াঝাড়ে বুধবার।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : পোড়াঝাড় এলাকায় মহানন্দা নদীর চরে খাসজমি দখল করে বানানো একাধিক নির্মাণ ভেঙে দিল সেচ দপ্তর। আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় বেশকিছু ফাঁকা টিনের ঘর ও অবৈধ সীমানা। তবে প্রশ্ন উঠছে, যখন একের পর এক বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, তখন কেন নীরব ছিল প্রশাসন?

সরকারি জমি দখল করে প্লট বানিয়ে বিক্রির রমরমা কারবার চলছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে। অভিযোগ, শাসকদল ঘনিষ্ঠ একদল প্রভাবশালী দালালের মদতেই তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের অধিগৃহীত জমি হাতবদল হয়ে যাচ্ছে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে এই অভিযোগ বহুদিনের। কেউ সেখানে জমি কিনে ঘর তুলে রেখেছেন। আবার কেউ বেশি দামের আশায় জমি আটকে রেখেছেন। বুধবার সেচ দপ্তরের অভিযানের পর এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বয়ানে উঠে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। সরকারি খাসজমি দখল করে বিক্রির পিছনে মুন্সী, দিলীপ, বাসুদেব, বিজয়, শংকরের মতো কয়েকজনের নাম উঠে আসছে। তাঁরা সেই এলাকায় প্রভাবশালী বলে পরিচিত। নদীর চরে গত ৬ বছর ধরে বসবাসকারী তন্দ্রা সরকার সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, 'জমি নেওয়ার সময় বাসুদেব, দিলীপ ও বিজয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। বিজয়ের দখলেই অন্তত তিন বিঘা জমি রয়েছে। সরকারি জমি বিক্রি করে ওরা লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।' আবার রাতুল মজুমদার নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'শংকর নামে এক ব্যক্তি টাকা নিয়ে আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে। সে দাবি করেছিল, তার মাথায় মুন্সী নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির হাত রয়েছে, তাই এই বাড়ি কেউ ভাঙতে পারবে না।'

গত বছর লক্ষ্মীপুজোর আগে মহানন্দার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে এই চরের ঘরবাড়িগুলো জলের তলায় চলে গিয়েছিল। সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরেও টনক নড়েনি কারও। বরং বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে দখলদারি শুরু হয়েছে। পোড়াঝাড়ে ঘরবাড়ি বানাবার পাশাপাশি অনেকে কংক্রিটের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতার দিয়ে জমি 'মার্কিং' করে রেখেছেন।

এরপর দশের পাতায়

- ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে এই অভিযোগ বহুদিনের
- কেউ সেখানে জমি কিনে ঘর তুলে রেখেছেন
- আবার কেউ বেশি দামের আশায় জমি আটকে রেখেছেন

পদ্মাপারে ভোট

কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও ভোটে সংশয়

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ঢাকার আকাশ এখন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। ঠিক এখানকার রাজনীতির মতো। কী হবে আদতে? ব্যালট বিপ্লব নাকি অন্য কিছু? ঢাকার শাহবাগ থেকে গুলশান, কোথাও চেনা ভোটের উৎসবের মেজাজ চোখে পড়ল না নির্বাচনের আগের দিন। বরং হাড়-হিম করা স্তব্ধতায় মোড়া বাংলাদেশের রাজধানীর রাজপথ। মোড়ে মোড়ে জলপাই রঙের উর্দির দাপট। গত কয়েকদিন ঢাকার অলিগলি ঘুরে ধরা পড়ল অদ্ভুত নির্বাচনের প্রস্তুতি।

ফলাফল যেন আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। এখন তাতে শুধু সিলমোহর পড়ার অপেক্ষা। ঢাকার মগবাজারে দেড় বছর আগেও জরাজীর্ণ জামায়াতে ইসলামির অফিসটিতে এখন ঝকঝকে হলুদ রঙের প্রলেপ। নতুন লিফট, আধুনিক আসবাব। দেখে মনে হতে পারে ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখার প্রস্তুতি। একসময় কোণঠাসা হয়ে থাকা দলটি 'কিংমেকার' হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, যেখানে একসময় রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলের

এরপর দশের পাতায়

উদ্বেগ যেখানে
- সাড়ে ৯ লাখ জওয়ান, আকাশে ড্রোন আর বডি ক্যামেরা। তবুও পুলিশের দাবি, অর্ধেকের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ
- বিএনপি'র দাপট, কিংমেকার হওয়ার স্বপ্ন জামায়াতে ইসলামির। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতের বদলে কাওয়ালির সুর
- ১৮ মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর ২৭০০ হামলা
- নির্বাচনের ঠিক আগে আমেরিকার সঙ্গে তড়িঘড়ি চুক্তি। পোশাকশিল্পে শুল্ক ছাড়ের বিনিময়ে বোয়িং বিমান আর মার্কিন জ্বালানি কেনার শর্তে লুকিয়ে ঋণের বোঝা
- নিজে বিদায় নিলেও ওই চুক্তিতে আগামী সরকারকে কি ওয়াশিংটনের হাতের পুতুল বানিয়ে রেখে গেলেন ইউনূস?

আবির মেখে 'মুক্তি'র উল্লাস। মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষার পর। শিলিগুড়িতে বুধবার। ছবি : সূত্রধর

পুলিশের সামনেই মার অভিযুক্তকে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়ায় কিশোর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে আদালতে তোলার সময় বুধবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বর। এদিন সকালে অভিযুক্ত রাজ পাসোয়ানকে পুলিশের সামনেই বেধড়ক মারধর করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় পুলিশকর্মীদের। পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও চলে। ঘটনার জেরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও আদালত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে অভিযুক্তের ওপর হামলা হল, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সকাল থেকেই আদালত চত্বরে ভিড় করতে শুরু করেন মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, সেব্যাপারে প্রথমে কিছু আঁচ করা যায়নি। অভিযোগ উঠেছে, সংবেদনশীল মামলা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পর্যাপ্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। যে পথে অভিযুক্তকে লকআপ থেকে বের করা হবে, সেই পথেই কয়েকশো বিক্ষোভকারী ভিড় জমান। এই ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। অথচ ঘটনাস্থলে কোনও মহিলা পুলিশকর্মী ছিলেন না। রাজ পাসোয়ানকে বের করতেই হুড়মুড়িয়ে মহিলারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় এলোপাতাড়ি মার। পুলিশ কোনওক্রমে অভিযুক্তকে একটি রেকর্ড রুমে ঢুকিয়ে দেয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় পুরুষ পুলিশকর্মীরাই বিক্ষোভকারী মহিলাদের ধাক্কাধাক্কি করে সরিয়ে দেন। এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আরও জোরালো হয়েছে।

খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে অভিযুক্তকে আর বাইরে আনা হয়নি, তাকে ভেতরের পথ দিয়েই কোর্ট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন বিচারক অভিযুক্তকে ৫ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগেও মাটিগাড়ার এক নাবালিকা খুনের সময় একই ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল আদালত চত্বরে। তা সত্ত্বেও কেন প্রশাসন কোনও শিক্ষা নিল না, সেই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল মাটিগাড়া শিমুলতলার বাসিন্দা বছর ১৫-এর এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোর। অভিযোগ, প্রতিবেশী এক বন্ধুর ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফেরেনি সে। সোমবার মধ্যরাতে সুকনার জঙ্গল থেকে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। এই নৃশংস ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে একজন নাবালক বন্ধু এবং অপরজন প্রতিবেশী রাজ পাসোয়ান।

এরপর দশের পাতায়

কিশোর খুনে তোলপাড়

আদালত চত্বরে ভিড় মৃত কিশোরের পড়শিদের। বুধবার।

- সকাল থেকেই আদালত চত্বরে ভিড় করতে শুরু করেন মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা
- যে পথে অভিযুক্তকে লকআপ থেকে বের করা হবে, সেই পথেই কয়েকশো বিক্ষোভকারী ভিড় জমান
- এই ভিড়ের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি

রাহুলের ছোট্ট বুকে বাবার স্নেহ

চলছে ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকছে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ মধু চা বাগানের সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

সমীর দাস

হাসিমারা, ১১ ফেব্রুয়ারি : 'রাতে দেওয়াল টপকে কেউ যদি ঘরে ঢুকে পড়ে, তখন আমাদের কী অবস্থা হবে বলো তো?' চোখ গোল গোল করে জানতে চায় আদিত্য। সংসারের 'অভিভাবক' রাহুলের গলাতেও খুব একটা ভরসার ছাপ মেলে না। অন্ধকারে ভাঙাচোরা বাড়িটাকে ভয় পায় সেও। আসলে যে বয়সে বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সেই রাহুল এখন পরিবারের প্রধান। হাতে খেলনা থাকার বদলে বারো বছরের রাহুলের দু'কাঁধে এখন তিন ভাইবোনের দায়িত্ব। তাদের ভালোবাসার বন্ধন ভাইবোনের সম্পর্কের থেকে আরও বেশি উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বন্ধ মধু চা বাগানের মুন্সি লাইনের কিশোর রাহুল ইন্দোয়ারের জীবন যেন কোনও সিনেমার করুণ গল্পকেও হার মানায়। পাঁচ বছর আগে বাবা মাংনা ইন্দোয়ার মারা যান। তখন রাহুল ও তার ভাই খুবই ছোট। বাবার স্মৃতি তাদের মনে নেই বললেই চলে। এরপর বছর তিনেক আগে মা বইজু চার সন্তানকে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। সেই থেকেই শুরু হয়েছে রাহুল, তার সাত বছরের ভাই আদিত্য এবং দুই দিদি সোহিনী ও মোহিনীর এক লড়াইয়ের জীবন। তবে রাত বাড়লেই ভয় বাড়ে। ভাঙাচোরা বাড়িতে চার ভাইবোনের রাত কাটে চরম আতঙ্কে। দরজার পাল্লা ঠিকমতো বন্ধ হয় না। রাহুল ভয় মাখা গলায় বলল, 'রাতে মনে হয় কেউ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবে। তখন আমরা চারজন ভয়ে নিজেদের জড়িয়ে ধরে চুপ করে শুয়ে থাকি।'

বর্তমানে রাহুল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বড় দুই দিদিও পড়াশোনা করছে। অভাব থাকলেও তারা কেউই কিন্তু স্কুল ছাড়েনি। প্রত্যেকেই বাগানের মধু টিই হাইস্কুলে পড়ে আর ছোট ভাই আদিত্য পড়ে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। তাদের বাড়ির উলটোদিকে থাকেন জেঠু ভোডা ইন্দোয়ার ও জেঠিমা লবিতা। তাঁরা রাহুলদের কিছুটা দেখাশোনা করেন। রাহুল সাবলীল কণ্ঠে বলে, 'জেঠু-জেঠিমা তো জঙ্গলে ঘাস কাটতে যায়। সকালে বের হয়ে ফেরে সন্ধ্যায়। দুপুরে তো ওরা বাড়িতেই থাকে না, কে খাবার দেবে বলো?'

অনেক সময় আধপেটা খেয়ে কাটাতে হয়। স্কুল খোলা থাকলে মিড-ডে মিলের খাবারই তাদের ভরসা। মধু টিই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'ওদের পড়াশোনা এবং মিড-ডে মিলের দিকে আমরা সব সময় বিশেষ নজর রাখি।'

রাহুলদের পিসি দিল্লি থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠান। এই শিশুদের জন্য যেন নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন পিসি ধর্মী ইন্দোয়ার।

এরপর দশের পাতায়

ভাইকে কোলে নিয়ে রাহুল। নিজেদের জরাজীর্ণ বাড়ির সামনে।

প্রার্থী হতে পারেন বিশ্বনাথ ও নর্মদার পুত্র

বামেদের প্রজন্ম বদল বালুরঘাটে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুরের বাম রাজনীতিতে কি তবে এবার 'প্রজন্ম বদল'-এর পালা? জেলার দুই কিংবদন্তি নেতা বিশ্বনাথ চৌধুরী ও নর্মদা রায়ের উত্তরাধিকার কি এবার তাঁদের ছেলেরাই সামলাবেন? আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে আরএসপি-র অন্দরে। দলীয় সূত্রে খবর, বালুরঘাট কেন্দ্রে এবার প্রার্থী হতে পারেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলে অর্ণব চৌধুরী। আর কুশমণ্ডিতে প্রয়াত নর্মদা রায়ের ছেলে জ্যোতির্ময় রায়কে প্রার্থী করার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই দুই নেতার স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও জেলাজুড়ে থাকা তাঁদের জনপ্রিয়তাকেই এবার ভোট বৈতরণি পার হওয়ার প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে আরএসপি নেতৃত্ব।

প্রার্থী হিসেবে এই দুই নেতার নামই দলের আলোচনার তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে। মূলত রাজনৈতিক লিগ্যাসি ও নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটিয়েই হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে চাইছে বাম শিবির। আগামী শুক্রবার আরএসপি-র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক তপন হোড়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে বালুরঘাট, তপন ও কুশমণ্ডি- এই তিন আসনের প্রার্থী তালিকায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়তে পারে। এবারের নির্বাচনে বামেরা মূলত তরুণ ও শিক্ষিত মুখদের সামনে আনতে চাইছে। তবে এখনই নাম নির্দিষ্ট করে বলতে চাইছে না দল। প্রার্থী নির্বাচন প্রসঙ্গে আরএসপি-র জেলা সম্পাদক সুচেতা বিশ্বাস বলেন, 'আগামী শুক্রবার রাজ্য সম্পাদকের উপস্থিতিতেই প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হবে। কারা প্রার্থী হবে তা এখনই বলা না গেলেও, এটুকু বলতে পারি আমরা এবারে যোগ্য প্রার্থীদেরই বিভিন্ন আসনে দাঁড় করাব।'

চর্চায় এখন অর্ণব চৌধুরী ও জ্যোতির্ময় রায়।

কুশমণ্ডি আসনে ১৯৮২ সাল থেকে অপরাজেয় ছিলেন নর্মদা রায়। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি প্রথম হারের মুখ দেখেন এবং ওই বছরই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর সন্তান জ্যোতির্ময় পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক এবং বর্তমানে আরএসপি-র যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি। এলাকার তরুণদের মধ্যে তাঁর ভালো জনপ্রিয়তা রয়েছে।

অন্যদিকে, বালুরঘাট আসনের সাতবারের বিধায়ক বিশ্বনাথ চৌধুরীর জেলায় আলাদাই পরিচিতি রয়েছে। তবে তাঁর প্রয়াণের পর স্থানীয় রাজনীতিতে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এবার সেখানে তাঁর ছেলে অর্ণবের নাম নিয়ে সরগরম বাম শিবির। অর্ণব নিজেও শিক্ষক সংগঠনের পরিচিত মুখ। বিশ্বনাথ চৌধুরী এবার নিজে প্রার্থী হবেন কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে সংশয় থাকলেও নেতৃত্বের বড় অংশ মনে করছে, প্রার্থী যেই হোন, বিশ্বনাথকেই সেনাপতি করে লড়বে দল।

এছাড়া তপন আসনে গতবারের প্রার্থী রঘু ওরাওঁয়ের বদলে তরুণ শিক্ষক বাপ্পা হোড়ের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

গরুমারার বাঘ গুনতে সুন্দরবনের ট্র্যাপ ক্যামেরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে শুরু হতে চলেছে বাঘ শুমারি। এই শুমারিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বন দপ্তর। সমীক্ষার জন্য সুন্দরবন থেকে আনা হয়েছে প্রায় ৬০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। জঙ্গলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেগুলি বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। এই শুমারি চলবে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত।

এবারের সমীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে উত্তরবঙ্গের একাধিক বনাঞ্চল। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের পাশাপাশি গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য— এই তিনটি এলাকায় একযোগে বাঘের উপস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং রাজ্য বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই শুমারি পরিচালিত হবে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুমারিতে অংশগ্রহণকারী বনকর্মী ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, ফলে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কাজ শুরু করতে আর কোনও বাধা নেই।

ইতিমধ্যেই গরুমারার বিভিন্ন বিট ও রেঞ্জ এলাকায় পঞ্চাশটিরও বেশি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং সব মিলিয়ে প্রায় ২০০টির মতো ট্র্যাপ ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি প্রায় সাড়ে চারশোরও বেশি বনকর্মী, আধিকারিক ও সহায়ক কর্মী এই বৃহৎ সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বাঘ শুমারির জন্য সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনেই এই সমীক্ষা করা হবে। সঠিক তথ্য মিললে ভবিষ্যতে সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ আরও কার্যকর করা সম্ভব হবে।'

স্কুলের মাঠে শোকপালন অভিভাবকদের। -সংবাদচিত্র

মা হারা নন্দিনীর পাশে অভিভাবকরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাতৃবিয়োগ। জীবনের এক কঠিনতম ট্র্যাজেডি। এমনই এক মাতৃহারা পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ালেন অভিভাবকরা। বুধবার পরীক্ষার শেষ দিনে শোকার্ত ছাত্রী নন্দিনী বর্মনের বাবা শ্যামল বর্মনের সঙ্গে শোকসভায় শামিল হলেন প্রায় শতাধিক অভিভাবক ও অভিভাবিকা। এদিন সকালে মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন উচ্চবিদ্যাপীঠের পরীক্ষাকেন্দ্রে সমস্ত পরীক্ষার্থী ঢুকে যাওয়ার পর অভিভাবকরা গেটের বাইরে প্রয়াত অভিভাবিকা রেখা বর্মনের স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করে শোকসভায় শামিল হন। পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। অভিভাবক মজিবর রহমানের কথায়, 'পরীক্ষা চলাকালীন একজন ছাত্রী তার মাকে হারিয়ে যেমন শোকাহত, তেমনি অভিভাবক হিসেবে আমরাও ভীষণভাবে শোকার্ত। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করলাম। আগামীতে আমরা সবাই নন্দিনীর পাশে থাকব।'

দুপুর ২টায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর অভিভাবক ও অভিভাবিকারা নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করে মায়ের কথা মাথায় রেখে তাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণা বর্মন, রাজা মহম্মদ, দুর্গারানি বর্মন, সাগরদীপ্তি সরকার সহ অনেকে।

সোমবার ভোরবেলা ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নন্দিনীর মা রেখা বর্মন দীর্ঘ রোগভোগের পর একটি বেসরকারি নাসিংহোমে প্রয়াত হন। সেদিন ছিল নন্দিনীর অঙ্ক পরীক্ষা। রাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে মঙ্গলবার ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা দেয়। বুধবার সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বাবা ও জেঠিমা বিভা বর্মনকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হয় সে। যদিও মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর সেভাবে পড়াশোনা হয়নি তার। তবুও প্রয়াত মায়ের কথা মাথায় রেখে পরীক্ষা দিচ্ছে নন্দিনী। অভিভাবিকা দুর্গারানি বলেন, 'নন্দিনীর মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। এই কঠিন সময়ে ও যেভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে তাতে আমাদের কুর্নিশ জানাতেই হয়।' একই বক্তব্য আরেক অভিভাবিকা কল্পনা বর্মনেরও। নন্দিনীর স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল গোস্বামী ও সহকারী প্রধান শিক্ষক কাঞ্চিরাম রায় নন্দিনীকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/CoB/02/25-26 for Construction Works for High & Higher Secondary School, Cooch Behar

The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from http://wbtender.gov.in.

Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

Quotation

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation :

Quotation No. : APAS-13/2025-26 Memo : 5888 / M Date : 05/02/2026

Last date of bidding dated : 12/02/2026 at 3.00 P.M

Details which are available in the official notice board.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

DHUPGURI MUNICIPALITY

AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25
ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/68/ 2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5011609_1
WBMAD/DHUPGURI/94/ 2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5011613_1

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

NIT

The office of undersigned invites Tender for E-NOTICE INVITING TENDER NO-07/EO/MNG/JAL/2025-26, Dated-11/02/2026. Last date of Bid submission is 18/02/2026 within 6.00 p.m. within office hours. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.

Sd/-
Executive Officer
Maynaguri Panchayat Samiti

ABRIDGE e-TENDER NOTICE

Divisional Manager, Alipurduar Forest Corporation Division has invited e-Tender for the following Work at Silabristi to Dolong Bridge & Saitantala to Dudua Bridge Chainage 83.340 Km to 113.200Km. NH31D under NHAI.

1. NIT No. : 01/AFCD Timber/2025-26 (3rd Call). Bid Start-12.02.2026 and End-25.02.2026.

Note: - For details see **wbtenders.gov.in**

S. Ghosh, WBFS
Divisional Manager
Alipurduar Forest Corporation Division

E-TENDER NOTICE

Sealed online tender are invited for NIT No-12/BW/SSM/APD/25-26 Dated:- 12.02.2026. Construction of Boundary Wall of Demdema Fatima High School at Madarihat Block under Alipurduar District. Last Date & Time of Submission of Bid. 27.02.2026 Time 18.00 Hours. The details are available at website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Education Officer,
SSM, Alipurduar

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৮-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ০৯.০২.২০২৬। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/গতিশক্তি ইউনিট, মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নং. ৮-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম: ''মালদা ডিভিশনের সাহেবগঞ্জ স্টেশনের ওয়েস্ট কেবিনের নিকটে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৮২ বি/টি-এর পরিবর্তে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের'' জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য: ৫০,৪০,৩৬,২৭১.২১ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ১০.০৩.২০২৬। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in

MLD-320/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার জংশনে পিট লাইন/সিক লাইনে ওভারহেড ট্যাঙ্কের নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৩৪-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জংশনে - এডিইএন/এইওকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন আলিপুরদুয়ার জংশনে স্টিলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং স্টেজিং প্রতিস্থাপনের জন্য সংযোগ পাইপ লাইন সহ পিট লাইন/সিক লাইনে ২.৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,২৫,৮৬,৪৬৫.৪৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৬২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ওয়াগনের আরওএইচ চলাকালীন সিবিসি নাকলের চৌম্বকীয় কণা পরীক্ষা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এম-টিএসকে-২০২৬-১০; তারিখ: ০৬-০২-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : এম-টিএসকে-২০২৬-১০; কাজের নাম : ০২ বছরের জন্য নিউ তিনসুকিয়ায় ওয়াগন কেয়ার সেন্টারে ওয়াগনের আরওএইচ চলাকালীন সিবিসি নাকলের ম্যাগনেটিক পার্টিকল টেস্টিং (এমপিটি) কোচিং ডিপো ডিব্রুগড় এবং কোচিং ডিপো তিনসুকিয়ায় এলএইচবি কোচের এসএস-I; টেন্ডার মূল্য: ১৩,৫৬,৮৬৪.২৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ২৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ০২-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টা এবং খোলার সময় ১৪:০০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/BDO/NIT-041/2025-26, Dated:-10.02.2026. Last date of online bid submission 18-02-2026 upto 16:00 Hrs. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Banarhat Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 15/2025-26, Memo No. 1094/G-II, Dated : 03/02/2026, (2) e-NIT No. 16/2025-26, Memo No. 1095/G-II, Dated : 03/02/2026, (3) e-NIT No. 17/2025-26, Memo No. 1096/G-II, Dated : 03/02/2026, (4) e-NIT No. 18/2025-26, Memo No. 2013/G-II, Dated : 07/02/2026, (5) e-NIT No. 19/2025-26, Memo No. 2014/G-II, Dated : 07/02/2026, of the undersigned, intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/or may contact this office for details.

Sd/-
Executive Officer,
Goalpokher-II Panchayat Samity

CORRIGENDUM NOTICE

Notice for extension of Date and Time for Submission of Bids and Opening of Tender. The tender details are as given below- Ref.(i)e-NIT-**WBMAD/e-Tender/48/of EO/APAS/MNM/JAL/2025-26**
Tedner Id-2026_MAD_5010410_8
Bid Submission End Date & Time-**23.02.2026 Upto 04:00** PM. Bid Opening Date & Time:- **25.02.2026 After 04:00 PM.**
Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from **www.tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Maynaguri Municipality

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara Siliguri - 734001
NIeT No.-41-DE/SMP/2025-26 & 42-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Start date of submission of bid : (As per server clock)
Last date of submission of bid : (As per server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

In The Court of the Addl. Pr. Judge, Addl. Family Court, Rajmahal, District. Sahibganj, State Jharkhand.

O. Suit No. 150/2025

Tinku Ravidas vs. Tumpa @ Tump Ravidas

To,
Tumpa @ Tump Ravidas
W/o Tinku Ravidas
D/o Mahesh Roy
Village-Bakrabhita
Mamtapara Fulbari-2
Post :-Saudangi Hat New Jalpaiguri
District :- Jalpaiguri
Pin Code No. 735135
Mobile No. 8597437288.

Whereas the plaintiff has filed this suit under section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 against you for relief claimed in the application/

You are hereby directed to appear in personally or through a duly authorized counsel of this court on 28/2/26 at 11.00 A.M. to file the written statement and the documents on which you rely as why the relief of the petitioner should not be granted against you, failing which the court shall proceed an Ex-Parte order against you.

This is kind information to you through this Gazette publication.

Given under my hand and the seal of this court, this the 7th Feb 2026

Addl. Principal Judge
Addl. Family Court, Rajmahal, District. Sahibganj, State Jharkhand.

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি রাখালদেবীতে আনুমানিক ৭ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9932885359. (C/120268)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি বিধান রোডে মুদিখানা দোকানের কাজে বহিরাগত ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া+বেতন। (M) :- 98320 64349. (C/120434)

•

দোকানে কাজের জন্য ইলেক্ট্রনিক্স-এর ছেলে লাগবে। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, (M):-6296887405, 8967102613. (C/120434)

•

ছেলে স্টাফ প্রয়োজন শিলিগুড়ি অফিসের জন্য। বয়স: ৩০-৪৫ বৎসর। ক্লায়েন্টের সাথে ফোনে কথা বলা, ক্লায়েন্ট Follow-up করা, অফিসের সাধারণ কাজ বাংলা ও হিন্দি ভাষায় কথা বলা। বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: btpboffice1986@gmail.com (C/120434)

•

ধূপগুড়ি এবং তৎ-সংলগ্ন এলাকায়, (এলাকা ভিত্তিক তিনজন) ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অধীন স্টাইপেন্ড ও কমিশন ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করা হইবে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা-উচ্চ মাধ্যমিক। (সম্পূর্ণ বায়োডাটা সহ) সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানা, চীফ লাইফ ইন্সিওরেন্স অ্যাডভাইজার (Code-M0043451) ধূপগুড়ি এল আই সি অফিস, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (M) 9083708448

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং W.B 6320110862637 তাং 08.05.2018 (Issue Date) আমার বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 10-12-25, E.M, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Ochhman Ali এবং Md.Ochhiman Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার সঠিক নাম Ochhman Ali প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। Altap Ali, ডাউয়াগুড়ি, পোঃ নীলকুটি, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার, প:ব:। (C/119557)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং W.B 63 20020899902 আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 10-2-26 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Krishna Chandra Mandal এবং Krishna Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Krishna Chandra Mandal-এর জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : যাত্রাপুর, পো : রাজারহাট, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736165. (C/119556)

NOTICE

That my client Smt. Dolly Gupta, Daughter of Sri Vidyanand Gupta, Resident of - Lala Basty (Rabindra Nagar), P.O. & P.S. Bagdogra, District. Darjeeling being owner of land measuring about 0.13 acres or 8 kathas recorded in R.S khatian no 245, L.R khatian No. 7478, under R.S plot no 307 corresponding to L.R plot no 330 under Mouza- Bairatisal, J.L no 070, under Matigara Police Station ,Pargana-Patharghata, Dist. Darjeeling never sanctioned any Power Of Attorney to (i) Smt. Mamta Prasad, wife of Birendra Prasad Gupta,
(ii) M/S MAMTA BUILDCON,- both having registered office at- Kusum Vihar Road no 7/C,Mohrabadi, P.O. Mohrabadi, P.S Bariatu, Dist. Ranchi and also having office at- Champasari, Prafulla Nagar Opposite of Hotel Cross Over, Bottlegally, P.O & P.S. Pradhan Nagar, Dist. Darjeeling for purpose of selling of any residential flats, or shops, offices , parkings and other commercial activities in multi-storeyed building constructed upon my client's land and for said purpose i) Smt. Mamta Prasad and (ii) M/S MAMTA BUILDCON have no authority for receiving earnest money or any sell proceed and in relation to sell of flats, shops, offices, parkings and other commercial activities from said multi storied building as mentioned above without valid sanctioned Power Of Attorney from my client, and presently the land and multi storied building is sub judice as two suit being Title Suit 207 of 2025 and Title Suit 210 of 2025 filed by my client presently pending before the Ld. Civil Judge (Junior Division) Court at Siliguri against (i) Smt. Mamta Prasad, wife of Birendra Prasad Gupta, (ii) M/S MAMTA BUILDCON Therefore any person or persons dealing with said Smt. Mamta Prasad and M/S MAMTA BUILDCON for purchase any unit from said multi storied building mentioned above for purpose of flats, shops, offices, parkings and other commercial activities is/are to do in their own responsibility and further to face legal consequences.

Amitava Mukherjee
Advocate / Siliguri

অ্যাফিডেভিট

এতদ্বারা শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 09-02-26 তারিখে Hazrat Ali এর বাবা Huseni Miya ও Md Hussain একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113693)

•

এতদ্বারা শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 09-02-26 তারিখে Dariful Rahaman এর বাবা Md Kafiuddin ও Md Kafiluddihan একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113693)

•

07/02/26 তাং কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার জন্ম সার্টিফিকেটে পিতার নাম আব্বাস মিঞার বদলে কাচুয়া মিঞা হলো। আবুবক্কর সিদ্দিক, পাটছড়া, কোচবিহার।

•

West Bengal Board of Secondary Education এর Admit Card এ আমার ও আমার বাবার নাম যথাক্রমে ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Md.Abul Husain S/o Md.Jigar Ali. গত 24.11.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Abul Hayat S/o Jigar Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Abul Hayat S/o Jigar Ali এবং Md.Abul Husain S/o Md.Jigar Ali একজনেরই নাম। (S/N)

•

আমার নাম Natu Mahammad S/o Ayanaddin Ahammad, Vill Palsahar, P.O Dikul, P.S Kushmandi, ২০০২ এর ভোটার লিস্টে (Part no 145, SL 637) আমার নাম ভুল করে Mafijar Rahaman ছাপার কারণে J.M 1st Class গঙ্গারামপুর এট বুনিয়াদপুর দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ২৩/১২/২৫ তারিখে Natu Mahammad ও Mafijar Rahaman একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120578)

•

আমি Sanaul, S/o-Mostak, Vill-Gopalnagar, P.O-Shashani, P.S-Kaliachak, Dist-Malda. আমার জন্ম সংশাপত্রে যার Reg. No-1074, Dt-31/12/2008 আমার নাম Senamul Mia ও আমার বাবার নাম Mostak Mia থাকায় এবং আমার আধার কার্ডে আমার বাবার নাম Mostak Ali থাকায় গত 18/12/2025 এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Senamul Mia থেকে Sanaul ও আমার বাবা Mostak Mia, Mostak Ali থেকে Mostak নাম পরিচিত হলাম, যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115461)

হারানো-প্রাপ্তি

Lost Assam University Regn. Certificate (Regn No. 24-400298, 2004-05) in Coochbehar Approx Dt. 15/01/26 Aparna Sinha. M : 8918230441. (C/119558)

•

এই মর্মে সকলকে জানানো যাচ্ছে যে গত ইং 28-01-2026 তারিখ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া বৌবাজার হইতে আমার জমির চেন ডিড (Chain Deed) দলিল নং I-5676টি হারিয়ে যায়। কেউ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন অভিজিৎ রায়, পশ্চিম হেমকুমারী, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, ফোন - 9832668839. (C/120438)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 7366 1470 8456 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 06-02-26 নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Machhlemina Khatun এবং Muslima Khatun, বাবা Maznu Miah এবং Majnu Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং বাবার পুরো এবং শুভ নাম Machhlemina Khatun, D/o. Maznu Miah ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। পাটছড়া, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119559)

•

আধার কার্ড নং 6549 8719 8518 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 08-01-26, J.M. 3rd Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Mahes Chandra Barman এবং Machchandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Mahes Chandra Barman ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। সাঁজেরপাড়, ঘোড়ামারা, থানা ঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119552)

•

আমি, Chaltu Das, S/o- Lt. Satyen Das, গ্রাম- কালিয়াপাড়া সন্তোষপুর, পোঃ কলিগ্রাম, থানা- চাঁচল, জেলা- মালদা আমার ছেলে নাম Surja Das জন্ম শংসাপত্রে যার রেজিস্ট্রেশন নং 598 তাং 07.03.2013 আমার নাম ভুল থাকায় গত 27.01.2026 তারিখে E.M. চাঁচল মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং- 3279) বলে আমি Gonesh Das থেকে Chaltu Das করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (S/T)

আজ টিভিতে

কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি রাঙামতি- কী হবে এবার?
রাঙামতি তীরন্দাজ সন্ধে ৭.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ফ্লাইওভার, দুপুর ১২.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৪৫ স্বামীর ঘর, সন্ধে ৭.০০ দেবা, রাত ১০.১৫ অন্ধবিচার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ ছোটোবউ, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ন্যায়দণ্ড, বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.৩০ আক্রোশ, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, সন্ধে ৭.৩০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ১০.০০ সুইৎজারল্যান্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জনক জননী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজাবাবু
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১.৫৭ গঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৫১ ফুকরে, সন্ধে ৭.৩০ হিম্মতওর, রাত ৯.৫২ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ ওরদি, বিকেল ৩.৩০ রিস্তে, সন্ধে ৬.৫০ যোদ্ধা, রাত ৯.৪০ ঢোল
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ অন্ধাধুন, বিকেল ৩.২০ আইয়া, ৫.৫৪ ঢিসুম, সন্ধে ৭.৫৯ ম্যাড্রাস ক্যাফে, রাত ১০.১৩ ইন্ডিয়াজ মোস্ট ওয়ান্টেড
জি সিনেমা : বেলা ১১.২২ দবং, দুপুর ১.৫৭ জানোয়ার, বিকেল ৫.৩২ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৮ দ্য রিয়েল টাইগার, দুপুর ২.০৭ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৫.০৯ শক্তিশালী নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ বিম্বিসার, রাত ১০.১৭ চন্দ্রমুখী

ম্যাড্রাস ক্যাফে সন্ধে ৭.৫৯
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

চিরদিনই তুমি যে আমার বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ভ্যালেন্টাইন্স পর্ব

সঞ্চয়িতা চক্রবর্তী এবং শ্রয়ন চক্রবর্তী শেখাবেন **হাত মাখা চিকেন এবং গোলাপী পিঠে। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আপনার দায়িত্ব আরও বাড়বে। কোনও ধার্মিক কাজে অংশ নিয়ে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার জন্য আজ উপযুক্ত সময়। নেতিবাচক চিন্তা সরিয়ে রাখুন। মিথুন : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে আজ সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে প্রশংসা এবং পদোন্নতি হওয়ার যোগ। কর্কট : আপনার সুমধুর কথার জন্য সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। চাকরির প্রস্তুতি পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার যোগ। সিংহ : কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কন্যা : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের বাধা আজ কেটে যাবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলের বিশেষ দায়িত্ব পেতে চলেছেন। চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। তুলা : আয়ের নতুন পথ খুঁজে পাবেন। স্ত্রীর সহায়তায় নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিয়ে সাফল্য পাবেন। আজ উপহার প্রাপ্তির দিন। বৃশ্চিক : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে আলাপ আলোচনায় সমস্যা মিটে যাবে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তীর্থস্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। ধনু : নিকট কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সংসারে আর্থিক সমস্যা দূর হবে। যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান, তবে আজ উপযুক্ত দিন। মকর : বাড়ির প্রবীণ কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে বাইরে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাওয়ায় স্বস্তি পাবেন। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মীন : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। নিজের বুদ্ধির বলে কোনও কঠিন কাজ সমাধান করতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৯ মাঘ, সংবৎ ১০ ফাল্গুন বদি, ২৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৫।২৭। বৃহস্পতিবার, দশমী দিবা ১২।০। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১।৪৫। হর্ষণযোগ রাত্রি ৩।২৪। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।০ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৫৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১।৪৫ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ১২।০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৩৯ গতে ৫।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫২ গতে ১।২৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।০ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৪৪ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-দিবা ১২।০ গতে ২।৩৯ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১২।০ গতে ১।৪৫ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১।৪৫ গতে ২।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টুকি... গাজোলে দুই খুদে পড়ুয়ার ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

চাকার নীচে পড়ে মৃত্যু তরুণের

শিলিগুড়িতে বেড়াতে এসে বিপত্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হন এক তরুণ। পরে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বর্ধমান রোডে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্কুটার নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যানকে বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরে যান বছর তিরিশের বিভান্ত আগরওয়াল। পিকআপ ভ্যানের পিছনের চাকায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় মাথা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তর করা হয়। রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যান চালক। পরে ক্রেন নিয়ে এসে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এই ঘটনার পর ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত বিভান্ত কলকাতার বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। শিলিগুড়ির খালপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিলেন। এদিন স্কুটার নিয়ে হিলকার্ট রোডে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় বর্ধমান রোডে রেল ওভারব্রিজে ওঠার মুখে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ দাবি করেছেন, বিভান্ত হাফ হেলমেট পড়ে ছিলেন। এমনকি হেলমেটের ভিতর কানে ফোন নিয়ে স্কুটার চালাচ্ছিলেন।

ঘটনাস্থলের পাশেই পানের দোকান রয়েছে মিনতিবালা রায়ের। তিনি বললেন, 'ছেলেটি ফোনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ করেই দেখি উলটে গেল। তারপরই চোখের নিমেষে এমন দুর্ঘটনা।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে পিকআপ ভ্যানটি ঠিকভাবেই যাচ্ছিল। স্কুটারচালক বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে পড়ে যান। তারপরেই পিকআপ ভ্যানের চাকায় আঘাত লাগে। তবে ফোনে কথা বলছিলেন কি না সেই বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ।'

ঠিক কীভাবে হয়েছে দুর্ঘটনা? বিভান্তের পিছনেই বাইক নিয়ে ওভারব্রিজে উঠছিলেন রাজীব কুমার। তিনি বলেন, 'ডানদিকের বদলে বাঁদিক দিয়ে ওভারটেকের চেষ্টা করতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটে।' বিভান্তের আত্মীয় তৃণমূলের টাউন ১(বি)-র সভাপতি প্রদীপ গোয়েল। তিনি বলেন, 'নার্সিংহোম থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে। ওর বাবা-মা এখনও কলকাতাতেই রয়েছে। রাতে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

এদিকে, ঘটনার পরে স্থানীয়রা ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। নিয়মিত বর্ধমান রোডের ওই অংশ দিয়ে বহু পথচলতি মানুষ রাস্তা পারাবার করে। তারপরেও অনেক গাড়ি দ্রুতগতিতে চলাচল করে বলে অভিযোগ। বছর ষাটের প্রণব রায় বললেন, 'ওভারব্রিজের এই অংশ সবসময়ই ভারী গাড়ির পাশাপাশি টোটো, বাইক, স্কুটার রুদ্ধশ্বাসে চলে। কোনও সময় এখানে ট্রাফিককর্মী থাকেন। কোনও সময় আবার থাকেন না। ট্রাফিককর্মী যাতে নিয়মিত থাকেন, সেব্যাপারটা দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।' অন্যদিকে, এদিন বিভান্তের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ফুলবাড়ির নার্সিংহোমে যান পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন। তিনি বলেন, 'শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থা এমনিতেই ভালো নয়। আমাদের সাধারণ মানুষকেও সচেতন হয়ে চলতে হবে। কমবয়সিরা একের পর এক দুর্ঘটনার মুখে পড়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

নির্বিঘ্নে শেষ মাধ্যমিক

আলোর খোঁজে দুই জন্মান্ধ পড়ুয়া

ফাঁসিদেওয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : ছোট থেকে তারা পৃথিবীর আলো দেখেনি। তবে ইচ্ছের আলোয় সব বাধাকে দূরে সরিয়ে নতুন করে স্বপ্ন বুনতে চায়। লিখতে চায় এক নতুন রূপকথা। আর সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে জন্মান্ধ দুই কন্যা চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। বুধবার শেষ পরীক্ষা দিয়ে বেরোনোর সময় দুজনের মুখে অদম্য জেদের সেই ছবি যেন বারেবারে ফুটে উঠছিল।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে, ব্রেইল পদ্ধতি ছেড়ে শ্রুতিলেখকের সাহায্যে পরীক্ষা দিয়েছে বিজলিমুনি চা বাগানের বাসিন্দা রিয়া বারোয়া এবং নকশালবাড়ির কোটিয়াজোতের সংগীতা দাস। দুজনেই প্রমাণ করেছে প্রতিবন্ধকতা আসলে শরীরে নয়, থাকে মনে। এতদিন পড়াশোনা বা স্কুলের পরীক্ষায় তাদের ভরসা ছিল হাতের স্পর্শ বা ব্রেইল পদ্ধতি। কিন্তু, মাধ্যমিকের মতো পরীক্ষায় এই প্রথম তারা পরীক্ষা দিল অন্যের হাত দিয়ে। পরীক্ষার্থীরা মুখে বলেছে উত্তর, আর সেটা পরীক্ষার খাতায় লিখেছে তাদের শ্রুতিলেখকরা।

তবে দুই কন্যার লড়াই কিন্তু এত সহজ ছিল না। রিয়ার বাবা রঞ্জিত বারোয়া ও মা ললিতা বারোয়া দুজনেই চা শ্রমিক। অভাবের সংসারে থেকেও মেয়ের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে তাঁরা বাধা দেননি। এদিন পরীক্ষা শেষে হাসিমুখে রিয়া বলল, 'আগে ব্রেইলে লিখতাম। তাই শুরুতে ভয় লাগছিল অন্যের সাহায্যে লিখতে পারব কি না তা নিয়ে। তবে শিক্ষকরা খুব সহযোগিতা করেছেন। পরীক্ষা ভালো হয়েছে।'

অন্যদিকে, ফলের দোকানদার বাবার মেয়ে সংগীতা ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার কথায়, 'প্রশ্ন শুনে আমরা উত্তর বলেছি। রাইটাররা লিখে দিয়েছে। সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখি। চোখে দেখতে না পারলেও, মনের এই স্বপ্ন সত্যি করতে চাই।'

ছোট থেকে ভীমবারে দৃষ্টিহীনদের একটি আবাসিকে পড়াশোনা করলেও বর্তমানে তারা দুজনেই বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের পড়ুয়া। সেই স্কুল থেকেই এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল দুজন। তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল বিধাননগর কুরবান আলি হাইস্কুলে। এই দুই ছাত্রীর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ওই স্কুলের শিক্ষকরাও।

কুরবান আলি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বললেন, 'পর্ষদ নির্ধারিত সমস্ত নিয়ম মেনে এই দুই পরীক্ষার্থীর জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ওরা যে জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, তা দেখে বুক ভরে যায়। স্বাভাবিক পড়ুয়ারা অনেক সময় নিজেদের সুযোগসুবিধা নিয়ে সচেতন থাকে না, কিন্তু এই মেয়ে দুটির লড়াই কুর্নিশ করার মতো।'

অকাল হোলি পরীক্ষার্থীদের

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : বুধবার পরীক্ষা দিয়ে বেরোতেই অকাল হোলিতে মাতল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে। যদিও বুধবারই সিংহভাগ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা শেষ হয়। চলতি বছরের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং (পাহাড়) এবং কালিম্পং জেলাতেও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার কনভেনার সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় পরীক্ষায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি। কারও পরীক্ষা বাতিল হয়নি। সকলেই ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছে। দুজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়েছিল, তবে তাতে পরীক্ষায় কোনও প্রভাব পড়েনি।' অন্যদিকে, কালিম্পং জেলায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে সেখানকার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল জানিয়েছেন।

এদিকে, জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা শেষ হতেই প্রত্যেকের চোখে নতুন স্বপ্ন। কেউ সায়েন্স নিয়ে পড়তে চায়। কেউ আবার পরীক্ষা শেষে একটু ঘোরাফেরা করে আবার পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে চায়। এদিন জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা শেষে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্র সানকময় পাল জানাল, তার সব পরীক্ষার মধ্যে জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা সবথেকে ভালো হয়েছে। একাদশে আর্টস নিয়ে নিজের স্কুলেই পড়াশোনা করতে চায়। তবে মাধ্যমিক শেষে লম্বা ছুটিতে কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হওয়ারও ইচ্ছে রয়েছে।

নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের। এদিন পরীক্ষা শেষে আবির খেলায় মেতে ওঠে তারা। বন্ধুকে জড়িয়ে অনেকে সেলফি তোলে। নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া তৃষা সাহা বলল, 'সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খুব সহজ হয়েছে। তাই প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো নম্বর আশা করছি। তবে পরীক্ষা শেষে একটা দুঃখ যে, অনেকদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী রিমঝিম রায়ের ইতিহাস পরীক্ষা বেশি ভালো হয়েছে। তবে তার ইংরেজি পরীক্ষা আশানুরূপ না হওয়ায় মন একটু খারাপ। এদিন পরীক্ষা শেষে রিমঝিমের বক্তব্য, 'মাধ্যমিক নিয়ে যে ভয় ছিল তা কেটে গিয়েছে। এখন রেজাল্টের অপেক্ষা।'

বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের ছাত্র নীলাঞ্জন সাহা শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। তার কথায়, 'পরীক্ষা ভালো হয়েছে। তবে বাংলা, জীবনবিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা খুবই ভালো হয়েছে। এখন লক্ষ্য উচ্চমাধ্যমিক শেষে কলেজে পা রাখা।' একই স্কুলের ছাত্রী দিয়া দত্ত জানাল, ইংরেজি পরীক্ষা সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আগামীতে আর্টস নিয়ে পড়তে চায় সে।

পরীক্ষা শেষে আবিরের ছোঁয়া। বুধবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তর ক্যামেরায়।

এদিকে, বুধবার বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা শেষ হলেও বৃহস্পতিবার যে স্কুলগুলিতে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা রয়েছে তা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে চোপড়া ব্লকের প্রতিটি কেন্দ্রে কড়া পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। এদিন মাঝিয়ালি হাইস্কুলে শুরুতে পরীক্ষার্থীদের একাংশ ঢোকার সময় ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করে। জানলা-দরজা ধাক্কাধাক্কি করার অভিযোগ ওঠে। তবে পরীক্ষা শেষে নতুন করে কোনও সমস্যা হয়নি। অন্যদিকে, এদিন কিছু কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা আবির খেলায় মেতে ওঠে।

ধর্মঘটের প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন, শিল্প সহায়ক কর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার শিলিগুড়ির দুই মাইল পাওয়ারহাউসের প্রশাসনিক ভবনের সামনে ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে এই সভা করা হয়। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে বৃহস্পতিবার শিল্প ধর্মঘট সফল করতে সিআইটিইউ, এনইউপিডব্লিউ-এর স্থানীয় নেতৃত্ব চোপড়া ব্লকে প্রচার করেন বুধবার। সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য কার্তিক শীল জানান, এলাকায় মূলত চা শিল্প ধর্মঘট সফল করার চেষ্টা থাকছে। অন্যদিকে, তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক দীপক রায় বলেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থে আমরা দাবিদাওয়ার সমর্থন করছি। তবে ধর্মঘট সমর্থন করছি না।'

বৈঠক

চোপড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ ও বুথ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চোপড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, এদিন প্রশাসনের তরফে জানানো হয় ব্লকে মোট ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বুথ ছিল ২১৬টি। নতুন করে আরও ৪৮টি বুথ করা হয়েছে। তাই বর্তমানে ব্লকে মোট বুথের সংখ্যা ২৬৪ হয়েছে।

পিএইচই দপ্তরের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

বকেয়ার দাবিতে আন্দোলনে ঠিকাদাররা

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া পাওনার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিলেন সারা বাংলা পিএইচই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন (সিভিল) সদস্যরা। বুধবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জল জীবন মিশন প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে দু'দিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এদিন সকালে ঠিকাদাররা পিএইচই-র শিলিগুড়ি ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও উত্তরবঙ্গ সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অফিসের গেটের বাইরে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। যার জেরে কোনও আধিকারিক বা কর্মী অফিসে প্রবেশ করতে পারেননি। এদিকে, ইসলামপুরেও একই দাবিতে পিএইচই অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অবস্থানে শামিল হন ঠিকাদাররা।

প্রায় ১৮ মাস ধরে জল জীবন মিশনের টাকা পাচ্ছেন না ঠিকাদাররা। টাকার দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। শিলিগুড়িতে প্রায় ৮০ জন ঠিকাদার রয়েছেন। শিলিগুড়িতে বকেয়া টাকার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি বলে তাঁদের দাবি। এদিনের আন্দোলনের জেরে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সত্যজিৎ পান অফিসে ঢুকতে পারেননি। তিনি বলেন, 'বকেয়া টাকার দাবিতে এই আন্দোলন। কেন্দ্রের তরফে যে টাকা দেওয়ার কথা সেটি দেড় বছর ধরে আসছে না।'

> **জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর আমাদের দিয়ে কাজ করিয়েছে। তাই তাদের কাছে থাকা টাকা চাইতে এসেছি।**
>
> **অনুপ বসু**
> *সম্পাদক, শিলিগুড়ি পিএইচই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন*

শিলিগুড়ি পিএইচই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপ বসুর বক্তব্য, 'জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর আমাদের দিয়ে কাজ করিয়েছে। তাই তাদের কাছে থাকা টাকা চাইতে এসেছি। কেন্দ্র না রাজ্য সরকার কার কাছ থেকে দপ্তর টাকা পায়নি তা আমাদের দেখার বিষয় নয়।' অনুপের সংযোজন, 'দুইদিনের অবস্থান বিক্ষোভের পর টাকা না পেলে গান্ধি মূর্তির নীচে অবস্থানে বসব। রাজ্যজুড়ে আমাদের ঠিকাদার, কর্মীর সঙ্গে সকলের পরিবার মিলে অন্তত ১০ লক্ষ ভোটার রয়েছে। টাকা না পেলে আমার বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করব।'

সংগঠনের সদস্য শিবু চৌধুরী বলেন, 'সকলের পুঁজি আটকে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেউই নতুন কাজ করতে পারছি না। আমরা পরিষেবা বন্ধ করিনি। পার্ট পেমেন্ট দিলেও হত। কিন্তু সেটাও দিচ্ছে না।'

ইসলামপুরে বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভকারীরা অফিস খোলার সময় থেকে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু করেন। যা এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে। আন্দোলনকারীদের পক্ষে রাশিদুল হক বলেন, 'কোটি কোটি টাকা বকেয়া বিল। সংসার টানতে নাভিশ্বাস উঠছে। আশা করি সরকার এই মর্মে মানবিক পদক্ষেপ করবে।' বিক্ষোভের জেরে অফিসে না ঢুকতে পেরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুর মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডল বলেন, 'আন্দোলনকারীরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে চেম্বারে ঢুকতে পারিনি।'

শ্রীলঙ্কা যেন এক অস্পৃশ্য গ্রাম

সিতাই, ১১ ফেব্রুয়ারি : যে দিকে দু'চোখ যায় ধু-ধু করছে বালি। এটাই যেন রাস্তা! এটাই চলাচলের পথ। নাক, কান ঢেকে মোটরবাইকের সিটে বসে আছেন মন্টু মিয়াঁ, পিছনে তাঁর স্ত্রী আর দু'বছরের সন্তান। অন্দরান সিঙ্গিমারি থেকে দিনহাটায় ফিরছেন। সামনে সিঙ্গিমারি নদী। খরার সময় নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ায় সাঁকো হয়েছে। পরপর দুটি সাঁকো পেরিয়ে যেতে হবে মদনাকুড়া হয়ে দিনহাটা। কিন্তু রাস্তা কোথায়? এতে ধুলোভরা পথ। যে কোনও মুহূর্তে আটকে যেতে পারে বাইকের চাকা। মন্টু বলেন, 'আত্মীয়তা হলে যাতায়াত করতেই হয়। উপায় কী?' নদীর একই চরে স্কুল থেকে ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে দাদা। দুজনেই এক সাইকেলে। নদী আর নদীর চর পেরিয়ে সাইকেল ঠেলে এগিয়ে চলেছে তারা। এভাবেই প্রতিদিন জীবন চলে নদীঘেরা গ্রামের মানুষের।

দু'ধারে নদী, মাঝে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এমনই এক গ্রাম শ্রীলঙ্কা। সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত। গ্রামের ভিতরে রয়েছে দুটি বুথ। এক বুথের ভোটার ৬৭২ জন এবং আরেক বুথের ভোটার ১৩০০ জন। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, অথচ উন্নয়নের মানচিত্রে এই গ্রামটির নাম অদৃশ্য।

গ্রামবাসী আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, শ্রীলঙ্কা যেন এক অস্পৃশ্য গ্রাম। ভোটের সময় দরকার পড়ে, কিন্তু ভোটের পরে সাংসদ বা বিধায়ক তো দূরের কথা পঞ্চায়েত প্রধানকেও দেখা যায় না।

সিঙ্গিমারি মদনাকুড়া অঞ্চলের শ্রীলঙ্কা গ্রাম এবং ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সিঙ্গিমারি ও অন্দরান সিঙ্গিমারি-এই সমস্ত এলাকাই গিরিধারী নদী ও সিঙ্গিমারি নদীর মাঝে থাকায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীর কথায়, চারদিকে শুধু ধুলোবালি। এখানে কাজের সুযোগ নেই। গ্রামের ভিতরে রাস্তাঘাট কিছুই নেই। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। প্রসূতি বা কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার উপায় নেই। বাড়িঘর বানাতেও নদী পেরিয়ে জিনিসপত্র আনতে বাড়তি খরচ গুনতে হয়। অধিকাংশ মানুষ দিনমজুরি করে কোনও রকমে সংসার চালান। শিক্ষা ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। শ্রীলঙ্কা এলাকায় শিশুদের জন্য কোনও শিক্ষাকেন্দ্র যেমন নেই তেমনি নেই স্বাস্থ্য পরিষেবা। অনেক পরিবার আর্থিক অনটনের কারণে সিতাই বা দিনহাটায় পড়াশোনার জন্য সন্তানদের পাঠাতে পারেন না। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পিছিয়েই পড়ছে এখানে। বাড়ির সামনে বসে থাকা জরিনা বিবি বলেন, 'শুকনো দিনে নদীতে জল না থাকলে কিছুটা চলাচল করা যায়, কিন্তু বর্ষায় আমাদের মতো গরিব মানুষের পক্ষে যাতায়াত প্রায় অসম্ভব।'

সিঙ্গিমারিতে গাঁজার সাম্রাজ্যে হানা

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি : দিনকয়েক আগের কথা, ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে, প্রাতর্ভ্রমণে গিয়ে দিনহাটার খালিসা গোসানিমারির কয়েকজন বাসিন্দা দেখতে পান, সিঙ্গিমারি নদীর চরে থাকা কলা বাগান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে একদল লোক। কয়েকটি ভর্তি বস্তা নৌকায় তুলে তারা নদী পেরিয়ে সিতাইয়ের দিকে যাচ্ছে। সন্দেহজনক সেই খবর সোর্স মারফত বিএসএফের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগেনি। বিএসএফের গোয়েন্দারা সপ্তাহখানেক ধরে গোপনে নজরদারি চালিয়ে নিশ্চিত হন, নদীর চরে ঘাঁটি বানিয়ে চলছে গাঁজা পাচারের কারবার। বিএসএফের পক্ষ থেকে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হয় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র কাছে। বুধবার সেই ঘাঁটিতে হানা দেয় এনসিবি ও বিএসএফের যৌথ দল। তাতেই সামনে এল আন্তর্জাতিক গাঁজা পাচারচক্রের কালো কারবার। অভিযানে উদ্ধার হল প্রায় ৭৯৮ কেজি গাঁজা, যার বর্তমান বাজারমূল্য এক কোটি টাকারও বেশি। সব দেখেশুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের।

নদীচরের কলা বাগানে যে অন্ধকার ব্যবসার জাল বিছানো ছিল, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি স্থানীয় বাসিন্দারা। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, বাগানের ভেতরে ছিল একটি সাদামাঠা টিনের ঘর। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে চাষিদের বিশ্রামের জায়গা, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে দৃশ্যটা আমূল বদলে যায়। সেখানে থরে থরে সাজানো ছিল গাঁজার প্যাকেট। গাঁজা পাতা শুকিয়ে প্যাকেটজাত করার এলাহি কারবার চলছিল সেখানে। প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দারা নিশ্চিত, খালিসা গোসানিমারির ওই গোপন আস্তানাটিই ছিল আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের অন্যতম গাঁজা প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র। সেখান থেকে বাংলাদেশ, নেপাল সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেত গাঁজা।

বিএসএফের কাছে খবর পাওয়ার পরও এনসিবি সেখানে হানা দিতে অনেকটা সময় নেয়। কারণ, জায়গাটির অবস্থান এমন ছিল যে, অতর্কিতে হানা দেওয়া ছিল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বিএসএফের চৌকস জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে নামেন তদন্তকারীরা।

থমকে জল জীবন মিশন প্রকল্প

বাগডোগরা, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৫ হাজার বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যেত। সেই মতো দেড় বছর আগে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। বোরিং, পাম্পহাউস তৈরি সব হয়ে গেলেও, কোনও অজানা কারণে রিজার্ভার তৈরির কাজে আর হাত দেওয়া হয়নি। ফলে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারের এই কাজগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।' পিএইচই-র শিলিগুড়ি ডিভিশনের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার রাজশ্রী বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে রয়েছেন।

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা জানালেন, এলাকায় প্রকল্পের কাজ করার জন্য সেভাবে সরকারি জমি মিলছিল না। তাই জেলা শাসক, সিএমওএইচ সহ সরকারি আধিকারিকদের থেকে অনুমতি নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে কাজ শুরু হয়েছিল। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এলাকার হো চি মিন নগর-১, হো চি মিন নগর- ২, রবীন্দ্রনগর, জ্যোতিনগর এবং আপার বাগডোগরা মেইন রোড এলাকার বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যেত।

কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। জ্যোতিনগরের বাসিন্দা উৎপল দত্ত বললেন, 'এলাকায় পানীয় জলের চরম সমস্যা। সাধারণ মানুষ জল পাচ্ছে না, অথচ প্রকল্পের কাজ মাঝপথে আটকে রয়েছে। কী কারণে বন্ধ তার জবাব কেউ দেয় না।' যে এলাকায় প্রকল্পের কাজ হচ্ছে সেই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা অনু ঝা'র বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের মাসিক বোর্ড মিটিংয়ে বারবার বিষয়টি তুলে ধরেছি। কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি। মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছে অথচ প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে।'

সার্কিট বেঞ্চে প্রথম দিন ১৯২ মামলা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনে বুধবার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা হল। গত ১৭ জানুয়ারি এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। তখনই জানানো হয়েছিল, ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে এখানেই মামলার শুনানি হবে। সেই মতো উদ্বোধনের পর এক মাসেরও কম সময়ে এদিন থেকেই সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিনেই পাহাড়পুরের নতুন ভবনে মামলার পাহাড় ছিল। ডিভিশন বেঞ্চের তালিকায় মোট ১৯২টি মামলা ছিল। তার মধ্যে প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি মামলার সওয়াল-জবাব শোনেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল।

এদিনের দিনটি ছিল নানা দিক থেকেই বিশেষ। প্রথম দিনের শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ছাড়াও বিচারপতি পার্থসারথি সেন, বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। সার্কিট বেঞ্চের ইতিহাসে এই প্রথম প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এখানে শুনানি করল। মঙ্গলবার রাতেই বিচারপতির দল জলপাইগুড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ তারা পাহাড়পুরের নিজস্ব ভবনে আসে।

শুনানি শুরু হওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি আইনজীবীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। সেখানে তিনি এক আবেগঘন বার্তা দেন।

বিচার শুরু স্থায়ী ভবনে

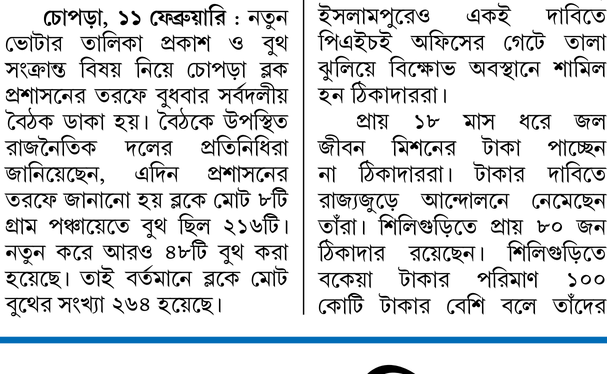

সার্কিট বেঞ্চে সাধারণ মানুষের আনাগোনা।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এদিন থেকে নতুন ভবনে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হল। ইট, বালি, সিমেন্ট, লোহা দিয়ে এটা শুধু একটি বিল্ডিং তৈরি হয়নি। এটা মানুষের আশা, ভরসা এবং সুবিচার পাওয়ার একটি জায়গা তৈরি হয়েছে। এই কাজ সম্পন্ন হবে বেঞ্চ এবং বারের সহযোগিতায়।'

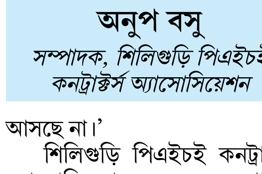

- উদ্বোধনের পর বুধবার থেকে মামলার শুনানি শুরু
- প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি মামলার সওয়াল জবাব শোনেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল
- বিকেলে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়

বিকেলে সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিনটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'এদিন একটা ঐতিহাসিক দিন বলা যেতে পারে। উদ্বোধনের পর নিজস্ব ভবনে আজ থেকে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হল। এই প্রথমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি হল। বহু আন্দোলন, ফল এবং আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এই সার্কিট বেঞ্চের সঙ্গে।'

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘ প্রতীক্ষার এই স্থায়ী ভবন পাহাড়পুরের ৪০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। এখন থেকে এই নতুন ও আধুনিক পরিকাঠামোতেই চলবে বিচার ব্যবস্থার সমস্ত কাজ।

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরে গ্রেপ্তার দুই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল নেতার মৃত্যুতে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রাকটিকে আটক করার পাশাপাশি পুলিশ চালককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পুলিশের কাজে বাধা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে নিজের বাইকে মেয়েকে নিয়ে শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সদর-২ ব্লকের সভাপতি লুৎফর রহমান (৪৮)। গোশালা মোড়ে বাইক নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ট্রাকের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হয় লুৎফরের মেয়ে। তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেলের অধীন সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে পুলিশের দুটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। ওই ঘটনায় হাফিজুল হক এবং মুস্তাফা হুসেন নামে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীর তরফে দাবি উঠেছে পাহাড়পুর, গোশালা, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং আসাম মোড়ে একটু বেশি রাত পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর। জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'গোশালা মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর কিছু মানুষ পুলিশের গাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। ওই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছি। দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

- মঙ্গলবার ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সদর-২ ব্লকের সভাপতি লুৎফর রহমানের
- ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে পুলিশের দুটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায়
- ওই ঘটনায় হাফিজুল হক এবং মুস্তাফা হুসেন নামে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে

লুৎফরের মৃত্যুতে নিজের ফেসবুক পেজে শোকজ্ঞাপন করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মৃত্যু ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ। তিনি বলেন, 'দলের এক নিবেদিতপ্রাণ সৈনিককে আজ আমরা হারালাম। পথ দুর্ঘটনায় তাঁর আকস্মিক অকালপ্রয়াণ আমাদের গভীরভাবে শোকাহত ও স্তব্ধ করেছে। এই শূন্যতা কখনও পূরণ হবে না।'

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে। স্থানীয় সূত্রে খবর, লুৎফর তার নবম শ্রেণিতে পাঠরতা মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। গোশালা মোড় এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় অসাবধনতাবশত ময়নাগুড়ির দিক থেকে আসা একটি ট্রাক লুৎফরের বাইকে ধাক্কা মারে। ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে রাস্তার পাশে পড়ে যান লুৎফরের মেয়ে। অন্যদিকে, লুৎফরকে পিষে দিয়ে তাঁর বাইকটিকে প্রায় দুই কিলোমিটার টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় ট্রাকটি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় এলাকার বাসিন্দারা ট্রাকের সামনে বাইকটিকে ওই অবস্থায় দেখে পিছু ধাওয়া করেন। খবর পেয়ে ট্রাকের পিছু নেয় হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশও। আসাম মোড় এলাকায় ট্রাক সহ চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দায় নিতে নারাজ কর্তৃপক্ষ

হাসপাতালে আয়াদের দাপট

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ফের আয়াদের দৌরাত্ম্য। আয়াকে অগ্রিম টাকা না দেওয়ায় পক্ষাঘাতের রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার না করেই ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল। প্রতিবাদ করায় রোগীকে রেফার করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি কর্তব্যরত নার্সিং স্টাফদের বিষয়টি জানাতে গেলে তাঁরাও খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব তাঁদের নয় বলে দাবি করেন কর্তব্যরত নার্স। এদিকে, রাতের আয়ার সঙ্গে ঝামেলা হওয়ায় দিনের আয়ারাও রোগীকে দেখভাল করবেন না বলে জানিয়ে দেন। বুধবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মেল মেডিসিন ওয়ার্ডে এই ঘটনায় কর্তব্যরত নার্স এবং হাসপাতাল প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার পর পুরো বিষয়টি লিখিত আকারে ডেপুটি সুপার তনুশ্রী দাসকে জানিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডেপুটি সুপার। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'এরকম হওয়ার কথা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

শিলিগুড়ির শক্তিগড় ১০ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা সংগীতা বিশ্বাসের বাবা এবং মা দুজনেই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একজন মেল মেডিসিন এবং একজন ফিমেল মেডিসিন বিভাগে রয়েছেন। সংগীতার বাবা অজিত দত্ত (৮০) মঙ্গলবার সকালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। সকালেই তাঁকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেলে তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকেও ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। রাতের আয়া রোগীর আত্মীয়দের কাছে কাজের জন্য অগ্রিম টাকা চান বলে অভিযোগ। তাঁদের কাছে সেসময় টাকা না থাকায় পরের দিন সকালে দেবেন বলে জানান। কিন্তু আয়া তাতে রাজি হননি। অভিযোগ, রাতভর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ওই রোগীকে দেখেননি কোনও আয়া। সকালে বাড়ির লোক এসে দেখেন, বেডেই মলমূত্র ত্যাগ করে পড়ে আছেন রোগী। সকালের আয়াদের কাজের কথা বললে তাঁরাও মানা করে দেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, উলটে রোগীকে রেফার করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এরপর সিস্টারদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তাঁরা জানিয়ে দেন, হয় আয়া রাখতে হবে, নয়তো বাড়ির লোককে থাকতে হবে। তা না হলে তাঁরা ওষুধও খাওয়াতে পারবেন না। এসবের পরেই সোজা সুপারের অফিসে যান রোগীর আত্মীয়রা। কিন্তু সুপার না থাকায় ডেপুটি সুপারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।

জেলা হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ কিংবা সার্জিক্যাল বিভাগ, কিংবা গাইনো বিভাগ- সর্বত্রই আয়াদের ছাড়াছড়ি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, আয়ারা তাদের কর্মী নন। তাই তাঁদের দায়ও তাদের নয়।

তাহলে কীভাবে এই আয়ারা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ঘুরে কাজ করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, এই আয়াদের এক দালাল রয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেই। এই দালালের মাধ্যমেই আয়াদের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ। সমস্ত টাকা তুলে ওই দালালের হাতে দিতে হয় আয়াদের। এরপর তিনি সকলকে টাকা দেন। এই দালাল হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢুকে সিস্টারদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে থাকেন বলেও অভিযোগ।

ডেপুটি সুপার শুধু বলছেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করতে বলা হয়েছে। ওই আয়া যাতে আর হাসপাতাল চত্বরে না থাকতে পারেন, সেটা আমরা দেখব। পাশাপাশি সিস্টার ইনচার্জকেও অভিযুক্ত সিস্টারের বিষয়ে খোঁজ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।'

প্রশ্ন উঠছে, আয়াদের দায় যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিতে নাই পারে, তবে কেন তাঁদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে? কোনও আয়া যদি কোনও রোগীকে মারধর করেন বা খারাপ ব্যবহার করেন, সেই দায় কে নেবেন? সিস্টাররাই বা কেন ওষুধ খাওয়াতে পারবেন না? হাসপাতালে দালাল বসে থাকলেও কেন কোনও পদক্ষেপ করা হয় না?

- আয়াকে অগ্রিম টাকা না দেওয়ায় পক্ষাঘাতের রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার না করেই ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল
- প্রতিবাদ করায় রোগীকে রেফার করার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ
- নার্সিং স্টাফদের জানাতে গেলে তাঁরাও খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ

> **তদন্ত করতে বলা হয়েছে। ওই আয়া যাতে আর হাসপাতাল চত্বরে না থাকতে পারেন, সেটা আমরা দেখব। পাশাপাশি সিস্টার ইনচার্জকেও অভিযুক্ত সিস্টারের বিষয়ে খোঁজ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।**
>
> **তনুশ্রী দাস**
> *ডেপুটি সুপার, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল*

ঘুরতে গিয়ে।। *দার্জিলিংয়ের একটি চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অতীশচন্দ্র ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পদচ্যুত কংগ্রেস নেতা

চাকুলিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেতাবুদ্দিন ওরফে মুন্নাকে দলের সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। বুধবার চাকুলিয়ার রমজান ভবনে এই কথা জানান ব্লক কংগ্রেস সভাপতি এক্রামুল হক।

এক্রামুল বলছেন, 'সেতাবুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে দলের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিলেন। সংগঠনের নিয়মকানুন ও গঠনতন্ত্র মেনে তাঁকে দলের বিভিন্ন পদ থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ব্লক কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। এদিকে সেতাবুদ্দিন বলেন, 'কংগ্রেসের বিভিন্ন পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যাব কি না, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

কৃত্রিম অঙ্গ বিলি

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ হিন্দিভাষী সমাজ এবং ন্যাশনাল মাড়োয়ারি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বুধবার শিলিগুড়ির দুই মাইলে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান কর্মসূচি হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে সঞ্জয় টিব্রুয়াল জানান, অনুষ্ঠানে ১১ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ দেওয়া হয়। দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, বিহার থেকে অনেকে কর্মসূচিতে অংশ নেন।

'সতর্ক' করেই ক্ষান্ত তৃণমূল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীর দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সাধারণ সম্পাদক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করেছে দল। অথচ মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই অঞ্চল-২ তৃণমূল যুব সভাপতি ধনঞ্জয় সিংহের বিরুদ্ধে মারপিট, তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি দলের তরফে। শুধু সতর্ক করেই দায় সারে তৃণমূল। তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির কথায়, 'নকশালবাড়ির ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

এদিকে, ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, দাদাগিরির অভিযোগ তুলে এদিন আঠারোখাইয়ের শিসাবাড়ি এলাকায় ডাম্পার মালিকরা ধর্মঘট করেন। ডাম্পার মালিক মহম্মদ আলি বলেন, 'শিসাবাড়ির সাধন মোড়ে মহকুমা পরিষদের তরফে একটি টোল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই টোলে এসে ধনঞ্জয় দাদাগিরি করেন। জোর করে প্রতি ডাম্পার থেকে ২০০ টাকা করে ৪০০ টাকা দাবি করেন। এ নিয়ে মালিকদের সঙ্গে প্রায়ই ঝামেলা হয়। রবিবার রাতেও একটি ছোট গাড়ির চালককে মারধর করেছেন। ওই চালক ধনঞ্জয় এবং আরও ৩ জনের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ করেছেন। বুধবার তারাবাড়িতে কোনও ডাম্পার চলেনি।'

এদিকে ধনঞ্জয় বলছেন, 'টোলে টাকা তুললে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রমাণ করুক। আমি কোনও ডাম্পার থেকে টাকা তুললে তার প্রমাণ কেউ দিক। আমি সততার সঙ্গে দল করি বলেই আমাকে দল পদে রেখেছে। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করে আমাকে ছোট করা হচ্ছে।' ধনঞ্জয় ইস্যুতে মঙ্গলবার তৃণমূলের কাওয়াখালি অফিসে জেলা যুবর বৈঠক হয়। যুব সভাপতি জয়ব্রত, মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি জয়নন্দ সরকার ধনঞ্জয়কে নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে ধনঞ্জয়কে সতর্ক করে বলা হয়, এরপরে এই ধরনের অভিযোগ পেলে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হবে না। জয়নন্দ বলেন, 'দলের ওপরে কেউ নয়।'

মাটিগাড়া থানায় এক পুলিশকর্তা বলেন, 'ধনঞ্জয় এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে অর্পণ সিংহকে মারধর এবং গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে।'

শিসাবাড়িতে ডাম্পার ধর্মঘট। বুধবার। -সংবাদচিত্র

ছিট মেচি নদীতে সেতুর শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিন্নাবাড়ি পঞ্চায়েতের কৃষিপ্রধান গ্রাম হাঁড়িভিটা ও উড়লাজোতের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তায় এক কোটি টাকার বক্স সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বুধবার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ, কর্মাধ্যক্ষ ললিত বর্মন প্রমুখ।

খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি অঞ্চলের হাঁড়িভিটা দিয়ে বয়ে গিয়েছে ছিট মেচি নদী। এর আগে হাঁড়িভিটায় গ্রামীণ রাস্তায় ছিট মেচি নদীর উপর একটি সংকীর্ণ ঝুলন্ত সেতু ছিল। সেই ঝুলন্ত সেতু দিয়ে শুধু সাইকেল নিয়ে কিংবা হেঁটে যাতায়াত করা যেত। ঘুরপথে হাটবাজারে সবজি নিয়ে যেতে হত কৃষকদের। এবার দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, '১ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন এজেন্সির অর্থানুকূল্যে ৪১ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মিত হবে। সেতুটিতে মোট ১২টি বক্স থাকবে। সেতুর রাস্তার প্রস্থ হবে ৭ মিটার। এর ফলে যান চলাচলে সুবিধা হবে।'

রঞ্জিত গণেশ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'নতুন সেতু নির্মিত হলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছানো অনেক সহজ হবে।'

কোষাগারে চাপ এনবিএসটিসি-র

অবসরপ্রাপ্তদের চুক্তিতে নিয়োগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : সরকারি তরফে কোনও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। কার্যত অফিসারশূন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। এই পরিস্থিতিতে অবসর নেওয়া অফিসারদেরই ভরসায় নিগম। চলতি মাসে অবসর নেওয়া ছয়জনকে ফের এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি ডিভিশনেই অবসর নেওয়ার পর অফিসারদের ফের নিয়োগ করার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২। সমস্ত ডিভিশন মিলিয়ে এই সংখ্যাটা চল্লিশেরও বেশি হয়ে গিয়েছে। অবসর নেওয়া অফিসারদের ফের চুক্তি ভিত্তিতে নেওয়া হলেও চাপ বাড়ছে এনবিএসটিসি-র কোষাগারে।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, অবসর নেওয়ার আগে এই অফিসারদের মাইনের ৯০ শতাংশ ভরতুকি হিসেবে দিত সরকার। যদিও নতুন করে চুক্তিতে নিয়োগের পর বেতনের পুরোটাই নিগম দিচ্ছে নিজস্ব কোষাগার থেকে। এতে নিগমের কোষাগারে চাপ বাড়ছে। নিগম সূত্রে খবর, মাসে খুব ভালো ব্যবসা হলে ভরতুকির পরেও ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা লাভ হিসেবে থাকে।

এদিকে, বর্তমানে অবসর নেওয়ার পর চুক্তি হিসেবে আসা সমস্ত অফিসারকে মাইনে দিতেই প্রতি মাসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা লেগে যাচ্ছে। এ বিষয়ে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, 'কোষাগারে চাপ তো পড়ছেই। কারণ খুব একটা বেশি লাভ তো থাকে না। কিন্তু অন্য কোনও উপায় নেই। অবসর নেওয়া এই অফিসাররা চুক্তিতে আসার কারণেই নিগম টিকে রয়েছে।'

এদিকে, অবসর নেওয়া অফিসাররা চুক্তিতে ফের কাজে যুক্ত হওয়ায় চুক্তিভিত্তিক অন্য কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক ওই কর্মীদের ক্ষোভ, 'অবসর নেওয়া অফিসাররা ফের চুক্তিতে কাজে যুক্ত হওয়ার কারণেই আমাদের দাবি মতো বেতন বাড়ছে না।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, অবসর নেওয়ার পর এই অফিসারদের জন্য মূলত টাকার অঙ্ক হিসেবে তিন ধরনের চুক্তি থাকছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দশ থেকে বারো হাজার টাকার চুক্তিতে নেওয়া হচ্ছে। ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে ২৫ হাজার টাকার মাসিক চুক্তিতে নেওয়া হচ্ছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদে মাসিক ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকার চুক্তিতে নেওয়া হচ্ছে।

নিগমের বাম প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের কথায়, 'এমনিতেই নিগমের কোষাগারের অবস্থা ভালো নয়। তার মধ্যে এধরনের নিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়াচ্ছে। আসলে, স্থায়ী নিয়োগ না হলে এই সমস্যা থেকেই যাবে।' নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব ভালো ব্যবসা হলে মাসে ভরতুকি দিয়ে সাড়ে ১৫ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র লাভ হয় ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায়, 'তেলের খরচ থেকে শুরু করে বাসের রক্ষণাবেক্ষণ, সমস্তটাই হয় কোষাগারের টাকায়।'

- অবসর নেওয়ার আগে অফিসারদের মাইনের ৯০ শতাংশ ভরতুকি হিসেবে দিত সরকার
- নতুন করে চুক্তিতে তাঁদেরই নিয়োগের পর বেতনের পুরোটা নিগম দিচ্ছে নিজস্ব কোষাগার থেকে
- এতে নিগমের কোষাগারে চাপ বাড়ছে

> **কোষাগারে চাপ তো পড়ছেই। কারণ খুব একটা বেশি লাভ তো থাকে না। কিন্তু অন্য কোনও উপায় নেই। অবসর নেওয়া এই অফিসাররা চুক্তিতে আসার কারণেই নিগম টিকে রয়েছে।**
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি*

হাসপাতালে 'ইন্টার্নশিপে' প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন রাতারাতি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে বদলে যাওয়ার ঘটনায় এবারে নাম জুড়ল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে বুধবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সে সময়ে আদালত চত্বরে জড়ো হওয়া প্রতারিতরা বিচার চেয়ে বিক্ষোভ দেখান। শুনানিতে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজত হওয়ার পর প্রতারিত পড়ুয়াদের পক্ষের আইনজীবী বন্দনা রাই বলেন, 'এই ভুয়ো ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে

বিচার চান প্রতারিতরা

ইন্টার্নশিপ করার জন্য পাঠানো হত। কীভাবে এই ইনস্টিটিউটকে ইন্টার্নশিপের সুবিধা দিচ্ছিল জেলা হাসপাতাল, তা নিয়ে অবশ্যই তদন্ত করা প্রয়োজন।' যদিও বন্দনার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এটা অসত্য তথ্য। এরকম কোনও ইনস্টিটিউশনকে ইন্টার্নশিপ করানোর সুবিধা দেওয়া হত না।'

বন্দনা ইনস্টিটিউশনের ব্রশিওরের পেছনে থাকা কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের নাম দেখান। তিনি বলেন, 'ব্রশিওরে লেখা রয়েছে, এই নার্সিংহোমগুলো নাকি প্লেসমেন্ট দিচ্ছে। অবিলম্বে এই নার্সিংহোমগুলোর কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত পুলিশের।'

বন্দনা বলেন, 'ওই তিনজনের মধ্যে একজন ফ্যাকাল্টি ছিলেন। বাকি তিনজন টেলিকলারের কাজ করতেন। তাঁদের টার্গেট ছিল, জেলার বাইরের পড়ুয়াদের টেলিকলিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করা। এখানে সিকিমের পড়ুয়া রয়েছে। অসমের পড়ুয়া রয়েছে। এমনকি নেপাল থেকেও পড়ুয়ারা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'ভোকেশনাল কোর্সের জন্য স্টেট কাউন্সিলের নির্দেশে দশটার মতো সিট থেকে থাকে। ইস্টটিটিউশনের ক্ষেত্রে ৪৫ থেকে ৬০টি সিট রাখতে বলা হয়। এখানে সেসব মানা হয়নি।' মহেশ রায় নামে এক পড়ুয়ার কথায়, 'আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক।'

মুখে মুখে উচ্চারণ বদল মোড়, দোকানদারের

১৯৭৮ সাল, জঙ্গলে ঘেরা এক জনপদে এক ব্যক্তি দোকান দেন। এলাকার একমাত্র দোকান। সেই ব্যক্তির নাম থেকেই এই মোড়ের নাম হয়। কালক্রমে লোকমুখে ওই ব্যক্তির নাম এবং মোড়ের নাম দুটোই পালটে যায়। দোকানটা এখন বন্ধ। তবে নাম থেকে গিয়েছে।

কী নামে ডেকে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জনপদের নামকরণের পিছনের গল্পগুলো আমাদের অবাক করে, চমকে দেয়। খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি বাজার থেকে ফুলবাড়ি চা বাগান হয়ে বুড়াগঞ্জে যাওয়ার পথে খটমল মোড় অবস্থিত। তিনমাথার এই মোড়ের একটি রাস্তা চলে গিয়েছে পান্তাবাড়ি গ্রামে। বাকি দুটি রাস্তা বাতাসি ও বুড়াগঞ্জের দিকে। ফুলবাড়ি চা বাগান, থানঝোরা চা বাগান ও বাবা চা বাগানের মাঝে এই খটমল মোড় অবস্থিত। টুকুরিয়াঝাড় জঙ্গলের থেকে এই মোড়ের দূরত্ব মেরেকেটে ৩ কিলোমিটার। এখনও এই এলাকায় মাঝে মাঝেই হাতি ঢুকে পড়ে। জঙ্গলের কাছের এই জায়গার নাম শুনে অনেকের মনে হতেই পারে ছারপোকা যার শুদ্ধ বাংলা খটমল বা খটমল্ল থেকেই এই এলাকার নাম খটমল মোড় হয়েছে। কিন্তু সেটা নয়, আসলে এই জনপদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে এক ব্যক্তির নাম।

প্রাক্তন শিক্ষক রামাশিস সিংহ রায় এলাকার নামকরণের প্রসঙ্গে বলেন, 'ওই মোড়ে খটমল নামক এক ব্যক্তির দোকান ছিল। সেই থেকেই এই রাস্তার নাম খটমল মোড় হয়েছে বলে শুনেছি।'

বিশদে জানতে এই প্রতিবেদক ওই দোকানের সামনে হাজির হন। দরজার বাইরে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন ৭০ ছুঁইছুঁই প্রবীণ বাইরে আসেন। এলাকার নামকরণের বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করায়, একটু হেসে তিনি বলেন, 'আর বলবেন না মশাই এই এলাকার নামের চক্করে আমার নামটাই পালটে গিয়েছে।' প্রতিবেদকের হতভম্ব দশা দেখে তিনি বলেন, 'আমার আসল নাম বাতাসু সিংহ। দাদু আদর করে নাম দিয়েছিলেন খটমোহন। আমি ১৯৭৮ সালের কথা বলছি। তখন বাতাসি-বুড়াগঞ্জগামী রাস্তাটি মাটির ছিল। এই জায়গায় তখন মাত্র তিনটি বাড়ি ছিল। আমি তখন বাড়ির সামনে একটি দোকান দিই। চা, পান-বিড়ি, ঘুগনি, পাউরুটি বিক্রি করতাম। তখন এই এলাকার চারদিকে জঙ্গল ছিল। হাতি, চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াত। বাতাসি কিংবা বুড়াগঞ্জ থেকে আসা বহু মানুষ এই দোকানে এসে বিশ্রাম করত, আড্ডা মারত। ধীরে ধীরে সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে এই রাস্তার মোড়ের নাম প্রথমে খটমোহন মোড় হল। কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে আমার এবং মোড়ের নাম খটমোহন থেকে খটমল হয়ে গেল।' এখন এই এলাকায় অনেক ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। বিক্রি কমে যাওয়ায় খটমোহন তাঁর দোকান বন্ধ করে, দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। এই এলাকায় এখনও সেভাবে উন্নয়ন হয়নি। এই এলাকার পাশ দিয়ে ডুমুরিয়া নদী বয়ে গিয়েছে। ডুমুরিয়া নদী থেকে বালি মাফিয়ারা অবাধে বালি লুট করে, কিন্তু প্রশাসনের হুঁশ নেই। এসব নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ রয়েছে।

ফুলবাড়ি চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নবীন ঘোষ বলেন, '২৬ বছর ধরে এখানে চাকরি করি। বাতাসু ওরফে খটমোহন সিংহের সন্তানরা এই স্কুলেই পড়াশোনা করত। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে ওনার নাম খটমোহন থেকে অপভ্রংশ হয়ে 'খটমল' হল! মোড়ের নামও বদলে গেল।'

খটমোহনের সেই দোকান আজ ঝাঁপবন্ধ।

বিপদে ভার্মা পুত্র

সাইবার প্রতারণায় ৩০ হাজার টাকা খোয়ালেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার পুত্র। অনলাইনে লেনদেন করার সময় এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ।

ধর্মঘট নয়

বৃহস্পতিবার ট্রেড ইউনিয়নদের ডাকা ধর্মঘটের দিন রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর খোলা থাকবে। কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। অনুপস্থিতদের শোকজ করাও হতে পারে। নির্দেশিকা দিল অর্থ দপ্তর।

দিঘায় হোটেল

দিঘার মোট ৪৬টি প্লটে হোটেল নির্মাণ করতে চলেছে হিডকো। এই মর্মে জোড়া দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম। ১৮ মার্চ এই দরপত্র চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

পঞ্চায়েতে তালা

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিসে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বীরভূমের কানাচি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সংশোধনী কি কোন্দলের ভয়ে?

প্রধানদের বিরুদ্ধে অনাস্থার নিয়ম বদল নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাজেট অধিবেশনের শেষলগ্ন। আচমকাই বিধানসভার ফ্লোরে 'সারপ্রাইজ গেস্ট'-এর মতো হাজির হল পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল, ২০২৬। স্পিকারের ঘরে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর, মাত্র ৩০ মিনিটের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তড়িঘড়ি পাশও হয়ে গেল সেই বিল। আর এই বিল পাশ হতেই রাজ্য-রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর তর্জা। শাসকদল তৃণমূলের দাবি, গ্রামীণ প্রশাসনে 'স্থায়িত্ব' আনতেই এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে, বিরোধী বিজেপি একে তকমা দিয়েছে শাসকদলের 'রাজনৈতিক বিমা' হিসেবে।

সহজ কথায়, এই নতুন সংশোধনী বিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান থেকে শুরু করে জেলা সভাধিপতিদের— অর্থাৎ ত্রিস্তরের প্রায় ৭৫ হাজার পদাধিকারীর গদি আরও সুরক্ষিত করা হল। এতদিন নিয়ম ছিল, বোর্ড গঠনের আড়াই বছর (৩০ মাস) পর অনাস্থা আনা যেত। নতুন বিলে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে। অর্থাৎ, একবার ক্ষমতায় বসলে তিন বছর তাঁরা 'নিরাপদ', তাঁদের সরানো যাবে না।

কিন্তু কেন হঠাৎ এই বদল? রাজনৈতিক মহলের মতে, এর টাইমিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি রাজ্যে পঞ্চায়েত বোর্ডগুলি গঠিত হয়েছিল। পুরোনো নিয়মে, আর কয়েক মাসের মধ্যেই অনাস্থা আনার সময় শুরু হয়ে যেত। ঠিক তার আগেই এই ছয় মাসের বাড়তি 'রক্ষাকবচ' আসলে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামীণ বাংলার রাশ নিজেদের হাতে রাখার এক সুচিন্তিত কৌশল।

বিধানসভায় বিল পেশ করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার যুক্তি দেন, 'অনাস্থা প্রস্তাবের অপব্যবহার রোধ এবং প্রশাসনিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। এতে ৭৫ হাজার পদাধিকারীকে অকারণে সরানোর চেষ্টা বন্ধ হবে এবং পঞ্চায়েতগুলি ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।'

মন্ত্রীর এই যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধী শিবির। তাদের অভিযোগ,

> অনাস্থা প্রস্তাবের অপব্যবহার রোধ এবং প্রশাসনিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। এতে ৭৫ হাজার পদাধিকারীকে অকারণে সরানোর চেষ্টা বন্ধ হবে এবং পঞ্চায়েতগুলি ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।
>
> -প্রদীপ মজুমদার

প্রশাসনিক স্থায়িত্ব নয়, বরং দলের অভ্যন্তরীণ 'ভাঙন' ঠেকাতেই এই আইনি ঢাল ব্যবহার করছে

> বীরভূম, ভাঙড় সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে। নিজেদের লোকেরাই পঞ্চায়েত বোর্ড ফেলে দিতে চাইছে। সেই সংকট থেকে বাঁচতেই এই 'বাফার টাইম' আইন আনা হল।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঝাঁঝালো আক্রমণ, 'বীরভূম, ভাঙড় সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে। নিজেদের লোকেরাই পঞ্চায়েত বোর্ড ফেলে দিতে চাইছে। সেই সংকট থেকে বাঁচতেই এই 'বাফার টাইম' আইন আনা হল। এটা তৃণমূলের ক্রেডিবিলিটি বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।' তিনি হুঁশিয়ারি দেন, মে মাসে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে এই বিল বাতিল করা হবে।

বিজেপি বিধায়ক অরূপ কুমার দাসের কথায়, 'শাসকদল নিজেদের ঘর গোছাতেই ব্যস্ত। এত তাড়াহুড়ো করে বিল পাশ করানোই প্রমাণ করে, এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য হল তৃণমূলের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।'

বিধানসভা ভোটের আগে গ্রামীণ স্তরে নিজেদের সংগঠনকে নিশ্ছিদ্র রাখতেই কি এই আইনি তালা ঝোলানো হল? নাকি সত্যিই প্রশাসনিক কাজের গতি আনতে এই পদক্ষেপ? উত্তর যা-ই হোক, ভোটের আগে পঞ্চায়েতের এই 'ইমিউনিটি বুস্টার' যে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

যাদবপুর বিদ্যাপীঠে উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

কড়া নজর সংসদের

স্বচ্ছতা রক্ষা উচ্চমাধ্যমিকে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার শুরু উচ্চমাধ্যমিক। একইদিনে চতুর্থ সিমেস্টার, তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি এবং পুরোনো ব্যবস্থার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। ৪৬৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছেন। এবারের পরীক্ষায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কোনওরকম অসাধু চক্র দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। কোনওরকম গুজবে কান না দিয়ে শান্তভাবে পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রকে প্রশ্নের সিল খোলার পূর্বে সিল ওপেনিং ফরম্যাটের সকল তথ্য পূরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মতো এবছরও বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও অলচিকি এই চার ভাষায় প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে। চতুর্থ সিমেস্টার ও তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারির ক্ষেত্রে ৬৬টি বিষয়ে ও পুরোনো পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ৬২টি বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে (সকাল ৯.৫০ মিনিট) প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারির পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট আগে (দুপুর ১২.৫০ মিনিট) প্রশ্ন পাবেন। চতুর্থ সিমেস্টার চলবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। মিউজিক, ভিস্যুয়াল আর্টস ও ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষা চলবে সকাল ১০টা থেকে ১১.১৫ পর্যন্ত। তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা চলবে দুপুর ১টা থেকে ২.১৫ পর্যন্ত। মিউজিক, ভিস্যুয়াল আর্টস ও ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষা চলবে দুপুর ১টা থেকে ১.৪৫ পর্যন্ত। একইসঙ্গে পুরোনো পদ্ধতির পরীক্ষার্থীরা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.১৫ পর্যন্ত পরীক্ষা দেবেন। মিউজিক, শারীরিক শিক্ষা, ভিস্যুয়াল আর্টস ও ভোকেশনাল বিষয়ের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবেন

- উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়- ৮৬৭০৮৫৮৮৯৮
- কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়- ৯৮৫১৯০৫৫২৯
- সংসদের হেল্প ডেস্ক- ০৩৩ ২৩২১৩২১৬/ ০৩৩ ২৩৩৭০৭৯২

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২ পর্যন্ত। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে একজন করে সংসদ নির্ধারিত প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকবেন। কোনওরকম অসুবিধা হলে তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগ করা যাবে। তাছাড়াও হেল্প ডেস্ক, আঞ্চলিক কন্ট্রোলরুম এবং জেলাভিত্তিক কন্ট্রোলরুমেও ২৪ ঘণ্টাই যোগাযোগ করা যাবে।

তৃতীয় সিমেস্টার এমসিকিউ ভিত্তিক হলেও চতুর্থ সিমেস্টারে ব্যাখ্যামূলক উত্তর লিখতে হবে। কোনওরকম অতিরিক্ত কাগজ নিয়ে উত্তর লিখতে পারবেন না পরীক্ষার্থীরা। দ্বিগুণ প্রশ্নের মধ্যে থেকে নিজের পছন্দের প্রশ্ন বেছে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা। অর্থাৎ ৪টি প্রশ্নের মধ্যে থেকে যে কোনও ২টি বেছে উত্তর দেওয়া যাবে। জালিয়াতি রুখতে প্রশ্নপত্রে থাকবে বিশেষ কোডের ব্যবস্থাও। একইদিনে ৪টি স্তরের পরীক্ষা থাকায় সম্পূর্ণ পরীক্ষা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য কঠোর সতর্কতা জারি থাকবে রাজ্যের স্কুলগুলিতে।

ভিক্টরকে ফের প্রার্থী করতে উদ্যোগী ফব

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বামফ্রন্টের বাড়তি আসনের দাবি জানিয়ে উপযুক্ত প্রার্থী দিতে বিপাকে পড়েছে বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বামেদের হাত ছাড়ায় বাম-কংগ্রেস জোট হচ্ছে না। ফলে বাম শরিকরা ফ্রন্টের বৈঠকে সিপিএমের কাছে বেশি আসনের দাবি জানিয়েছে। শরিকদের দাবি মঞ্জুর করার ইঙ্গিতও দিয়েছে সিপিএম। কিন্তু দাবি জানিয়ে উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বাম শরিকরা। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় পুরোনো নেতা-কর্মীদের দলের ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই বিবৃতিতে গোয়ালপোখর, চাকুলিয়ার প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক আলি ইমরান রামজকেও (ভিক্টর) দলে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে। কয়েক বছর আগে এই জোটের প্রশ্নেই দলের সঙ্গে মতপার্থক্যে ফরওয়ার্ড

ব্লক ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ভিক্টর। পরে তাঁর কাকা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত হাফিজ আলম সাইরানিও যোগ দেন। ব্লক সূত্রে খবর, কংগ্রেস ছেড়ে বামে ফিরলে ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁকে গোয়ালপোখর বা চাকুলিয়া থেকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাবে এখনও সাড়া দেননি ভিক্টর। বিধায়ক থাকাকালীনই ভিক্টরকে পেতে চেষ্টার কসুর করেনি তৃণমূলও।

অগ্নিমিত্রাকে বাধা

আসানসোল, ১১ ফেব্রুয়ারি : আবারও নিজের বিধানসভা এলাকায় 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগে গিয়ে বাধা পেলেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'গো ব্যাক স্লোগান' দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা অগ্নিমিত্রাকে হেনস্তার চেষ্টা করে। যার প্রতিবাদ জানান বিধায়কের সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মীরা। সেই নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এমনকি বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজও করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপি বিধায়কের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। পালটা স্লোগান দেন বিজেপির কর্মীরা।

অগ্নিমিত্রার দাবি, তৃণমূলের কর্মীরা আমার প্রচার ও জনসংযোগে বাধা দিচ্ছেন। এর আগে তিরাট ও নিমচায় একইভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্রীদের ব্যাংকিং শেখাবে 'কন্যাশ্রী'

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : নারীদের স্বনির্ভর ও সচেতন করে তুলতে এবার 'ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি' বা 'আর্থিক সাক্ষরতা'-র পাঠ দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য। কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় চলতি মাস জুড়ে সারা রাজ্যে কন্যাশ্রী ক্লাব এবং চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনগুলিতে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে মাসিক বা বার্ষিক টাকা-পয়সা জমানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। একই সঙ্গে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা এবং তাঁদের সাইবার জালিয়াতির হাত থেকে সজাগ করাও এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নারী, শিশুকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর সম্প্রতি এই মর্মে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, কন্যাশ্রী পোর্টালে থাকা 'ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি সেল্ফ-লার্নিং প্যাকেজ' ব্যবহার করে এই কর্মসূচি পরিচালনা

উদ্যোগ রাজ্যের

করতে হবে। যেখানে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় থাকা মোট ১২টি পর্বের অডিও-ভিজুয়াল মডিউল দেখে ছাত্রীরা সঞ্চয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ঋণ ও আর্থিক লেনদেনের খুঁটিনাটি শিখতে পারবেন। চলতি মাসকে দু'টি ভাগে ভাগ করে এই প্রশিক্ষণ চালাবে প্রতিষ্ঠানগুলি। মাসের প্রথম ভাগে (১-১২ ফেব্রুয়ারি) সঞ্চয়, ব্যাংকিং-এর প্রাথমিক ধারণা এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মডিউলভিত্তিক ক্লাস নেওয়া হবে। মাসের দ্বিতীয় ভাগে (১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি) নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনার পদ্ধতি, কেওয়াইসি আপডেট, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প এবং বিনিয়োগের সুবিধাগুলি সম্পর্কে ছাত্রীদের শেখানো হবে। অনলাইনে এই সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম পাওয়া যাবে বলেই জানিয়েছে দপ্তর।

ইতিমধ্যেই এই নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসকের কাছে। নড়েচড়ে বসেছেন তাঁরাও। স্কুল ও প্রতিষ্ঠান স্তরে ক্যাম্পগুলি দ্রুত আয়োজনের ব্যবস্থা করার জন্য মহকুমা শাসক এবং বিডিওদের নির্দেশ দিয়েছে হুগলি জেলা প্রশাসন। মাধ্যমিক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককেও এই প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে কন্যাশ্রী ক্লাবের বার্ষিক কর্মসূচির তালিকাও। সেখানে ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকটিতেও নজর দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা গেলে গ্রামাঞ্চলের ছাত্রীরা ও তাঁদের পরিবার সরকারি প্রকল্প বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুবিধা থেকে আর বঞ্চিত হবেন না বলেই মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা। আর্থিক সচেতনতা বাড়ার পাশাপাশি প্রশস্ত হবে উন্নয়নের রাস্তাও।

নিজের ছবির সাফল্য কামনায় কালীঘাটে রানি মুখোপাধ্যায়। -পিটিআই।

হিরণের আগাম জামিন মঞ্জুর

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন অভিনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। বুধবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অভিযোগে হিরণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিচারপতি নির্দেশ দেন, তদন্তে সাহায্য করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করে তদন্তকারী অফিসারদের কাছে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।

হিরণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৮২(১), ৮৫, ৫৪ ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। তার পরেই আগাম জামিন চেয়েছিলেন হিরণ। এদিন আদালতে তাঁর আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস জানান, হিরণ দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। শুটিংয়ের জন্য কিছু ছবি তোলা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ মিথ্যে। তাঁর দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনের এতদিন পরে কেন নির্যাতনের অভিযোগ আনতে হল প্রথম স্ত্রীকে। যদিও তাঁর প্রথম স্ত্রীর আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই হিরণ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে রয়েছেন। তবে তাঁকে হেপাজতে নিয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করছেন না বিচারপতি। তাই তাঁকে আগাম জামিন দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছেন।

তাঁর জামিনের পরে অনিন্দিতা জানান, বিচারব্যবস্থার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কেউ পাপ করলে তবেই তিনি আগাম জামিন নিতে যান। বিষয়টি আদালত সহজভাবে নেয়নি বলে মাসে দু'বার তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। যদিও হিরণের বক্তব্য, তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি জামিনের আবেদন করেছিলেন।

পুলিশের পরীক্ষায় নম্বর সহ তালিকা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার আগে রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষার নম্বর সহ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৪ সালে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল ২০২৫ সালে। ওই বছরই ফলাফল প্রকাশিত হয়। তবে নম্বরহীন তালিকা প্রকাশ হওয়ায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন অংশগ্রহণকারীদের একাংশ। সম্প্রতি প্রাথমিক বাছাইপর্বে বিস্তারিতা তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। বুধবার এই নিয়োগ সংক্রান্ত পৃথক মামলার শুনানিতে রাজ্যের দাবি, একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। যদিও আবেদনকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, বিস্তারিত তথ্য সমেত উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করা হোক। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনে পরীক্ষার্থীদের নামের সঙ্গে প্রাপ্ত নম্বর ও ক্যাটিগোরি উল্লেখ করে তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুথে বুথে বেকার খোঁজার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগে বেকারদের হাতে দেড় হাজার টাকা করে তুলে দিয়ে তাদের মন কাড়তে মরিয়া রাজ্য সরকার। সেই কারণেই তড়িঘড়ি ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে শিবিরও খোলা হচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনের অফিসার ও কর্মীরা অত্যন্ত ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে অল্প সংখ্যক কর্মীকে এই কাজে নিয়োগ করে লক্ষ্য পূরণে মরিয়া নবান্ন। সেই কারণেই দলের বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিকে বুথে বুথে বেকার খুঁজতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যত বেশি সংখ্যক বেকারের নাম যাতে নথিভুক্ত করা যায় সেই দিকে নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছে শ্রম দপ্তর। প্রতিদিন প্রতিটি জেলায় কতজনের নাম নথিভুক্ত হল, সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও শ্রম দপ্তরে পরের দিন বেলা ১১টার মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে। তবে শুধু নাম নথিভুক্ত নয়, এই কাজে যুক্ত কর্মীদের একই সঙ্গে তথ্য যাচাইয়ের কাজও নির্ভুলভাবে করতে বলা হয়েছে।

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে বাজেটে ঘোষণা হয়েছিল, ১৫ অগাস্ট থেকে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চান আর্থিক বছরের শুরু থেকেই বেকাররা এই সুবিধা পান। তাই আমরা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এই নথিভুক্তিকরণের কাজ শুরু করতে চলেছি। এই কাজে জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা সেই দায়িত্ব পূরণ করবেন বলেই আমরা আশা করি।' শ্রম দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'বেকারদের নাম নথিভুক্তিকরণের এই পদ্ধতি যেহেতু নতুন করে হচ্ছে, তাই তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।'

কিন্তু মাত্র ১০ দিনের মধ্যে একটি বিধানসভার সমস্ত বুথের বেকারের নাম নথিভুক্ত করা আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় ৮৪ হাজার বুথ রয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে গড়ে ১৭৫ থেকে ২৫০টি বুথ রয়েছে। তাই এই বিপুল সংখ্যক নাম নথিভুক্তিকরণ ও তথ্য যাচাই করতে গিয়ে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যদিও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা বলছেন, 'বিধায়ক, গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রধান বা পঞ্চায়েত সদস্যরা তাঁদের এলাকার বেকারদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। তাঁরা সরাসরি এই কাজে যুক্ত থাকলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। তাছাড়া কোনও প্রকৃত বেকারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।'

বকেয়া ডিএ ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ মেটানো এড়াতে মরিয়া রাজ্য সরকার। অন্তত ভোট ঘোষণার আগে পর্যন্ত বিষয়টিকে ঠেকিয়ে রাখতে রিভিউ পিটিশন নিয়ে নাড়াঘাঁটা শুরু হয়েছে নবান্নের আইন মহলের অন্দরে। বুধবার নবান্নের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীদের পাশাপাশি দিল্লির বিশিষ্ট আইনজীবীদের মতামত নিতে নবান্নে আইন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও এখনও আশাপ্রদ খবর রাজ্য সরকারের কাছে এসে পৌঁছোয়নি। সুপ্রিম কোর্টের শেষ নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ মার্চের মধ্যে কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেওয়া এখন রাজ্য সরকারের 'গলার কাঁটা' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ৪ শতাংশ ডিএ ১ এপ্রিল থেকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেও অস্বস্তি এড়াতে পারছে না নবান্ন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও এই নিয়ে কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দিতে পারছেন না। বিষয়টি 'বিচারাধীন' বলে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ রায় অবিলম্বে কার্যকর করা নিয়ে কর্মচারীদের আবার দাবি তোলা ও পরবর্তী আন্দোলনের প্রস্তুতিও মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে।

সময়ে ভোটার তালিকা প্রকাশে অনিশ্চিত কমিশনই

সুপার চেকিংয়ে বাড়ছে সংশয়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের জন্য হাতে সময় ১৬ দিন। নথি যাচাই করে যোগ্য বা অযোগ্য হিসেবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে প্রায় ১ কোটি। একই সঙ্গে প্রায় ৪ লক্ষের বেশি শুনানি করতে হবে একই সময়ে। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে সিইও দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিশনের তথাকথিত সুপার চেকিংয়ের মাধ্যমে নথি যাচাই করে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করতে হলে নির্ধারিত দিনের মধ্যে তা কতটা করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সিইও দপ্তরে।

নিয়ম অনুযায়ী, শুনানির দিনেই জমা পড়া সমস্ত নথি আপলোড করতে হবে ইআরও, এইআরওদের। সিস্টেমে আপলোড হওয়া সেই নথি জেলা শাসকের হাত ঘুরে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে যাচাই হয়ে আবার ফিরে আসবে জেলা শাসকের কাছে। যাচাই হওয়া নথি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা নির্বাচনি আধিকারিক বা জেলা শাসক। জেলা শাসক কোনও নথি 'ভেরিফায়েড' বলে জানিয়ে তা আপলোড করলে এনুমারেশন ফর্ম থেকে শুরু করে ওই ভেরিফায়েড নথি সংক্রান্ত প্রতিটি ধাপের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে যোগ্য (অ্যাকসেপ্টেড) বা অযোগ্য (রিজেক্ট) বলে সিস্টেমে জানিয়ে দেবেন ইআরও। প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষের বেশি শুনানি হলেও এই নথি

> অসংগতির বিষয়ে রাজ্যের ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগ্য, তাঁদের নিয়োগপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে। নিয়োগ সম্পূর্ণ হলে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবে কমিশন। তারপরই তাঁদের বুথভিত্তিক নিয়োগ করা হবে।
>
> -সুব্রত গুপ্ত

যাচাই করে কোনও ভোটারকে যোগ্য বা অযোগ্য বলে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই সময় লাগছে। কমিশনের হিসেবে বুধবার পর্যন্ত ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৬৩ জনের শুনানি শেষ হয়েছে। কিন্তু যোগ্য-অযোগ্যর বিচার চূড়ান্ত হয়েছে ৫০ লক্ষের কিছু বেশি। মঙ্গলবার দিল্লিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে ডেকে এসআইআরের অগ্রগতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের ওই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই সিইও দপ্তরে উদ্বেগ বেড়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিকের মতে, নথি যাচাইয়ের জন্য আটকে থেকে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যাবে এটা তো সম্ভব নয়। কমিশনের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ইআরওরাই যোগ্য-অযোগ্য বিচারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও এসআইআর মামলায় ইআরওকেই সেই ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু এবার কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি শুনানির রিপোর্ট ও ইআরওর নেওয়া সিদ্ধান্ত সুপার চেকিং হওয়ার পর তা চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত নথি যাচাইয়ের হার যা তাতে আগামী ১২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে এই পদ্ধতিতে তা কতটা সম্পূর্ণ করা যাবে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।

মাইক্রো অবজার্ভারদের বিকল্প হিসেবে যে সাড়ে ৮ হাজার অফিসারের তালিকা রাজ্য সরকার পাঠিয়েছিল, তার যোগ্যতামান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, একমাত্র গ্রুপ বি অফিসারদেরই কমিশন নিয়োগ করবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের দেওয়া তালিকায় অনেক গ্রুপ সি পদমর্যাদার আধিকারিকের নামও পাঠানো হয়েছে বলে সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই নদিয়া জেলা প্রশাসনের পাঠানো তালিকায় এধরনের অসংগতি দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে রাজ্য বিকল্প তালিকা পাঠালেও তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিন রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'অসংগতির বিষয়ে রাজ্যের ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই যোগ্য, তাঁদের নিয়োগপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে। নিয়োগ সম্পূর্ণ হলে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবে কমিশন। তারপরই তাঁদের বুথভিত্তিক নিয়োগ করা হবে।' অসংগতির বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য, আধিকারিকদের পে স্কেল সরকারি ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার ক্ষেত্রে এক নয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যের গ্রুপ সি অফিসাররা সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে গ্রুপ বি অফিসার হয়েছেন। রাজ্যের কাছে এরা সবাই গ্রুপ বি অফিসার। কিন্তু রাজ্যের এই ব্যাখ্যা কমিশন মানবে কি না সেটা ওদের ব্যাপার।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯ মাঘ ১৪৩২

অগ্নিপরীক্ষায় বাংলাদেশ

দু'বছর পর বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে চলেছে। একইসঙ্গে হবে জাতীয় সংস্কারের পক্ষে গণভোট। শেখ হাসিনাহীন পদ্মাপারের ভাগ্য ঠিক হবে এই ভোটে। মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লিগের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করায় এবারের নির্বাচনে নৌকা প্রতীক অনুপস্থিত। লড়াই হচ্ছে মূলত দুই পক্ষের- বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ও একদা তাদের জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামি।

ইউনূস জমানায় যে ছাত্র নেতাদের গঠিত এনসিপি এবার জামায়াতের জোটসঙ্গী। এখনও পর্যন্ত সব জনমত সমীক্ষায় এগিয়ে বিএনপি। প্রধানমন্ত্রীর দৌড়েও পাল্লা ভারী সে দলের চেয়ারম্যান তথা খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের। তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। বিএনপি-র স্লোগান, সবার আগে বাংলাদেশ। অপরদিকে জামায়াতে ডাক দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের।

আওয়ামী লিগ ভোট বয়কটের বার্তা দিয়েছে। কিন্তু তা বাংলাদেশে বসবাসকারী হাসিনা সমর্থকরা কতটুকু মানবেন, তা নিয়ে সংশয় যথেষ্ট। শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সকলে হয় দেশান্তরী নয়তো কারাগারে বন্দি। আওয়ামী লিগের সমর্থকদের কাছে টানতে মরিয়া তারেক এবং শফিকুর উভয়েই।

বাংলাদেশ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। হাসিনাকে উৎখাতের পর এই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী এই নির্বাচন কেবল ক্ষমতার নয়, বরং দেশটির অস্তিত্বের লড়াই। একদিকে শেখ হাসিনা আমলে গত ১৫ বছরের উন্নয়ন ও ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উত্তরাধিকার, অন্যদিকে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা- এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণে আজ লাল-সবুজের মানচিত্র।

ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর ওপার বাংলায় মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন বেড়েছে। রাজাকার, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে মরিয়া। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। হাসিনা সহ একাধিক আওয়ামী লিগ নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা, দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির নির্দেশ, মুজিবুর রহমানের মূর্তি, তাঁর ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার পত্রিকা ছাড়াও ছায়ানট সহ একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা যে উগ্রবাদীদের আস্ফালনের ইঙ্গিত, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বাংলাদেশ কি আরও একটা পাকিস্তান হওয়ার পথে? মৌলবাদের এই বিষবৃক্ষে আফগানিস্তানের তালিবানি শাসনের ছায়া দেখার আশঙ্কা অমূলক নয়। নিয়মিত হিন্দু সংখ্যালঘুদের জানমালের ওপর অত্যাচার চলছে।

সংখ্যালঘুদের কাছে টানতে ভোটের প্রচারে বিএনপি, জামায়াতে সক্রিয় হলেও কার্যক্ষেত্রে হিন্দুদের রক্ষায় তাদের দেখা যাচ্ছে না। ফলে হিন্দুদের সমর্থন কোন দিকে, তা স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মজবুত ভিতের ওপর গড়ে ওঠা অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে গত দেড় বছরে লাগাতার কুঠারাঘাত হয়েছে।

ভোটের প্রচারে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান যে আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের কথা বলছেন, তা কট্টরপন্থার মোড়ককে নতুন কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। অপরদিকে বিএনপি-র প্রতিশ্রুতিতে হাসিনা আমলের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার বার্তা পরিষ্কার। তারেক ভালো করেই জানেন, বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া টিকে থাকা অসম্ভব।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, কট্টরপন্থী দোসরদের নিয়ন্ত্রণ করার সদিচ্ছা বা ক্ষমতা বিএনপি-র কতটা আছে? ছাত্র নেতা হাদির হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকার রাজপথে ভিড় ও ওই হত্যার বিচার চেয়ে তাঁর সমর্থকদের লাগাতার বিক্ষোভ পরবর্তী সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারতের কাছেও উদ্বেগের।

হাসিনা আমলে ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের দমন যে উচ্চতায় পৌঁছেছিল, নতুন সরকার তা থেকে বিচ্যুত হলে নয়াদিল্লি অস্বস্তিতে পড়বে। নয়াদিল্লির জন্য কাম্য এমন এক সরকার, যারা ভারতের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেবে। বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং উন্নয়নের স্পৃহা হারিয়ে পাকিস্তানের দোসরে পরিণত হলে তা হবে ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে–যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

দিল্লির দাপট বনাম দিদির দুর্গ : বাজি কার?

অমিত শা'র অশ্বমেধের ঘোড়া কি বাংলার মাটিতে থমকে যাবে, নাকি মমতার 'ম্যাজিক' এবার ফিকে হবে!

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

শীতের সকালের কুয়াশা কাটতে না কাটতেই উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে শুরু করে তরাই-ডুয়ার্সের জনপদ-সর্বত্রই এখন ধোঁয়া ওঠা চায়ের ভাঁড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। অমিত শা গত সপ্তাহেই হুংকার ছেড়েছেন- ২১টি রাজ্যে পদ্ম ফুটলেও, বাংলা না পাওয়া পর্যন্ত মোদির মুখে নাকি আসল হাসি ফুটবে না। কথাতেই আছে, 'দিল্লি বহুদূর', কিন্তু বিজেপির জন্য কলকাতা যেন তার চেয়েও দুর্গম এক দুর্গ।

গত লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না মেলায় গেরুয়া শিবিরের লক্ষ্য এখন ২০২৬-এর বিধানসভা। আর সেই 'মহা-লড়াই'-এর সলতে পাকানো শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, অমিত শা'র এই অশ্বমেধের ঘোড়া কি আদৌ বাংলার মাটিতে দৌড়াতে পারবে, নাকি ফের মুখ থুবড়ে পড়বে? সমীকরণটা খুব সহজ নয়। একদিকে মমতার পরীক্ষিত 'ডাবল এম' (মহিলা ও মুসলিম) সমীকরণ, আর অন্যদিকে বিজেপির তূণে 'হিন্দুত্ব ও দুর্নীতি'র জোড়া ফলা। কার পাল্লা ভারী, তা মাপতে গেলে আবেগের চশমা খুলে বাস্তবের মাটিতে নামতে হবে।

মমতার 'মাস্টারস্ট্রোক' ও পলিটিকাল থিয়েটার

রাজনীতিতে 'পারসেপশন' বা ধারণা তৈরি করাটাই আসল খেলা, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেলার ওস্তাদ জাদুকর। গত এক-দেড় বছরে সন্দেশখালির আগুন বা আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের সাদা কাপড়ে কম দাগ লাগায়নি। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে হেভিওয়েট নেতারা জেলে, ইডি-সিবিআইয়ের নিত্য আনাগোনা- সব মিলিয়ে শাসকদলের ভাবমূর্তি যখন কিছুটা কোণঠাসা, ঠিক তখনই মমতা খেললেন তাঁর তুরুপের তাস।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে সশরীরে হাজির হওয়া- এ কেবল আইনি লড়াই ছিল না, ছিল এক নিখুঁত 'পলিটিকাল থিয়েটার'। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে তিনি আইনজীবীদের ভরসায় না থেকে সোজা প্রধান বিচারপতির এজলাসে। ফল? গোটা দেশের মিডিয়া দেখল, একজন মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় কতটা মরিয়া। মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল 'রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেস'-এর ছবি। বিরোধীরা একে 'গিমিক' বা নাটক বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মমতার এই 'স্ট্রিট ফাইটার' ইমেজই তাঁকে বারবার অক্সিজেন জুগিয়েছে। ২০১৬-তে সারদা-নারদ কেলেঙ্কারি হোক বা ২০২১-এ ভাঙা পা নিয়ে হুইলচেয়ারে প্রচার- মমতা জানেন কীভাবে নিজেকে 'আক্রান্ত' এবং 'বাংলার মেয়ে' হিসেবে তুলে ধরে নেতিবাচক হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে হয়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার : অর্থনীতির 'ব্রহ্মাস্ত্র' নাকি নির্বাচনি ঘুষ?

মমতার দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি হল- অর্থনীতি। না, কোনও ভারী শিল্প বা বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি নয়, তাঁর বাজি 'ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার' বা সরাসরি নগদ হস্তান্তরের রাজনীতি। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির 'লাডলি বহনা' বা মহারাষ্ট্রে 'মাঝি লড়কি বহিন' যোজনা যদি গেমচেঞ্জার হতে পারে, তবে বাংলায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' কেন নয়? সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুদান বাড়িয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ২.২ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পান। এর মধ্যে ২৯ লক্ষ তপশিলি জাতি এবং প্রায় ৫ লক্ষ আদিবাসী মহিলা। উত্তরবঙ্গের চা বলয় বা জঙ্গলমহলের আদিবাসী ভোটব্যাংক ধরে রাখতে এর চেয়ে বড় দাওয়াই আর কী হতে পারে? সঙ্গে যোগ হয়েছে বেকার তরুণদের জন্য ভাতার ঘোষণা।

কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটাও দেখা দরকার। অর্থনীতিবিদরা প্রশ্ন তুলছেন, এই 'দান-ছত্র' রাজনীতির টাকা আসবে কোথা থেকে? মিড-ডে মিল, স্কুলের পরিকাঠামো বা পাড়ার রাস্তা সারাইয়ের টাকা কি তবে কমবে? ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভ এবং ঠিকাদারদের বকেয়া বিলের পাহাড়- এগুলো কি শেষমেশ বুমেরাং হবে না? বিরোধীরা বলছেন, এটা 'নির্বাচনি ঘুষ'। কিন্তু অভাবের সংসারে মাস গেলে হাতে নগদ হাজার দেড়েক টাকা আসাটা গ্রামের গৃহবধূর কাছে গণতন্ত্রের থিওরির চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব। পেটের খিদে মিটলে তবেই তো মানুষ রাস্তার গর্ত দেখবে!

বিজেপির সংকট : সেনাপতি ছাড়া যুদ্ধ?

এবার আসা যাক বিরোধী শিবিরের কথায়। দিল্লি বা বিহার জয়ের টাটকা অক্সিজেন নিয়ে বিজেপি টগবগ করছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার মাটি বড়ই পিচ্ছিল। বিজেপির সবথেকে বড় সমস্যা- মমতার বিপরীতে মুখ কে? শুভেন্দু অধিকারী নিঃসন্দেহে দাপুটে নেতা, বিধানসভায় মমতাকে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। কিন্তু দলের অন্দরের ছবিটা কি ততটা স্বচ্ছ? আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপির (তৃণমূল থেকে আগত) ছাইচাপা আগুন কি নিভেছে? দিলীপ ঘোষের মতো লড়াকু পুরোনো কান্ডারিদের সঙ্গে শুভেন্দুর রসায়ন কি মসৃণ? রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা শমীক ভট্টাচার্যরা কি সেই 'মাস লিডার' বা জননেতা হয়ে উঠতে পেরেছেন, যা মমতাকে টেক্কা দিতে পারে? সেনাপতি ছাড়া যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখা আর দিবাস্বপ্ন- দুটো প্রায় একই।

বিজেপির বাজি মূলত তিনটি : ১) হিন্দু ভোট একজোট করা, ২) দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ, এবং ৩) বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া।

উত্তরবঙ্গ এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে 'ডেমোগ্রাফিক ইমব্যালেন্স' বা জনবিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে বিজেপির প্রচার বেশ জোরালো। কিন্তু মতুয়া ভোটব্যাংক, যা ২০১৯-এ বিজেপিকে ১৮টি আসন জেতাতে সাহায্য করেছিল, তা এখন দোলাচলে। সিএএ নিয়ে ধোঁয়াশা এবং শান্তনু ঠাকুরের পারিবারিক বিবাদ মতুয়াদের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। তাছাড়া, ভোটার তালিকা সংশোধন করে বিজেপি যে ফায়দা তোলার আশা করছিল, মমতা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সেই চালে আগেই জল ঢেলে দিয়েছেন। নিজেকে সংখ্যালঘুদের একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। রাজ্যের ৩০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম ভোট তৃণমূলের পকেটে থাকাটা প্রায় নিশ্চিত, বিশেষ করে কংগ্রেস ও বামেদের সাইনবোর্ড-সর্বস্ব অবস্থায়। আইএসএফ বা হুমায়ুন কবীরের মতো নেতারা হয়তো মুর্শিদাবাদে কিছুটা ঢেউ তুলবেন, কিন্তু মমতার নৌকা ডোবানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই।

উত্তরবঙ্গ বরাবরই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু অনন্ত মহারাজের মতো নেতাদের নিয়ে ধোঁয়াশা এবং চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ বা মজুরি নিয়ে ক্ষোভ বিজেপির পথের কাঁটা হতে পারে। অন্যদিকে, তৃণমূলের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' উত্তরের আদিবাসী ও রাজবংশী মহিলাদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০২১-এ বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। সেখান থেকে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছাতে গেলে তাদের প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি' অবশ্যই আছে, কিন্তু মমতার বিরুদ্ধে 'বিকল্প কে?'- এই প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষ এখনও স্পষ্টভাবে পাচ্ছে না।

অমিত শা'র অশ্বমেধের ঘোড়া কি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আটকে যাবে? দিল্লি দখলের পর এবার লক্ষ্য বাংলা, কিন্তু মমতার 'ডাবল এম' সমীকরণ ও জনমোহিনী প্রকল্পের সামনে বিজেপির হিন্দুত্ব ও দুর্নীতির অস্ত্র কতটা ধারালো? সেনাপতিহীন পদ্ম শিবির বনাম দিদির দুর্গ রক্ষার মরণপণ চেষ্টা- ছাব্বিশের মহাযুদ্ধে বাংলার মন জিতবে কে?

আবেগের বাংলা, নাকি হিসাবি ভোটার?

শেষমেশ লড়াইটা দাঁড়াচ্ছে- মমতার 'ক্যারিশমা ও ক্যাশ ট্রান্সফার' বনাম মোদি-শা'র 'হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদ'। বাঙালি কি 'বহিরাগত' তত্ত্বে বিশ্বাস করে দিদির পাশেই থাকবে, নাকি দুর্নীতির দাগ মুছে ফেলতে পদ্মফুলে বোতাম টিপবে?

পাড়ার ঠেকের আড্ডায় তর্ক চলতে থাকুক, তবে একটা কথা নিশ্চিত- অমিত শা যতই বলুন মোদির মুখে হাসি ফোটাতে বাংলা চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁর দুর্গের প্রতিটি ইট কামড়ে পড়ে আছেন। ছাব্বিশের এই মহাযুদ্ধ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার নয়, এটি বাংলার মনস্তত্ত্ব দখলের লড়াই। আর সেই লড়াইয়ে কে জিতবে, তা একমাত্র 'জনতার আদালত'-ই বলতে পারে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৯২০

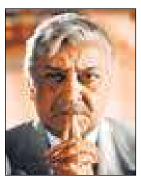

অভিনেতা প্রাণ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

১৯৯৯-এর পর, বিশেষত ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর আমেরিকার সঙ্গে আবার জুড়ে যাওয়ার মূল্য ভয়াবহ। আমেরিকা তার কৌশলগত স্বার্থে ইসলামাবাদকে কাজে লাগিয়েছে। পরে টয়লেট পেপারের থেকেও বাজে ভাবে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।

- আসিফ খাওয়াজা
(পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

ভাইরাল/১

পুলিশে নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এক তরুণ। লাইব্রেরি যাওয়ার সময় তাঁকে মারধর করে, মাদক খাইয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে বিয়ে দেওয়া হয়। বিহারের সমস্তিপুরে এই 'পাকড়ু বিবাহ' ঘিরে শোরগোল।

ভাইরাল/২

সেনেগালের রাজধানী ডাকারের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাভাতা নিয়ে আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলন চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনে আগুন লাগে। প্রাণ বাঁচাতে ভবনের জানালা থেকে পড়ুয়ারা লাফ দিতে শুরু করলে একজনের মৃত্যু হয়। ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন
জনমত

টিভির গল্পে কী শেখানো হচ্ছে!

সন্ধ্যার পর ঘরের কোণে টেলিভিশনটা জ্বলে ওঠে। বহু মানুষের কাছে সে আলো বিনোদনের, কারও কাছে সময় কাটানোর, আবার কারও কাছে একমাত্র সঙ্গ। কিন্তু প্রশ্নটা আজ আর টেলিভিশন দেখব কি না সেটা নয়। প্রশ্নটা হল, আমরা কী দেখছি আর তার বিনিময়ে কী শিখছি।

আজকের বহু বাংলা ধারাবাহিকে এক আশ্চর্য একরকম গল্প ঘুরেফিরে আসে। ঘরের কাজের মেয়ের সঙ্গে একমাত্র ছেলের প্রেম, পরে বিয়ে - যেন এটাই সমাজের নতুন স্বাভাবিকতা। আবার কোথাও একই ছাদের নীচে একাধিক স্ত্রী-সন্তানের জটিল সম্পর্কের জগাখিচুড়ি সংসার। কোথাও এক নারীর সঙ্গে প্রেম, আরেক নারীর গর্ভধারণ, বাধ্যতামূলক বিয়ে - এই সব কাহিনী কি শুধু নাটকের প্রয়োজনে? না কি অচেনা এক নৈতিক বিশৃঙ্খলাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা?

গল্পের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছিলেন—শিল্প যখন সমাজের দিকে তাকায়, তখন তার দায়িত্বও জন্ম নেয়। যে গল্প বারবার সম্পর্ককে অস্থির করে, বিশ্বাসকে সন্দেহে ভেঙে দেয়, সংসারকে কেবল সংঘর্ষের মঞ্চ বানায় - সে গল্প কি সমাজকে সমৃদ্ধ করে, নাকি ক্লান্ত?

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শিশুদের নিয়ে। ঘরে ঘরে বাচ্চারা এইসব দৃশ্য দেখে। সম্পর্কের যে ছবি তারা দেখছে তা কি সুস্থ? অকালপক্কতার অভিযোগ আমরা সহজেই করি, কিন্তু সেই অকালপক্কতার পেছনে এইসব গল্পের ভূমিকা কি একেবারেই নেই?

আমাদের সাহিত্যভাণ্ডার কি এতটাই শূন্য হয়ে গিয়েছে যে সমাজের সূক্ষ্ম মানবিক গল্প আর বলা যাচ্ছে না? প্রেম মানেই কি শুধু অবৈধ টানাপোড়েন, সংসার মানেই কি শুধু যুদ্ধক্ষেত্র? রবীন্দ্রনাথের গল্পে দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু ছিল আলোও - মানুষের ভিতরের উত্তরণের পথ।

টিআরপি প্রয়োজন, কিন্তু টিআরপিই যদি একমাত্র মানদণ্ড হয়, তাহলে বিনোদন ক্রমে দায়িত্বহীন হয়ে ওঠে। গল্প মানুষ গড়ে না- একথা ভুল। গল্পই মানুষের ভাবনার ভিত তৈরি করে। তাই প্রশ্ন করাই দরকার, এইসব ধারাবাহিক আমাদের সমাজকে কোনদিকে ঠেলে দিচ্ছে?

বিনোদন যদি শুধু সময় কাটানোর যন্ত্র হয় তাহলে ক্ষতি কম। কিন্তু যখন তা নীরবে মূল্যবোধ শেখাতে শুরু করে, তখন তার দিকে চোখ বন্ধ রাখা যায় না। গল্পের আলো যেন চোখ ঝলসানো না হয়- এই সতর্কতাই আজ সবচেয়ে জরুরি।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাভা সংস্কৃতি ও রন্তুকপুজোর ঐতিহ্য

মাতৃতান্ত্রিক রাভা সমাজের কৃষ্টি ও প্রকৃতির উপাসনা মিশে আছে গৃহদেবী রন্তুকের আরাধনায়, যা আজ বিপন্ন।

মনোমিতা চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গের আদিম ও বৈচিত্র্যময় জনজাতিগুলির মধ্যে রাভারা অন্যতম। মূলত অসম, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় এঁদের মূল জনবসতি। রাভাদের স্বতন্ত্র মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হল 'রন্তুকপুজো'। এটি মূলত রাভা পরিবারগুলির প্রধান গৃহদেবীর পুজো। এখানে কোনও পাথুরে বিগ্রহ বা মাটির মূর্তির আরাধনা করা হয় না, বরং প্রকৃতি ও তত্ত্বে বিশ্বাসী রাভারা চিরকালই বিশ্বাসী নিরাকার উপাসনায়। তাঁদের মূল উপাস্য যোগমায়া এবং মহাকাল। প্রতিটি রাভা গৃহেই এই পুজো হয়ে থাকে।

চালের পাতিল ও শাস্ত্রীয় আচার

একটি চালভর্তি মাটির পাতিলকে কেন্দ্র করেই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি আবর্তিত হয়। পাতিলের গায়ে যাত্রাশী পাতা, জবা ফুল ও সলতের মালা জড়িয়ে তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। উপরে বসানো থাকে সিঁদুরমাখানো একটি আস্ত মুরগির ডিম। চালভর্তি এই সুসজ্জিত পাতিলটিই রাভাদের কাছে 'দেবী রন্তুক' বা যোগমায়ার প্রতিভূ। আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির প্রবীণ 'দেওসী' (রাভা পুরোহিত) ঝুলোমণি রাভার মতে, এই পুজোয় কোনও বাহ্যিক জৌলুস বা মূর্তির প্রয়োজন হয় না, অকৃত্রিম ভক্তি ও ঐতিহ্যের সাজেই দেবী এখানে জীবন্ত। অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করা হয় ফলমূল, মিষ্টি এবং বাধ্যতামূলকভাবে 'নিজ হাতে বানানো সুরা'। লোকবিশ্বাস বলে, সুরা অর্পণ না করলে দেবী অসন্তুষ্ট হন এবং সংসারের অমঙ্গল ঘটে।

রন্তুকপুজো করছেন ঝুলোমণি রাভা।

লোকবাদ্য ও বলিদান প্রথা

সারাবছর ঘরে ঘরে নিত্যপুজো হলেও গ্রামের কারও বিয়ে বা বড় কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হলে রন্তুকপুজো বিশাল গণউৎসবে রূপ নেয়। তখন মুরগি, শুয়োর বলি দেওয়া রীতি রয়েছে। একদিকে চলতে থাকে মন্ত্রোচ্চারণ, অন্যদিকে রাভারা তাঁদের নিজস্ব প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র— দামসি, কালবাঁশি (গোরুর শিং দিয়ে তৈরি), গাংকক বা ডিংডং বাজিয়ে সারারাত নাচ-গানে মেতে ওঠেন। পুজো চলাকালীন দেওসী আবেগভরে উচ্চারণ করেন : 'উ আমায় জোগো ঋষি / আমায় তাঙ্গাম আওয়া / তাঙ্গাম সেই আমায় জোগো / তেপায় দিনায় চকত মুছি / চকত আভং লাওয়া আমায় / চকত আভং লাওয়া।' অর্থাৎ, 'হে জগৎ ঋষি, আমায় শক্তি দাও, আমায় জাগ্রত করো। তোমার চরণে মাথা নোয়াই, আমাদের ভক্তিপূর্ণ অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো।'

আধুনিকতার গ্রাস ও অস্তিত্বের লড়াই

রন্তুকপুজো কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি রাভা সম্প্রদায়ের নাচ, গান, ভাষা ও পোশাকের এক সম্মিলিত প্রদর্শনী। তবে সাম্প্রতিক সময়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব এবং আধুনিক জীবনযাত্রার অভিঘাতে এই শাশ্বত ঐতিহ্য আজ ফিকে হতে বসেছে। হারিয়ে যেতে বসেছে কালবাঁশির মতো দুর্লভ বাদ্যযন্ত্রের সুর। নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্য শেখার অনীহা দেখে আক্ষেপ ঝরে পড়ে অভিজ্ঞ ঝুলোমণি রাভার কণ্ঠে। রাভাদের একদিকে যেমন পরিচয় হারানোর ঝুঁকি রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নিজস্ব শিকড়কে আঁকড়ে ধরার আপ্রাণ লড়াই। এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি রক্ষা করাই এখন রাভা সমাজের উত্তরসূরিদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। তাঁত বোনা পেশা, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ৩। যারপরনাই খুশি ৪। কোনও কাজ করতে করতে থেমে যাওয়া ৫। জমি বিরোধের আপস মীমাংসার চুক্তিপত্র ৭। যা পড়ে লোকে শিক্ষিত হয় ১০। বানর অথবা সবজি ১২। ভয়ে প্রবল কাঁপুনি ১৪। দৌড়ে আসছে ১৫। হাতির দুই দাঁতের মাঝের অংশ ১৬। অবন ঠাকুরের লেখা বই।

উপর-নীচ : ১। জমিদারকে যে অকারণে প্রশংসা করে ২। শিক্ষানবিশি পর্ব যার এখনও শেষ হয়নি ৩। ভীম ও দ্রৌপদীর পুত্র ৬। জলযানের চালক ৮। অভব্য প্রকৃতির ব্যক্তি ৯। পোশাক বা অলংকার অঙ্গে ধারণ করা ১১। বনভোজন ১৩। যে গোরুর বাচ্চা হয়নি।

সমাধান ■ ৪৩৬৭

পাশাপাশি : ২। পিঠাপিঠি ৫। মাদক ৬। কনকপ্রভ ৮। পপি ৯। মদ ১১। আমলাতন্ত্র ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। আমানত ২। পিক ৩। পিওন ৪। সুলভ ৬। কপি ৭। করদ ৮। পয়লা ৯। মন্ত্র ১০। মেঘনাদ ১১। আধলা ১২। তহরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

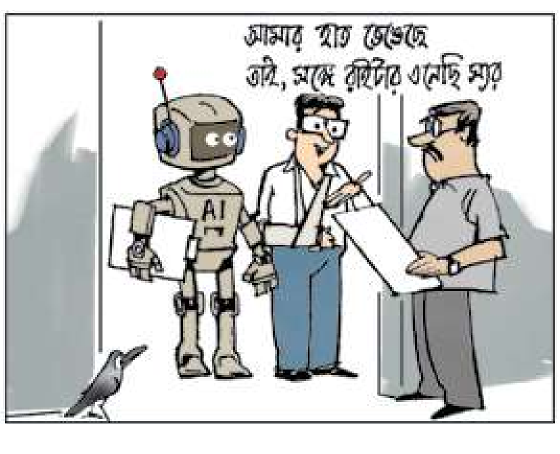

শিল্প ধর্মঘটের আগের দিন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে কৃষক বিক্ষোভ অমৃতসরে। বুধবার।

বাণিজ্য চুক্তির কড়া নিন্দা রাহুলের

ভারতমাতাকে বেচে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল নারাভানের লেখা বই নিয়ে বিতণ্ডা চলছিলই। এবার তাকে ছাপিয়ে নতুন বিতর্কে ইন্ধন দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সদ্য চূড়ান্ত হওয়া ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী ভারত মাতাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। বুধবার লোকসভায় বাজেট আলোচনায় বলতে উঠে রাহুল গান্ধি বলেন, 'মার্কিন পণ্যগুলিকে ভারতের বাজারে ঢোকার অনুমতি দিয়ে সরকার আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে।'

শাসককে নিশানা করে তাঁর তোপ, 'আপনারা ভারতকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমাদের ভারত মাতাকে বিক্রি করতে আপনাদের এতটুকুও লজ্জা করল না?' বিজেপি অবশ্য রাহুলের অভিযোগ খণ্ডন করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং হরদীপ সিং পুরীর পালটা তোপ, বিরোধী দলনেতা অহেতুক রাজনীতি টেনে আনছেন এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন। রাহুলের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মসমর্পণ করেছেন বলে বারবার খোঁচা দেন রাহুল। লোকসভায় দাঁড়িয়েও সেই খোঁচা দেওয়া জারি রাখেন তিনি। বাণিজ্য

> **আপনারা ভারতকে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমাদের ভারত মাতাকে বিক্রি করতে আপনাদের এতটুকুও লজ্জা করল না?**
>
> **রাহুল গান্ধি**

চুক্তি নিয়ে রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'ভারতের শক্তিক্ষেত্রের নিরাপত্তা যেভাবে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে যেভাবে সমঝোতা করা হয়েছে তা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। প্রধানমন্ত্রী আত্মসমর্পণ করেছেন বলেই এটা ট্র্যাজেডি নয়। তিনি দেশের দেড়শো কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। উনি বিজেপির আর্থিক পরিকাঠামো সুরক্ষিত রাখতেই আত্মসমর্পণ করেছেন।' কুখ্যাত এপস্টাইন ফাইলের উল্লেখও করেছেন রাহুল। জবাবে কিরেন রিজিজু বলেন, 'ভারত এগোচ্ছে বলে কংগ্রেস দুঃখ পাচ্ছে। কারও পক্ষে ভারতকে বিক্রি করা সম্ভব নয়।' এদিন নিজের ভাষণ সমাপ্ত করেই সভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন রাহুল। সেই প্রসঙ্গে রিজিজুর খোঁচা, 'কংগ্রেস সাংসদ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে ভর্তি বক্তৃতা দেন। মন্ত্রীর জবাব শোনার জন্য উনি কখনও সভায় উপস্থিত থাকেন না।' অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী কুখ্যাত এপস্টাইন ফাইলস-এর সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকা নিয়ে রাহুলের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি জানান, যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ঠিকই, তবে তা ছিল কেবল ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউটের (আইপিআই) একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির কারণে ভারতের বস্ত্র শিল্প যে ধ্বংসের পথে সেই অভিযোগও করেন রাহুল।

নির্মলার তোপে অভিষেক-বচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর জবাবি ভাষণে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে কার্যত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। জিএসটি, পেট্রোলের দাম, আইন-শৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা সবকটি ইস্যুতেই সরাসরি আক্রমণ শানান তিনি। জিএসটি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী। লোকসভায় তিনি বলেন, 'আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি।

দুঃখের বিষয়, উনি একের পর এক ভুল তথ্য দিয়েছেন। বলেছেন জন্মের পর থেকেই কর দিতে হয়, দুধে কর আছে, শিক্ষায় জিএসটি আছে। এর কোনওটাই সত্য নয়।' নির্মলার বক্তব্য, জুলাই ২০১৭ থেকে শিক্ষা, দুধ, পেন্সিল, খাতা, শার্পনার এই সবকিছুর ওপর জিএসটি শূন্য। তাঁর কটাক্ষ, 'পশ্চিমবঙ্গে যদি মৃত্যুর পর কিছু দিতে হয়, সেটা জিএসটি নয় ওটা কাটমানির সংস্কৃতি। এই সব মিথ্যার পিছনে রয়েছে তৃণমূলের কাটমানি সিন্ডিকেট।' অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে তৃণমূলের সৌগত রায়, প্রতিমা মণ্ডল প্রতিবাদ জানান। নির্মলা জোর দিয়ে বলেন, অভিষেক সংসদে ভুল তথ্য পেশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে জ্বালানির দাম নিয়েও সরব হন নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, 'আপনারা যদি সাধারণ মানুষের বোঝা কমাতে চান, তাহলে বলুন কেন কলকাতায় পেট্রোলের দাম দিল্লির থেকে লিটারে প্রায় ১০ টাকা বেশি?'

তাঁর দাবি, পূর্ব ভারতের উন্নয়নে বাংলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়

> **আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। দুঃখের বিষয়, উনি একের পর এক ভুল তথ্য দিয়েছেন।**
>
> **নির্মলা সীতারামন**

রয়েছে। ডানকুনি-সুরাট ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নিয়েও তৃণমূলের আপত্তির জবাব দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ওরা বলছে এই ঘোষণা নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন হয়েছিল। এটা মিথ্যে। লুধিয়ানা-কলকাতা প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল যা যাবে ডানকুনি হয়ে, কিন্তু কিছুই হয়নি। আমরা ডানকুনি-সুরাট করিডরের ঘোষণা করেছি।'

বিশবাঁও জলে বুলেট ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাধের মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্প কি ক্রমশ অনিশ্চয়তার মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে? অন্তত এই নিয়ে এবার অনিশ্চয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। কবে এই উচ্চগতির ট্রেন পরিষেবা যাত্রা শুরু করবে দেশে, তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, বুধবার লোকসভায় লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট জানালেন রেলমন্ত্রী। তৃণমূল সাংসদ মালা রায় সহ মোট তিন সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী জানান, এই প্রকল্প অত্যন্ত জটিল ও প্রযুক্তিনির্ভর। জাপান রেলের সহায়তায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মান ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে নকশা তৈরি করা হয়েছে, যা ভারতের ভৌগোলিক বাস্তবতা ও জলবায়ুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাস্টমাইজড। তাঁর কথায়, সিভিল স্ট্রাকচার, ট্র্যাক বসানো, সিগন্যালিং, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ট্রেন সেট সরবরাহ এই সবকিছু সম্পূর্ণ না হলে প্রকল্প শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

'আপনার চেয়ে বেশি হিন্দু'

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : 'কে হিন্দু', তা শতবর্ষ আগে ঠিক করে দিয়েছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার। এবার 'কে বেশি হিন্দু', সেটা ঠিক করে দিলেন বিজেপি নেতা নীতীশ রানে!

হিঁদুয়ানি-বিতর্কের সূত্রপাত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের এক অনুষ্ঠানে বলিউডের ভাইজান সলমান খানের উপস্থিতি নিয়ে। কেউ প্রশংসা, কেউ আবার প্রশ্ন তুলেছেন। বিজেপি বিধায়ক নীতীশ সলমানকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরের চেয়ে 'বড় হিন্দু' বলেছেন। তবে এর একেবারে উলটো মত সমাজবাদী পার্টির আবু আজমি ও শিবসেনার সঞ্জয় রাউতের। তাঁদের দাবি, সরকারি চাপে পড়েই নাকি ভাগবতের অনুষ্ঠানে হাজির হতে হয়েছিল তিন 'খান'-এর এক খান অভিনেতাকে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের কথায়, 'সলমান একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করতেই পারেন, এতে আপত্তির কী আছে!'

ভারতীয় শ্রমিক চাইছে রাশিয়া

মস্কো, ১১ ফেব্রুয়ারি : কারও সর্বনাশ, তো কারও পৌষমাস। সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত রাশিয়ায় আচমকাই দর বেড়ে গিয়েছে ভারতীয় শ্রমিকদের। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার শ্রমশক্তিতে টান পড়েছে। দেশজুড়ে অন্তত ২৩ লক্ষ কর্মীর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই ঘাটতি মেটাতে মস্কো এখন ভারতীয় কর্মীদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। ২০২১ সালে ৫ হাজার পারমিট দেওয়া হলেও গত বছর তা বেড়ে ৭২ হাজারে পৌঁছেছে। পোশাক কারখানা ও কৃষিক্ষেত্র সহ বিভিন্ন খাতে ভারতীয়দের চাহিদা এখন তুঙ্গে। দুই দেশের মজবুত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই ভারতীয় শ্রমিকদের সামনে এই বিশাল কর্মসংস্থানের পথ খুলে দিয়েছে। একদিকে সূর্য ডুবলে, অন্যদিকে তা ওঠে!

স্কুলে গুলি, মৃত্যু

অটোয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি : কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের টাম্বলার রিজের এক হাইস্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে সন্দেহভাজন আততায়ীও রয়েছে। আহতের সংখ্যা ২৭। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) জানিয়েছে, সন্দেহভাজন হামলাকারী একজন মহিলা। এদিকে, বুধবার থাইল্যান্ডের একটি স্কুলে এক বন্দুকবাজের গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত দুই। বছর ১৮-র বন্দুকধারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জনগণমন-র আগে এবার বন্দে মাতরম

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : দেশের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'-র আগে এখন থেকে বাজাতে বা গাইতে হবে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী রচনার সার্ধশতবর্ষ স্মরণে সম্প্রতি একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের ঠিক আগে এই গানটি গাইতে হবে।

এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ১৯৩৭ সালে বাদ পড়া চারটি স্তবক পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করে গানটির পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ ছয়টি স্তবকই গাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাদ পড়া চারটি স্তবকে দেবী দুর্গা ও লক্ষ্মীর বন্দনা রয়েছে।

আগের প্রথা ভেঙে এখন থেকে গানের সবকটি অর্থাৎ ছয়টি স্তবকই গাওয়া হবে। প্রায় ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড সময়সীমার এই গানের সময় উপস্থিত সকলকেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তবে সিনেমা হলে ছায়াছবি বা তথ্যচিত্র চলাকালীন বিশৃঙ্খলা এড়াতে এই নিয়ম শিথিলযোগ্য রাখা হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালদের আনুষ্ঠানিক আগমন ও প্রস্থানের সময়, এমনকি অল ইন্ডিয়া রেডিও বা দূরদর্শনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে এই গানটি বাজানো বাধ্যতামূলক। ব্যান্ড পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষ ড্রাম রোল বা ফ্যানফেয়ার বাজানোর প্রোটোকলও নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নির্দেশিকা কেন্দ্রের

স্কুলগুলিতে প্রতিদিনের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় গান গাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

জাতীয় গানের অবমাননা বা বাধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন থেকে 'জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন'-এর অধীনে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। মূলত দেশজুড়ে জাতীয় প্রতীকের মর্যাদা ও অভিন্নতা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

লাভ আমেরিকার দায় বাংলাদেশের

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি : কঠিন শর্তের জালে আটকা পড়ল বাংলাদেশের অর্থনীতি! ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত 'পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি'র (এগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোক্যাল ট্রেড) যে পূর্ণাঙ্গ নথি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সুবিধার চেয়ে বাধ্যবাধকতার পাল্লাই অনেক বেশি ভারী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। চুক্তির প্রতিটি ছত্রে আমেরিকা নিজের বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থ বজায় রাখলেও বাংলাদেশকে ঢেলে সাজাতে হবে তার গোটা বাণিজ্য কাঠামো, যার বড় মাশুল দিতে হতে পারে দেশের অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্বকে।

চুক্তি অনুযায়ী, ৬৭১০টি মার্কিন পণ্যের জন্য বাংলাদেশের দরজা কার্যত খুলে দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে ৪,৫০০টি পণ্যে চুক্তি কার্যকরের প্রথম দিন থেকেই শুল্ক শূন্য করতে হবে। বাকি পণ্যে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে শুল্ক পুরোপুরি তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে ঢাকাকে। বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া পোশাকের বড়ো অংশের ওপর মার্কিন শুল্ক বহাল থাকছে। তবে আমেরিকার সুতো ও তন্তু দিয়ে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকে কোনও শুল্ক না বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ১৯ শতাংশ 'পালটা শুল্ক' থেকে সামান্য ছাড় মিলছে ১,৬৩৮টি পণ্যে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আমেরিকার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য কেনার বাধ্যবাধকতা। আগামী ১৫ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারের এলএনজি এবং প্রতি বছর ৩৫০ কোটি ডলারের মার্কিন কৃষিপণ্য কেনার গ্যারান্টি দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে।

এছাড়া ১৪টি বোয়িং বিমান এবং আমেরিকার পছন্দ মতো সামরিক সরঞ্জাম কেনার যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তাকে 'একতরফা চাপ' হিসেবেই দেখা হচ্ছে। এমনকি কোনও নির্দিষ্ট দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা সীমিত করার যে প্রচ্ছন্ন নির্দেশনা রয়েছে, তা সরাসরি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কৌশলের ওপর প্রভাব ফেলবে।

তিলকে তাল, মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক করার ভিত্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে কড়া ভাষায় প্রশ্ন করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি পিবি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সরকার ওয়াংচুকের বক্তব্যকে 'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব' দিয়ে বিচার করছে। ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে অ্যাংমোর দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে আদালত এই মন্তব্য করে।

সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কেএম নটরাজ সওয়াল করেন, ওয়াংচুক তাঁর ভাষণে নেপালের মতো হিংসাত্মক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এবং যুবসমাজ শান্তিপদক্ষেপের ওপর আস্থা হারাচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রের মতে, এই বক্তব্য উসকানিমূলক।

তবে আদালত এই যুক্তি পত্রপাঠ খারিজ করে জানিয়েছে, ওয়াংচুক আসলে অহিংস পথ থেকে মানুষের সরে আসা নিয়ে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেছিলেন। আদালতের মতে, তাঁর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল অহিংসার পথ বিচ্যুতি নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা।

শুনানি চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ওয়াংচুককে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তুলনা না করার অনুরোধ জানালে আদালত বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, তারা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখছে। কেন্দ্রকে প্রশ্ন করে বিচারপতিরা বলেন, 'কেন তিলকে তাল করার চেষ্টা করছেন?' গত সেপ্টেম্বর মাসে লাদাখের জন্য পৃথক রাজ্য এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর ওয়াংচুককে আটক করা হয়েছিল।

পোখরানে শক্তি প্রদর্শন

জয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের পোখরানে আয়োজিত হবে 'এক্সারসাইজ বায়ুশক্তি'। সিঁদুর অভিযানে ভারতের সাফল্য তুলে ধরা হবে ভারতীয় বায়ুসেনার ওই মহড়ায়। সেখানে থাকবে রাফাল, সুখোই-৩০, মিগ-২৯, তেজস, এমকেআই সহ বায়ুসেনার অস্ত্রভাণ্ডারে থাকা একাধিক যুদ্ধবিমান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, এই মহড়ায় ১২০টিরও বেশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অংশ নেবে, যার মধ্যে ৭৭টি যুদ্ধবিমান এবং ৪৩টি হেলিকপ্টার থাকছে। বায়ুসেনার ভাইস চিফ এয়ার মার্শাল নাগেশ কাপুর জানিয়েছেন, 'এবারের বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ঝলক এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আধুনিক মারণাস্ত্রের সফল প্রয়োগ। নির্ভুল নিশানায় লক্ষ্যভেদ এবং দিন-রাতের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সক্ষমতা যাচাই করাই এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য।'

মেয়র ঋতু

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলেন ঘাটকোপার পশ্চিমের তিনবারের বিজেপি কর্পোরেটর ঋতু তাওড়ে। এর ফলে দীর্ঘ চার দশক পর বিএমসিতে বিজেপির কোনও কর্পোরেটর ফের মেয়র পদে বসলেন। একই সঙ্গে বিএমসি-তে শিবসেনার ২৫ বছরের একাধিপত্যেও ছেদ ঘটালেন তিনি।

নির্বাচনি কেন্দ্রে যাওয়ার অপেক্ষায় ভোটকর্মীরা। বুধবার ঢাকায়।

চুক্তিতে আর নেই ডাল

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির শর্ত নিয়ে ওয়াশিংটনের 'ভোল বদল' এবং পিওকে-আকসাই চিন মানচিত্র বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। সোমবার হোয়াইট হাউসের ফ্যাক্টশিটে ডাল জাতীয় শস্য সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যে ভারতের শুল্ক কমানোর দাবি করা হলেও, ২৪ ঘণ্টার মাথায় সংশোধিত নথিতে 'ডাল' শব্দটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতের ৫০০ বিলিয়ন ডলার পণ্য কেনার বিষয়টিকে 'অঙ্গীকার'-এর বদলে 'আকাঙ্ক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।

তথ্যগত এই পরিবর্তনের নেপথ্যে ভারতে কৃষক সংগঠনগুলির বিক্ষোভকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংযুক্ত কিষান মোর্চা (এসকেএম) এবং অল ইন্ডিয়া কিষান সভার মতো সংগঠনগুলি এই চুক্তির বিরুদ্ধে ১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই চুক্তিকে 'জনসংযোগের মোড়কে বিশ্বাসঘাতকতা' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ডাল ও জিএম শস্য আমদানির সুযোগ করে দেওয়া ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন এবং কৃষকদের স্বার্থকে বিপন্ন করবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আশ্বস্ত করেছেন, 'আমাদের কৃষক, কারিগর বা হস্তশিল্পীদের কোনও ক্ষতি হবে না। সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে এই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে এবং এটি একটি ন্যায্য ও ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তি।' তবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ধাক্কা এসেছে ভারতের অখণ্ড মানচিত্র ইস্যুতে। ৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছিল যেখানে পিওকে এবং আকসাই চিনকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়। এটিকে ভারতের বড় কূটনৈতিক জয় হিসেবে দেখা হচ্ছিল। তবে চারদিন পর কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই সেই পোস্টটি মুছে ফেলা হয়েছে।

সিইসি-র ইমপিচমেন্টের তোড়জোড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : বাংলার বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট নিয়ে তোড়জোড় শুরু করে দিল তৃণমূল। আর এই ব্যাপারে কংগ্রেস বাদে বাকি বিরোধীদের নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছে জোড়াফুল শিবির। সব কিছু পরিকল্পনামতো এগোলে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বেই দেশের সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূল সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই লড়াই আর একক কোনও দলের নয়, বরং একটি বৃহত্তর বিরোধী সমন্বয়ের দিকেই ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে শতাধিক সাংসদ জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে সই করতে সম্মত হয়েছেন বলে তৃণমূলের দাবি। দলের লক্ষ্য, লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে অন্তত ১৫০ জন সাংসদের সমর্থন নিশ্চিত করা। সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব শুরু হবে ৯ মার্চ। তার আগে হাতে থাকা সময়ে প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করা তাদের পক্ষে কঠিন কাজ নয় বলেই আত্মবিশ্বাসী রাজ্যের শাসকদল। এই প্রশ্নে যে তৃণমূল অনড়, তার ইঙ্গিত মিলেছে দলের এক সাংসদের বক্তব্যে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সাংসদ বলেন, 'শাক কাটা হয়েছে, রান্না হবে।' দলীয় সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে লোকসভাতেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ করার কথা ভাবা হচ্ছে।

যন্ত্রণার শেষ কবে, নিশ্চিত নন সুইটিরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ক্যালেন্ডারের পাতার দিকে আর তাকান না সুইটি বিবি। দিনক্ষণের হিসেব রাখা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, দিন গুনলে যন্ত্রণা বাড়ে, কমে না। দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানার পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা' আর প্রশাসনিক ঔদাসীন্যে আজ নিজের দেশেই তিনি 'বিদেশি'। বীরভূমের মেয়ে সুইটি বিবি (৩৩) এবং তাঁর দুই নাবালক সন্তান, কুরবান (৬) ও ইমরান (১২)—গত সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে আটকে। তাঁদের অপরাধ? তাঁরা গরিব, দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করতেন এবং সম্ভবত তাঁদের সবথেকে বড় 'অপরাধ'—তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলতেন।

২০২৫ সালের ১৮ জুন। আচমকাই সুইটি, তাঁর পড়শি সুনালি খাতুন ও তাঁদের পরিবারকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। অভিযোগের তকমা সাঁটা হয়—'অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী'। কোনও বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া নেই, ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল নেই, সোজা 'পুশব্যাক'! মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, ২৬ জুন তাঁদের জোর করে ঠেলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের সীমান্তে। অথচ, এঁরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের স্থায়ী বাসিন্দা। ভারতীয় নাগরিক হয়েও নিজের ভিটেয় ফেরার জন্য আজ তাঁদের চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের দিকে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

নাটকের এখানেই শেষ নয়। গত ৫ ডিসেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর অন্তঃসত্ত্বা সুনালি খাতুন ও তাঁর ছেলেকে

দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সুনালি খাতুন দেশে ফিরে সন্তান প্রসব করেছেন, সেই নবজাতকের নাম রেখেছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। কিন্তু একই অপরাধে অভিযুক্ত সুইটি বিবি কেন ফিরতে পারলেন না? এই দ্বিচারিতায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়েই।

বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফারুক শেখ নামের এক ব্যক্তির আশ্রয়ে দিন কাটছে সুইটিদের। ফোনের ওপারে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুইটি বলেন, 'আমি আর দিন গুনি না। ১৮ ফেব্রুয়ারি নাকি আবার শুনানি। আমার ছোট ছেলেটা দেশে একা, আর এই দুই ছেলেকে নিয়ে আমি এখানে বন্দি। এই যন্ত্রণার শেষ কোথায়?'

এই ঘটনা নিছক কোনও প্রশাসনিক 'ভুল' নয়, বরং গরিব পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্মমতার এক জ্বলন্ত দলিল। তথ্যানুসন্ধানে উঠে আসছে এক অদ্ভুত তথ্য—সাধারণত কাউকে বিদেশি তকমা দিতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দিল্লি পুলিশ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো 'পুশব্যাক' নীতি প্রয়োগ করেছে। সবথেকে বড় তামাশা হল, বাংলাদেশের আদালত—যেখানে তাঁদের অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল—সেই ভিনদেশের আদালত সুইটিদের আধার কার্ড এবং বীরভূমের জমির দলিল যাচাই করে তাঁদের 'ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে! অর্থাৎ, বিদেশের আদালত বলছে তাঁরা ভারতীয়, আর নিজের দেশের পুলিশ তাঁদের ঘাড়ধাক্কা দিচ্ছে।

বীরভূমের পাইকর গ্রামে সুইটির ভাই আমির খান এখন আদালতের কাগজ বগলে আইনজীবীদের দরজায় ঘুরছেন। সামনে বাংলাদেশে নির্বাচন, তারপর রমজান মাস। আশঙ্কা বাড়ছে পরিবারের। মানবাধিকার সংগঠন এবং বীরভূমের সমাজকর্মী মফিজুল ইসলামদের প্রচেষ্টায় আইনি লড়াই চলছে বটে, কিন্তু প্রশ্ন একটাই—দিল্লির রাজপথে বাংলা ভাষায় কথা বলা কি আজ অপরাধ? তৃণমূল সাংসদ সমীরুল ইসলাম আশ্বাস দিয়েছেন, সুনালির মতো সুইটিকেও ফেরানো হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই সাত মাসের নরক যন্ত্রণা আর মানসিক ট্রমার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

সব জায়গাতেই এই প্রশ্নটা উঠুক - গরিব বলেই কি নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে ভিনদেশে জেল খাটতে হবে? ১৮ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা বাংলা। সুইটি বিবির এই অপেক্ষা শুধু তাঁর একার নয়, এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এক বড় প্রশ্নচিহ্ন।

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

অরণ্যের দিনরাত্রি

লাটাগুড়ির সবুজ ক্যানভাসে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

শহরের কংক্রিটের জঙ্গলে থাকতে থাকতে আমাদের শ্বাস যখন ভারী হয়ে আসে, তখন মন এমন এক ঠিকানার খোঁজ করে যেখানে সবুজের সমারোহ আর বিশুদ্ধ অক্সিজেনের ভাণ্ডার অফুরান। আমাদের এই উত্তরবঙ্গেই প্রকৃতির এমন এক আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে, যার নাম ডুয়ার্স। আর ডুয়ার্সের হৃৎস্পন্দন যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা অবশ্যই লাটাগুড়ি। শিলিগুড়ির ব্যস্ততা বা সমতলের ধুলোবালি থেকে মুক্তি পেতে লাটাগুড়ি যেন এক খোলা জানলা, যেখান দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় প্রকৃতির আদিম ও অকৃত্রিম রূপ।

লাটাগুড়ি কেবল একটি জায়গা নয়, এটি একটি অনুভূতি। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত এই জনপদটি যেন প্রকৃতির এক খোলা চিঠি। এখানে এলে মনে হয়, সময় থমকে গেছে। ঘড়ির কাঁটার দৌড় এখানে নেই, আছে কেবল অরণ্যের দিনরাত্রি আর ঝিঁঝিপোকার একটানা সিম্ফনি। আজ আপনাদের নিয়ে যাব সেই লাটাগুড়ির অন্দরে, যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত এক নতুন গল্পের জন্ম দেয়।

লাটাগুড়ির প্রথম স্পর্শ : গন্ধ ও শব্দ

লাটাগুড়িতে পা রাখার পর প্রথম যে জিনিসটা আপনি অনুভব করবেন, তা হল 'নিস্তব্ধতা'। তবে এ নিস্তব্ধতা ভয়ের নয়, এ এক অদ্ভুত প্রশান্তির। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি রিসর্ট, কিন্তু তার ঠিক পেছনেই গভীর অরণ্য। রিসর্টের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলে আপনি পাবেন সেই 'জঙ্গলের গন্ধ'। শাল, সেগুন, শিরীষ আর জারুল গাছের পাতা পচা গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা সুবাস- সব মিলিয়ে এক আদিম ঘ্রাণ যা আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দেবে শহরের ধুলো-ধোঁয়া। এই গন্ধে মিশে আছে বন্যতা, যা আমাদের আদিম সত্তাকে জাগিয়ে তোলে।

তবে লাটাগুড়ির আসল মাদকতা শুরু হয় গোধূলির পর। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে এবং জঙ্গলের মাথায় অন্ধকার নেমে আসে, তখন শুরু হয় এক অন্য জগৎ। এই সময়টা লাটাগুড়ির প্রাণ। শহুরে মানুষ আমরা যারা গাড়ির হর্ন আর মেটালের কর্কশ শব্দে অভ্যস্ত, তাদের কাছে এই সন্ধ্যা এক মায়াবী জাদুর মতো। হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকা যখন একসঙ্গে ডেকে ওঠে, তখন মনে হয় জঙ্গল তার নিজের ভাষায় গান গাইছে। এই একটানা 'ঝিং-ঝিং' শব্দ কোনও বিরক্তি তৈরি করে না, বরং অদ্ভুত এক ঘোর তৈরি করে। রিসর্টের লনে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে, হাতে এক কাপ ধপধপানো গরম চা বা কফি নিয়ে এই শব্দগুলো শোনার মজাই আলাদা। মাঝে মাঝে হয়তো দূর থেকে ভেসে আসবে কোনও রাতজাগা পাখির ডাক, অথবা খুব ভাগ্যবান হলে শুনতে পাবেন বৃংহন বা লেপার্ডের গর্জন। এই অভিজ্ঞতা কোনও ফাইভ-স্টার হোটেল দিতে পারবে না, যা লাটাগুড়ির সাধারণ ইকো-রিসর্টগুলো অনায়াসে উপহার দেয়।

স্বাদে ও সংস্কৃতিতে লাটাগুড়ি

ভ্রমণ কি শুধু দেখা? স্বাদ নেওয়াও তো বটে! উত্তরবঙ্গে এসে বোরোলি মাছ খাবেন না, তা কি হয়? লাটাগুড়ির স্থানীয় হোটেল বা রিসর্টগুলোতে দুপুরের মেনুতে অবশ্যই রাখবেন তিস্তা বা তোর্ষার বোরোলি মাছ ভাজা বা সর্ষে বাটা দিয়ে ঝোল। সঙ্গে দেশি মুরগির ঝোল আর গরম ভাত। এখানকার রান্নায় ঘরোয়া স্বাদ পাওয়া যায় যা হোটেলের কৃত্রিম মশলার স্বাদের চেয়ে অনেক গুণ ভালো।

সন্ধেবেলা রিসর্টগুলোতে অনেক সময় আদিবাসী নৃত্যের আয়োজন করা হয়। ডুয়ার্সের স্থানীয় উপজাতিদের (যেমন- রাভা, মেচ) নিজস্ব সংস্কৃতি, তাদের মাদলের বোল আর ধামসার আওয়াজ এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে তাদের নাচ আর গান পর্যটকদের এক আদিম আনন্দের শরিক করে তোলে। এই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া লাটাগুড়ি ভ্রমণের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

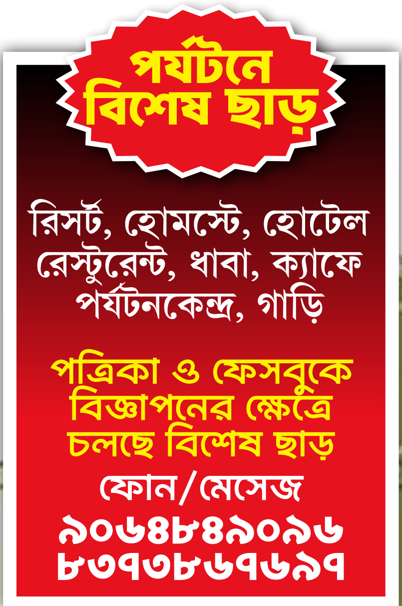

ওয়াচটাওয়ারের জানলা দিয়ে দেখা ডুয়ার্স

লাটাগুড়ি বা গরুমারার আরেকটি বিশেষত্ব হল এর ওয়াচটাওয়ারগুলো। প্রতিটি ওয়াচটাওয়ারের অবস্থান এবং দৃশ্যপট ভিন্ন।

১. যাত্রা প্রসাদ ওয়াচটাওয়ার : এটি গরুমারার সবচেয়ে পুরোনো এবং জনপ্রিয় ওয়াচটাওয়ার। এখান থেকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আর সল্টপিট দেখা যায়। সকাল বা বিকেলে বন্যপ্রাণীরা এখানে নুন খেতে আসে। উপর থেকে হাতির পাল বা গন্ডার দেখার সুযোগ এখানে সবচেয়ে বেশি। এখানকার নিরিবিলি পরিবেশে বসে থাকলে মনে হয় সময় থমকে গেছে।

২. মেদলা ওয়াচটাওয়ার : এখানে পৌঁছাতে গেলে মোষের গাড়িতে চড়ার এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়। আদিবাসী গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মেদলা টাওয়ার থেকে মূর্তি নদীর দৃশ্য আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উঁকি- সব মিলিয়ে এক মায়াবী পরিবেশ।

৩. চুকচুকি ওয়াচটাওয়ার : পাখিপ্রেমীদের জন্য এটি স্বর্গরাজ্য। এখান থেকে জলাশয় দেখা যায়, যেখানে শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

৪. রাইনো পয়েন্ট : নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, গন্ডার দেখার জন্য এটি আদর্শ। এছাড়াও এখান থেকে জলদাপাড়ার মতো বিস্তীর্ণ ঘাসের জঙ্গল দেখা যায়, যা বন্যপ্রাণীর চারণভূমি।

কেন লাটাগুড়িকেই বেছে নেবেন?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, উত্তরবঙ্গে তো অনেক জায়গা আছে- কালিম্পং, কার্সিয়াং, দার্জিলিং। তাহলে লাটাগুড়ি কেন? এর উত্তরে কয়েকটি জোরালো কারণ রয়েছে :

১. সহজ যোগাযোগ ও আরামদায়ক ভ্রমণ : লাটাগুড়ি পৌঁছানো খুব সহজ। বাগডোগরা বিমানবন্দর বা এনজেপি স্টেশন থেকে মাত্র দেড়-দু'ঘণ্টার ড্রাইভ। পাহাড়ি দুর্গম রাস্তা বা হেয়ার পিন বেন্ডের ভয় নেই, বরং সমতলের মসৃণ রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের বুক চিরে যাওয়া- এই জার্নিটা সব বয়সের মানুষের জন্যই আরামদায়ক। বিশেষ করে যাদের পাহাড়ে উঠলে শ্বাসকষ্ট বা মোশন সিকনেস হয়, তাদের জন্য লাটাগুড়ি সেরা অপশন।

২. বাজেট-ফ্রেন্ডলি লাক্সারি : এখানে থাকার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা আছে। ১০০০ টাকার হোমস্টে থেকে শুরু করে ৫০০০ টাকার লাক্সারি রিসর্ট- সবই পাওয়া যায়। এখানকার রিসর্টগুলোর আতিথেয়তা এবং ঘরোয়া পরিবেশ পর্যটকদের মুগ্ধ করে। কাঠের তৈরি কটেজগুলোতে থাকার অভিজ্ঞতা আপনাকে প্রকৃতির আরও কাছে নিয়ে যাবে।

৩. নিরাপত্তা ও পারিবারিক পরিবেশ : পর্যটকদের নিরাপত্তার দিক থেকে লাটাগুড়ি অত্যন্ত সাজানো। বন দপ্তরের কড়া নজরদারি এবং স্থানীয় গাইডদের সহযোগিতা ভ্রমণকে নিরাপদ করে তোলে। পরিবার, বাচ্চা বা বয়স্কদের নিয়ে নিশ্চিন্তে এখানে আসা যায়।

৪. প্রকৃতি থেরাপি : লাটাগুড়ি হল একটি প্রাকৃতিক স্যানাটোরিয়াম। এখানকার দূষণমুক্ত বাতাস, পাখির ডাক আর সবুজের সমারোহ আপনার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। চিকিৎসকরাও বলেন, বছরে অন্তত একবার এমন জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ঘটে। লাটাগুড়ি সেই সুযোগটিই করে দেয়।

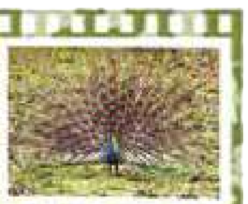

ফিরে আসার অমোঘ টান

লাটাগুড়ি ভ্রমণ কেবল কিছু দর্শনীয় স্থান দেখা নয়, এটি নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করার এক যাত্রা। শহুরে জীবনের ইঁদুর দৌড়ে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের একটু 'পজ' বা বিরতির প্রয়োজন হয়। লাটাগুড়ি সেই বিরতির নাম।

এখানে এসে আপনি বুঝবেন, নীরবতারও একটা ভাষা আছে। এখানকার জঙ্গল আপনাকে শেখাবে ধৈর্যের পাঠ- যখন আপনি সাফারিতে হাতি বা গন্ডারের অপেক্ষায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকবেন। এখানকার নদী শেখাবে সচল থাকার মন্ত্র, আর এখানকার সরল মানুষগুলো শেখাবে আতিথেয়তা।

যখন ফেরার সময় হবে, তখন মনে হবে আরও দু'-একদিন থেকে গেলে হত না? জিপসির চাকা যখন স্টেশনের পথে গড়াবে, তখনও নাকে লেগে থাকবে সেই জঙ্গলের ভেজা সোঁদা গন্ধ, আর কানে বাজবে ঝিঁঝিপোকার সেই মায়াবী ডাক। আপনি যখন শহরের ট্রাফিক জ্যামে বা অফিসের ফাইলে মুখ গুঁজে থাকবেন, তখন লাটাগুড়ির কোনও এক গোধূলি বেলার স্মৃতি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। লাটাগুড়ি আপনাকে বারবার ডাকবে। আর আপনিও ফিরে আসবেন, কারণ অরণ্যের ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য কারও নেই।

তাই আর দেরি কেন? ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট ছুটি ম্যানেজ করে ফেলুন। সবুজে মোড়া, শান্ত স্নিগ্ধ লাটাগুড়ি দু'হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য। বেরিয়ে পড়ুন, হারিয়ে যান প্রকৃতির কোলে, যেখানে জীবন সুন্দর, সরল এবং সবুজে মাখামাখি।

জিপ সাফারির রোমাঞ্চ : অরণ্যের অন্দরে প্রবেশ

লাটাগুড়ি ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ হল গরুমারা জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল সাফারি। লাটাগুড়ি নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার থেকে পারমিট নিয়ে হুডখোলা জিপসিতে চড়ে জঙ্গলের গভীরে যাওয়ার উত্তেজনাটা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

ভোরবেলা, যখন কুয়াশার চাদর তখনও জঙ্গলের গা থেকে সরেনি, তখন জিপে করে জঙ্গলে প্রবেশ করার অনুভূতি গায়ে কাঁটা দেয়। গাইড এবং চালকের সতর্ক দৃষ্টি, ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন আর দু'পাশে ঘন জঙ্গল- সব মিলিয়ে এক টানটান উত্তেজনা। সূর্যের প্রথম কিরণ যখন বিশাল শাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে এসে পড়ে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেন তার নিজের হাতে আলপনা এঁকে দিয়েছে।

যাত্রাপথে হঠাৎ যদি আপনার জিপ থামিয়ে চালক ইশারা করেন সামনের দিকে, তখন বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায় বহুগুণ। হয়তো ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারছে একপাল বুনো হাতি, অথবা রাজকীয় ভঙ্গিতে রাস্তা পার হচ্ছে কোনও বাইসন। আর যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে দেখা মিলতে পারে একশৃঙ্গ গন্ডারের, যা ডুয়ার্সের গর্ব। ময়ূরের পেখম মেলা নাচ বা গাছের ডালে বসে থাকা রংবেরঙের পাখি- এসব তো উপরি পাওনা। জঙ্গলের এই অনিশ্চয়তাই পর্যটকদের বারবার টেনে আনে। এখানে প্রতিটা মোড়ে বিস্ময় অপেক্ষা করে। চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বন্দি পশু দেখার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে, লাটাগুড়ির খোলা জঙ্গলে মুক্ত বন্যপ্রাণী দেখার মধ্যে আছে সেই আদিম স্বাধীনতার স্বাদ।

যাত্রাপথেই মন ভালো করার রসদ

ভ্রমণের আনন্দ কি কেবল গন্তব্যে পৌঁছানোতে? নাকি পথ চলাতেও? লাটাগুড়ি যাওয়ার পথটিই আপনাকে বলে দেবে, আপনি স্বর্গের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন। শিলিগুড়ি থেকে সেবকের করোনেশন ব্রিজ পার হয়ে যখন আপনি ডুয়ার্সের রাস্তায় নামবেন, দু'পাশে ঘন জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে পিচঢালা কালো রাস্তা- এই দৃশ্যই আপনার মন ভালো করার জন্য যথেষ্ট। তিস্তা নদীকে বিদায় জানিয়ে যখন আপনি মালবাজার হয়ে চালসার দিকে এগোবেন, তখন চা বাগানের সবুজ গালিচা আপনাকে স্বাগত জানাবে। রাস্তার দু'পাশে বিশাল সব গাছ যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই যাত্রাপথেই আপনার ফুসফুসে পৌঁছে যাবে সেই কাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ বাতাস, যা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে- শহর এখন অনেক দূরে।

পর্যটকদের জন্য জরুরি টিপস

- **কীভাবে যাবেন :** কলকাতা বা শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে নিউ মাল জংশন। সেখান থেকে গাড়িতে ৩০-৪০ মিনিটে লাটাগুড়ি। অথবা এনজেপি থেকে সরাসরি গাড়ি ভাড়া করে (দেড় থেকে দুই ঘণ্টা) লাটাগুড়ি। বাস যোগাযোগও খুব ভালো।
- **সেরা সময় :** অক্টোবর থেকে এপ্রিল হল ঘোরার আদর্শ সময়। মার্চ মাসে পলাশ আর শিমুল ফুলে জঙ্গল রঙিন হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে (১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর) জঙ্গল সাফারির অনুমতি থাকে না, তবে প্রকৃতির রূপ তখন আরও সবুজ ও সতেজ হয়। যাঁরা শুধু নির্জনে সময় কাটাতে চান, তাঁদের জন্য বর্ষাকালও মন্দ নয়।
- **বুকিং :** জঙ্গল সাফারির টিকিট বা পারমিট লাটাগুড়ি কাউন্টার থেকে বা অনলাইন (পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের ওয়েবসাইট) থেকেও কাটা যায়। সিজন টাইমে আগে থেকে বুকিং করে রাখা ভালো।
- **সতর্কতা :** জঙ্গলে ঘোরার সময় উজ্জ্বল রঙের পোশাক (লাল, কমলা) এড়িয়ে চলবেন। জলপাই সবুজ বা খাকি রঙের পোশাক পরাই শ্রেয়। জঙ্গলে কথা কম বলা এবং ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি না তোলা বন্যপ্রাণীদের জন্য ভালো।

কাল কিস ডে। কিন্তু পরীক্ষার শেষে পড়ুয়ার আবেগ কোনও দিন মানে না। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

পরীক্ষার্থীদের পথ আটকে ছাদ ঢালাই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরামপিল্লি এলাকায় মূল রাস্তা দখল করে বুধবার বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের জেরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হয়রানির মুখে পড়তে হয়। ক্ষুদিরামপিল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। স্কুলে যাওয়ার মূল রাস্তা এভাবে বন্ধ করা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রই নয়, যেখানে রাস্তা বন্ধ করে ছাদ ঢালাই চলছিল তার পাশেই ক্ষুদিরামপিল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। ওই স্কুলের শিক্ষিকা সুকৃতি দত্ত বলেন, 'আচমকা রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পড়ুয়া সহ আমাদের স্কুলে ঢুকতে বেগ পেতে হয়েছে।' অন্যদিকে, সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ স্কুল কর্তৃপক্ষও এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে পরীক্ষা চলাকালীন রাস্তা দখল করার ঘটনার নিন্দা করেছেন। বাড়ির মালিক সাগর সাহা নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে আমার জানা ছিল না।'

বিনা নোটিশে ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মূল রাস্তা বন্ধ করে ছাদ ঢালাইয়ের প্রবণতা রয়েছে। সাধারণ মানুষ সমস্যা নিয়ে হয়রান হলেও তা নিয়েও চর্চার অন্ত নেই। গোটা ঘটনায় পুর বোর্ডের নজরদারির অভাব যে রয়েছে সেকথাও আমজনতা জানাতে ভুলছেন না। যদি এনিয়ে এদিন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

এদিন ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিন। রুরাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের দিকে যায় সেই রাস্তার অর্ধেক দখল করে রাখা ছিল ছাদ ঢালাইয়ের মেশিন। বাকি অর্ধেক রাস্তায় ছিল ঢালাইয়ের বজরি। সকাল থেকেই ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতির জন্য সকাল সাড়ে নয়টা বাজতে বাজতে ওই রাস্তা দিয়ে বাইক ও টোটোর যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রোজকার মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বাইকে ও টোটোতে আসা পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে তাদের ঘুরপথে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হচ্ছিল। স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাও এদিন ছাদ ঢালাইয়ের জন্য রাস্তা বন্ধের জেরে ফ্যাসাদে পড়েন। সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠের শিক্ষাকর্মী পূর্ণ দাস রীতিমতো ক্ষোভ জানিয়ে বলেন,

বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার মূল রাস্তা বন্ধ করে ইসলামপুরে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে।

> **পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে ছাদ ঢালাই হচ্ছে। কারও কোনও হেলদোল নেই। যিনি রাস্তা বন্ধ করে এই কাজ করছেন তাঁরও তো সচেতনতা থাকা প্রয়োজন।**
>
> **-পূর্ণ দাস** শিক্ষাকর্মী, সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ

'একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার মূল রাস্তা বন্ধ করে ছাদ ঢালাই হচ্ছে অথচ কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই কেন? যিনি রাস্তা বন্ধ করে এই কাজ করছেন তাঁরও তো এই সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। আমি নিজেও ঘুরপথে স্কুলে পৌঁছেছি।'

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছবি তুলতে যেতেই ছাদ ঢালাইয়ের বরাত পাওয়া ঠিকাদার 'ভুল হয়ে গিয়েছে, আর এমন হবে না' বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। সঙ্গে শ্রমিকদের গালমন্দ করে দ্রুত বজরি রাস্তা থেকে সরানোর জন্য তৎপরতা দেখাতে শুরু করেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূর্ণিমা বলেন, 'এই বিষয়গুলি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন এই ঘটনা অনভিপ্রেত। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কাম্য নয়।'

ভুয়ো মিউটেশন ফি কাণ্ডে প্রশ্নে পুরনিগমও

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ভুয়ো মিউটেশন স্লিপ কাণ্ডে থানায় অভিযোগ দায়ের করেই ক্ষান্ত শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুলিশের ওপর সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন পুরকর্তারা। পুলিশই নাকি সব করবে, পুলিশকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি পুরনিগমের আধিকারিকদের। কিন্তু ভুয়ো ট্রেড লাইসেন্স কাণ্ডের পর এবার মিউটেশন ফি-এর ভুয়ো রসিদ কাণ্ডে কেন পুরনিগম অভ্যন্তরীণ তদন্ত করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পুরনিগমের দাবি যেহেতু বাইরে থেকে সবটা হয়েছে তাই পুরনিগমের অন্দরে কোনও তদন্তের প্রয়োজনই নেই। এখানে নাকি পুরনিগমের কোনও ভূমিকা নেই।

কিন্তু পুরনিগমের নাম করে কেউ বা কারা পুরনিগমের মিউটেশন ফি-এর নামে জাল রসিদ দিয়ে হাজার হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে। তাই পুরো বিষয়টিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'আমরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। পুলিশকে বলা হয়েছে দ্রুত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে। সেইমতো পুলিশও কাজ করছে।'

সম্প্রতি একটি চক্র সক্রিয় হয়েছে। ওই চক্র শিলিগুড়ি পুরনিগমের নামে ভুয়ো রসিদ বানিয়ে শহরে মিউটেশন ফি আদায় করছে। এখনও পর্যন্ত এমন দুটি ঘটনা সামনে এসেছে। দুজনেই তিন থেকে চার মাস আগে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে টাকা দিয়েছিলেন। তার বদলে রসিদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সার্টিফিকেট না পেয়ে রসিদ নিয়ে পুরনিগমে এসে জানতে পারেন সেটা নকল। এরপরেই পুরনিগমের তরফে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও তার পরে আর কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি পুরনিগমের আধিকারিকদের।

স্ল্যাব ভাঙা, ক্ষোভ থানা মোড়ে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : নিকাশিনালা পরিষ্কার করার সময় ভেঙে গিয়েছে স্ল্যাব। অভিযোগ, পুর সাফাইকর্মীরা স্ল্যাব সরাতে গিয়ে তা ভেঙে যায়। তারপর দু'মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও নিকাশিনালার উপর আজ পর্যন্ত নতুন করে স্ল্যাব বসানো হয়নি। ঘটনা ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের থানা মোড় এলাকার। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার সহ পুরনিগমের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিকাশিনালার উপর স্ল্যাব না থাকায় মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ওই পথে চলতে গিয়ে এখনও পর্যন্ত দুজন পড়ে গিয়ে জখম হয়েছেন। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, একাধিক সময় ওয়ার্ড অফিসে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলার সিক্তা দে বসু রায় বললেন, 'বিষয়টি নজরে রয়েছে। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা ওই এলাকায় গিয়ে মাপজোখ করে এসেছেন। শীঘ্রই স্ল্যাব বসানো হবে।'

ব্যবসায়ীদের একাংশের কথায়, প্রায় দু'মাস আগে পুর সাফাইকর্মীরা

থানা মোড়ে বড় নালার উপর ভাঙা এই অংশ ঘিরেই ক্ষোভ বাড়ছে।

সাফাইয়ের কাজ করতে এসেছিলেন। সেসময় স্ল্যাব সরাতে গিয়ে তা ভেঙে যায়। এরপর সংস্কার না হওয়ার জেরে স্থানীয় এক চা দোকানদার সেখানে পড়ে যান। তিনি গুরুতর আহতও হন। তবে শুধু তিনি একা নন, আরও এক পথচারী ওই পথ ধরে চলতে গিয়ে নিকাশিনালার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এরপরই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিপদ এড়াতে সেখানে কাঠের পাটাতন বসিয়ে রাখছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ী শুভাশিস পালের বক্তব্য, 'প্রায় দু'মাস ধরে এভাবেই রয়েছে। একাধিকবার ওয়ার্ড অফিসে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কাউন্সিলার একবারও আসেননি। আমার দোকানের সামনের স্ল্যাবটিও ভেঙেছিল। সেটি নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছি। কিন্তু ওই স্ল্যাবটি কবে বসবে তা বুঝতে পারছি না।'

নিকাশিনালার পাশেই টেবিল চেয়ার নিয়ে চায়ের দোকান করেন মিহির ঘোষ। তিনি বললেন, 'দিন ২০ আগে আমি ওই ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার মতো আরও একজন সেখানে পড়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কাঠের পাটাতন দিয়ে বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিছু কিছু জায়গায় ব্যবসায়ীরা নিজের স্ল্যাব তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু পুরনিগমের তরফে কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি।' এদিকে, মাঝে একবার মাপজোখ হলেও, কেন বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

ভালোবাসার কথা সবসময় মুখে বলে ওঠা হয় না। তবে মনের এই অনুভূতিটি প্রকাশের সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হল আলিঙ্গন। আলিঙ্গন যে শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বরাদ্দ তা কিন্তু নয়। মা-বাবা, পরিবার, বন্ধুর প্রতি স্নেহ ও সমর্থন জানানোর একটি সুন্দর মাধ্যম এটি। মন খারাপ হোক বা আনন্দ, মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরলে মেলে এক অদ্ভুত শান্তি। ভালোবাসার সপ্তাহের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ হাগ ডে-তে এমন কিছু গল্প প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাসের কলমে।

আদরে জড়ানো স্মৃতি

একটু বেশি আদুরে

কন্যাসন্তান মা-বাবার কাছে একটু বেশি আদরের। এমনই মত রিয়াঙ্কা পালের। মা-বাবার কাছে তাঁর সব আবদার। রিয়াঙ্কার কথায়, 'কোনও আবদার পূরণ হলে যেমন মা-কে জড়িয়ে ধরি আবার বাড়িতে পছন্দের রান্না হলেও আনন্দে মা-কে জড়িয়ে ধরি।' তাঁর মতে, "মা-বাবাকে বারাবার 'ভালোবাসি' বলা যায় না। তবে জড়িয়ে ধরে সব কথা প্রকাশ করা যায়।" শুধু মা নয়, বাবারও শান্তির জায়গা তাঁর মেয়ে। রিয়াঙ্কা জানান, বাবাকে সবসময় জড়িয়ে ধরা না হলেও বাবার মন খারাপ হলে জড়িয়ে ধরি।

মা-কে ফোন

বিয়ের পর মা-বাবার প্রতি মেয়েদের টান যেন আরও বেড়ে যায়। তাই বিয়ের পর থেকে আরও বেশি করে মা-কে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে বলে জানান তনুশ্রী সরকার। তাঁর কথায়, 'বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ও নানা ব্যস্ততায় বাড়িতে খুব বেশি সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। এখন মাঝেমধ্যে মনে হয় মাকে একটু জড়িয়ে ধরতে পারলে ভালো লাগত।' জড়িয়ে ধরতে না পারলেও মায়ের কথা মনে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে মাকে ফোন করে কথা বলেন তনুশ্রী।

শেষ কবে মনে নেই

বাবাকে একটু হলেও বেশি ভয় পান সৌম্যদীপ্ত মুহুরি। শেষ কবে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাও মনে নেই তাঁর। এই প্রসঙ্গে সৌম্যদীপ্ত বললেন, 'বাবা একটু রাশভারী মানুষ। তবে বাবাকে জড়িয়ে ধরার যে ইচ্ছে হয় না তা নয়, তবে একটা ভয় কাজ করে। হয়তো স্কুলবেলাতেই শেষ জড়িয়ে ধরেছিলাম। তবে, খুব আনন্দ হলে কখনো-কখনো মা-কে জড়িয়ে ধরি।'

কাজের চাপে

সংসার ও কাজের চাপে সেইসব দিন প্রায় ভুলতে বসেছেন বছর তিরিশের সুজন সূত্রধর। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'যখন ছোট ছিলাম তখন নিশ্চয়ই মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরতাম। এখন আর সেইসব দিন নেই। তবে মাঝেমধ্যে মা-বাবাকেও একটু স্পেশাল ফিল করানোর প্রয়োজন রয়েছে। জড়িয়ে ধরা খুব ছোট্ট একটা বিষয়, কিন্তু এর মধ্যে অনেক গভীরতা রয়েছে।'

মন ভালো না খারাপ

দিনে কয়েকবার মা-বাবাকে জড়িয়ে না ধরলে ভালো লাগে না অনুরাধা বক্সীর। বেশিরভাগ সময়টা কাটে বাড়ির লোকের সঙ্গে। অনুরাধার কথায়, 'বাড়ির লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি। দিনে কতবার যে ওদের জড়িয়ে ধরি তা হিসেব কষে বলতে পারব না। ভালোলাগা হোক বা মন খারাপ সবক্ষেত্রে মাকে জড়িয়ে ধরি। আমার জড়িয়ে ধরার ধরনে মা বুঝতে পারে আমার মন ভালো নাকি খারাপ।'

সবচেয়ে ভালো মাধ্যম

বিবাহসূত্রে বেঙ্গালুরুতে থাকলেও যখনই শিলিগুড়িতে মা-বাবার কাছে আসেন, সবার প্রথম তাঁদের জড়িয়ে ধরেন প্রীতি সিংহ। তাঁর মতে, 'ভালোবাসার কথা মা-বাবাকে সবসময় মুখে বলা যায় না। না বললেও মা-বাবা সবটাই বোঝে। তবে কিছু না বলে ভালোবাসা বোঝানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল ওদের জড়িয়ে ধরা।'

> ভালোলাগা হোক বা মন খারাপ সবক্ষেত্রে মাকে জড়িয়ে ধরি। আমার জড়িয়ে ধরার ধরনে মা বুঝতে পারে আমার মন ভালো নাকি খারাপ।
>
> **- অনুরাধা বক্সী**

> কিছু না বলে ভালোবাসা বোঝানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল ওদের জড়িয়ে ধরা।
>
> **- প্রীতি সিংহ**

> মাঝেমধ্যে মা-বাবাকেও একটু স্পেশাল ফিল করানোর প্রয়োজন রয়েছে। জড়িয়ে ধরা খুব ছোট্ট একটা বিষয়, কিন্তু এর মধ্যে অনেক গভীরতা রয়েছে।
>
> **- সুজন সূত্রধর**

> বাবা একটু রাশভারী মানুষ। তবে বাবাকে জড়িয়ে ধরার যে ইচ্ছে হয় না তা নয়, তবে একটা ভয় কাজ করে।
>
> **- সৌম্যদীপ্ত মুহুরি**

পড়ুয়াদের ফুড ফেস্টিভাল কলেজ মাঠে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : পড়ুয়াদের তৈরি রকমারি পদের সমাহারে জমে উঠল শিলিগুড়ি কলেজের ফুড ফেস্টিভাল। নেপালি, আদিবাসী, চাইনিজ থেকে বাঙালি, লোভনীয় খাবারের গন্ধে বুধবার ম-ম কলেজ মাঠ। চোখ ঘোরালেই চোখে পড়ছে বিরিয়ানি থেকে কেক, রাধাবল্লভি, পায়েস, পিঠে, ফুচকা, আরসা রুটি সহ আরও বিভিন্ন রকমের খাবার। কলেজ মাঠজুড়ে মোট ২৮টি খাবারের স্টল। দ্বিতীয় বর্ষের এই খাদ্যমেলা যেন মিলনমেলার রূপ নেয়।

শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে এদিন ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। প্রথমবার এই ফেস্টিভালে অংশগ্রহণ করেছেন বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কুণাল সাহা। তাঁর স্টলের ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন খেতে ক্রেতাদের লম্বা লাইন দেখা যায়। ৫০ টাকায় হাফ প্লেট ও ৮০ টাকায় ফুল প্লেট, এই কম্বো অফারে ক্রেতাদের উৎসাহ দেখা যায়। কুণাল বলেন, 'এতটা ভালো সাড়া পাব ভাবিনি। তবে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় অনেক ক্রেতা ঘুরে গিয়েছে।'

কলেজের সেন্টার ফর উইমেন্স স্টাডিজ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই ফুড ফেস্টিভালে পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও স্টল ছিল। পড়ুয়াদের স্টল ঘুরে দেখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। তিনি বলেন, 'পড়ুয়ারা যাতে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হতে পারে, সেজন্য এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। কোন স্টল কী ধরনের খাবার থাকবে ও তার দাম, দুটোই পড়ুয়ারা ঠিক করেছে।' শুধু খাবার বিক্রি নয়, পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কতটা মানা হচ্ছে, তাও স্টলে স্টলে ঘুরে দেখেন অধ্যক্ষ। ক্রেতাদের নজর কেড়েছে হস্তশিল্পের বিভিন্ন জিনিসও।

মিষ্টি কারখানা নিয়ে মুখর দুই ওয়ার্ড

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : শহরের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে জনবহুল এলাকার মধ্যে রয়েছে একটি মিষ্টির কারখানা। বিধান রোডের একটি নামী মিষ্টির দোকানের কারখানা এটি। এখানে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার মিষ্টি। আর এই কারখানাকে ঘিরেই স্থানীয়দের মধ্যে জমছে ক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, মিষ্টির কারখানা থেকে ছানার জল, আরও নানা দূষিত জল পাশে ড্রেনের মধ্যে পড়ছে। সেই ড্রেন থেকে জল গিয়ে মিশছে বড় ড্রেনে। সেই গন্ধে ঘরে থাকাই দায়। কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে এলাকায়। কারখানা থেকে আসা নানা যন্ত্রপাতির আওয়াজে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে এলাকাবাসীর। সবচেয়ে ভয়ের হল, মিষ্টির কারখানায় প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সিলিন্ডার মজুত করা থাকে। লোকালয়ের মধ্যে কখনও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কাও ভাবাচ্ছে তাঁদের। কারখানা সংলগ্ন এলাকায় ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ছাড়াও কারখানার অন্যপাশ পড়ছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। সেই এলাকার কিছু বাসিন্দারাও সমস্যায় পড়ছেন এই কারখানার কারণে।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপমালা ঘোষ অভিযোগ করেন, 'সকাল হতে না হতেই কারখানা থেকে আওয়াজ শুরু হয়ে রাত ৯-১০টা পর্যন্ত সেই শব্দ চলে। তারপরেও সারারাত ভেতরে কাজ হয় তার নানা শব্দ আসে। আমরা বাড়িতে সবাই জোরে জোরে কথা বলি নাহলে কেউ কথা শুনতে পায় না।' তিনি বলেন, 'বাড়ির পাশে ড্রেন দিয়ে নোংরা জল যেতে থাকে। সারাদিন বিকট গন্ধ ছড়াতে থাকে সেখান থেকে। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে চিটচিটে ভাব হয়ে গিয়েছে সব জায়গায়। আমার বাড়ির গাছের পাতার ওপর একটা চটচটে আস্তরণ পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।' পানীয় জল নিয়ে তাঁর অভিযোগ হল, 'নোংরা জল মাটিতে মিশে আশপাশের কুয়োর জল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার বাড়িতে নতুন করে অন্যদিকে কুয়ো তৈরি করতে হয়েছে। এত সমস্যার মধ্যে রয়েছি আমরা। কাউন্সিলারকে বিষয়টি বহুবার জানিয়েছি তবে এখনও

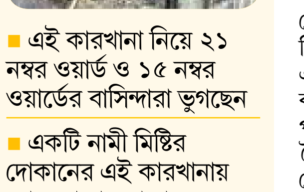

> ■ এই কারখানা নিয়ে ২১ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ভুগছেন
>
> ■ একটি নামী মিষ্টির দোকানের এই কারখানায় রোজ হাজার হাজার মিষ্টি হয়
>
> ■ মিষ্টির কারখানা থেকে ছানার জল, আরও নানা দূষিত জল পাশের ড্রেনে পড়ছে
>
> ■ কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় সব জায়গায় চিটচিটে ভাব হয়ে গিয়েছে এলাকায়

সমস্যার সেভাবে সমাধান হয়নি।'

অঞ্জনা ঘোষ বলছিলেন, 'মাঝেমধ্যেই প্রচুর সিলিন্ডার কারখানায় ঢুকতে দেখা যায়। সেটা দেখে আমরা আরও ভয় পেয়ে গিয়েছি। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ রেহাই পাব না। এছাড়াও দুর্গন্ধে পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।' তিনি জানান, ২১ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মিলে গত ডিসেম্বর মাসেও সমস্ত সমস্যার কথা জানিয়ে গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি চিঠি দুই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুন্তল রায় ও রঞ্জন সরকারকে দেওয়া হয়। দিন পনেরো আগে টক টু মেয়রেও ফোন করে অভিযোগ জানানো হয় বিষয়টি নিয়ে। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে পপি ভৌমিক বলছিলেন, '২১ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৩০টি পরিবার স্বাক্ষর করেছিল কাউন্সিলারদের দেওয়া চিঠিতে। আমাদের স্বাস্থ্য, এলাকার পরিবেশ সর্বোপরি সুরক্ষা নিয়েও আমরা চিন্তিত রয়েছি।'

তবে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কুন্তল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি জানান, কিছুদিন আগে বরো অফিস থেকে একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে ওই কারখানায়। ওরা জানিয়েছে, দিন পনেরোর মধ্যেই তারা দুটি রিজার্ভার তৈরি করবে। সেখানে ছানার জল ফেলা হবে। এছাড়া চিমনিটি আরও অনেকটা উঁচু করে দিতে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত কোনও গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখা যাবে না কারখানায় সেটাও স্পষ্ট জানানো হয়েছে। আমি নিজে পরিদর্শন করে দেখেছি গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ওই কারখানায় গিয়ে দেখা যায় রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছে। কারখানার ম্যানেজার কেশব বর্মন জানান, 'পুরনিগম আমাদের কিছু নির্দেশ দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা আবর্জনা সাফাই করছি। চিমনি অনেকটা উঁচু করে দিয়েছি যাতে ধোঁয়া অনেকটা ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। রিজার্ভার তৈরির কাজ চলছে। এটা তৈরি হলে এখানেই কারখানার কাজের পর নির্গত জল ফেলা হবে। বাইরে ড্রেনে এখনও যতটা জল পড়ছে পনেরোদিনের মধ্যে সেটাও ঠিক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে টয়ট্রেনের রেপ্লিকা তুলে দিচ্ছেন রাজু বিস্ট। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

মোদিকে দার্জিলিংয়ে আমন্ত্রণ বিস্টের

শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে আলোচনার ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দার্জিলিংয়ে আসার আমন্ত্রণ জানালেন সাংসদ রাজু বিস্ট। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে মোদির সঙ্গে দেখা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট। স্মারক উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দার্জিলিংয়ের হেরিটেজ টয়ট্রেনের রেপ্লিকা তুলে দেন বিস্ট।

উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সহ একাধিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানান সাংসদ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদের সাক্ষাৎকার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেন-না, ভোটের মুখে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে পাহাড়ে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খাল্যান্ড সমস্যার স্থায়ী সমাধান করবে। যা মনে করিয়ে দিচ্ছে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব পড়লে কিছুটা সমস্যা হতে পারে বিজেপির। এমন বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়েছে কি না, তা নিয়ে যথারীতি কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'এই এলাকার উন্নয়নের কাজগুলি কেমন চলছে, সেই সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ৪০ বছরে কোনও প্রধানমন্ত্রী দার্জিলিং আসেননি। তাই প্রধানমন্ত্রীকে দার্জিলিংয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।'

বুধবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে দেখা করেন বিস্ট। প্রথমে খাদা পরিয়ে মোদিকে সম্মান জানান তিনি। এরপর টয়ট্রেনের রেপ্লিকা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এরপর দুজনের মধ্যে ১৫ মিনিট ধরে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদের দাবি অনুযায়ী, ওই আলোচনায় উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করছে, সেই সংক্রান্ত কথাই হয়েছে। কাজের অগ্রগতি কী রয়েছে, কী প্রয়োজন, তাও আলোচনায় উঠে এসেছে। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো, শিলিগুড়ি-বারাণসী হাইস্পিড রেলওয়ে করিডর তৈরির সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিস্ট। নিরাপত্তার স্বার্থে ঘোষিত এই প্রকল্পগুলির বর্তমান পর্যায় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

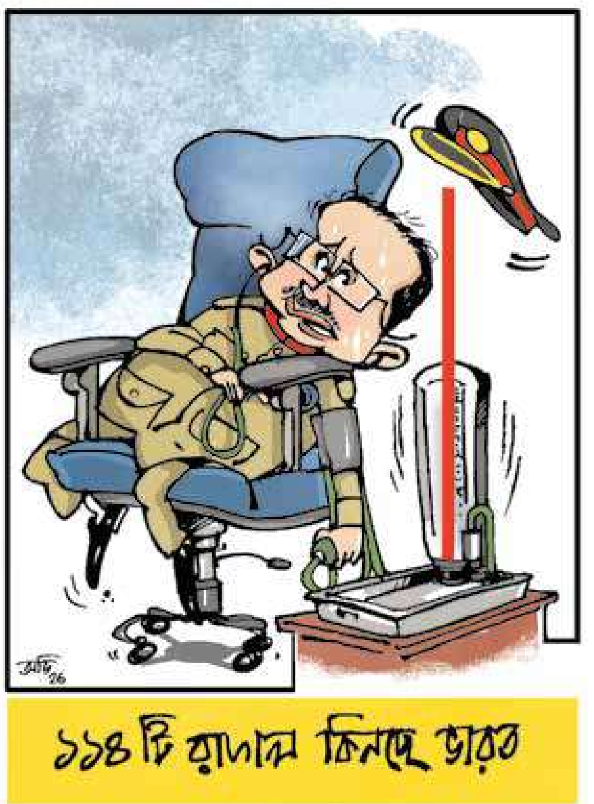

নীতীশের কুশপুতুল দাহ

কিশনগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের সুভাষপল্লি চকে নেতাজিমূর্তির পাদদেশে সোমবার জেলা কংগ্রেসের সদস্যরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করেন। পরে পশ্চিমপালি এলাকায় একই কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে দলের কর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, পাটনার শম্ভু গার্লস হস্টেলে এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় নীতীশের অঙ্গুলিহেলনে পাপ্পুকে চক্রান্ত করে ৩১ বছরের পুরোনো ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পাপ্পু বেউর জেলে বন্দি। এদিন পাটনা আদালতে তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল। কিন্তু আদালত চত্বরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় শুনানি স্থগিত হয়ে যায়।

তবে পুলিশ বম্ব ও ডগ স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালালেও বোমের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ছোট্ট বুকে বাবার স্নেহ

প্রথম পাতার পর

ভাইপো-ভাইঝিদের বড় করার জন্য তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিল্লি থেকে ফোনে তিনি বলেন, 'প্রশাসনের তরফে একটা পাকা ঘর বানিয়ে দিলে ছেলেমেয়েরা একটু নিরাপদে থাকতে পারত।' শেষপর্যন্ত না মিলেছে আবাস যোজনার ঘর, না রয়েছে রাহুলদের নামে র‍্যাশন কার্ড। ধর্মী বলছিলেন, 'র‍্যাশন কার্ড থাকলেও খাবারের অনেক সুবিধা হত।'

এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইসদোর খাড়িয়া বলেন, 'ওরা তো অপ্রাপ্তবয়স্ক, সরাসরি আবাস যোজনার ঘর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীতে ওদের কোনও অভিভাবকের নাম যাতে তালিকায় আসে, সেই চেষ্টা করব।'

কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও ভোটে সংশয়

প্রথম পাতার পর

গানে সন্ধ্যা নামত, সেখানে এখন কাওয়ালি আর ধর্মীয় সভার দাপট। শেখ হাসিনার 'নৌকা' মাঝদরিয়ায় ডুবেছে, বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের জন্য ছাপা ব্যালটে তার চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় সব ব্যালটে বিএনপি'র 'ধানের শিষ' অথবা জামায়াতের 'দাঁড়িপাল্লা।' সব জনমত সমীক্ষায় বিএনপি'র তারেক রহমানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্পষ্ট আভাস।

কিন্তু প্রশ্ন হল, নির্বাচন সংগঠিত করার পথটা কি আদৌ কণ্টকমুক্ত? নির্বিঘ্নে হবে তো ভোট? নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছে। সাড়ে ৯ লক্ষ জওয়ান মজুত, আকাশে উড়ছে ড্রোন আর পুলিশকর্মীদের বুকে লাগানো বডি ক্যামেরা। দেখেশুনে মনে হতে পারে ভোট নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের সতর্কতা! বাংলাদেশের খোদ পুলিশ প্রধান মানছেন, ৪৩ হাজার ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৪ হাজারই 'ঝুঁকিপূর্ণ।' অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রে বারুদের গন্ধ।

আরও অদ্ভুত লাগছে সেনা ও পুলিশের দেওয়া তথ্যে আকাশপাতাল ফারাক দেখে। সেনাবাহিনীর বয়ান অনুযায়ী ঢাকায় যেখানে মাত্র দুটি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে পুলিশের তালিকায় সংখ্যাটি ১৬১৪! এই পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, নির্বাচনের কয়েক ঘণ্টা আগেও প্রশাসনে সমন্বয়ের অভাব কতটা।

সবচেয়ে করুণ ছবিটা দেখলাম ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এক বাবা তাঁর তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে পুজো দিতে এসেছিলেন। নাম না প্রকাশের শর্তে বললেন, '২০০১ সালের নির্বাচনের পরের স্মৃতি আজও তাড়া করে। মনে হচ্ছে, তখন দেশ না ছেড়ে ভুল করেছি।' গত ১৮ মাসে প্রায় ২৭০০টি হামলা ঘটেছে সংখ্যালঘুদের ওপর। ইউনূসের সরকার ক্ষতিপূরণ আর গ্রেপ্তারির কথা বলছে ঠিকই, কিন্তু বিএনপি বা জামায়াতে- কোনও দলের ইস্তাহারে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট 'রোডম্যাপ' নেই।

হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গভবন থেকে বিদায় নেবেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রশ্ন হল, ভোটের পর তিনি কি সত্যিই 'রিটায়ার' করবেন? নাকি যাওয়ার আগে এমন দাবার চাল চেলে গেলেন, যা আগামী সরকারকে ওয়াশিংটনের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখবে? নির্বাচনের ঠিক তিনদিন আগে আমেরিকার সঙ্গে তড়িঘড়ি বাণিজ্য চুক্তি সই নিয়ে ঢাকার রাজনৈতিক অলিন্দে সেই গুঞ্জন জোরালো।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, শুল্ক কমিয়ে আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের জন্য 'সোনালি দরজা' খুলে দিলেন ইউনূস। কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখেছেন কি? চুক্তির ফলে বাংলাদেশকে গিলতে হচ্ছে ১৪টা বোয়িং বিমান কেনার এবং আমেরিকার কৃষি ও জ্বালানি কেনার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি- যা কার্যত ঋণের ফাঁদ। ফিরছে সেই পুরোনো জুজুও- সেন্ট মার্টিন। যদিও কাগজে-কলমে ঘাঁটির কথা নেই, কিন্তু 'টাইগার লাইটনিং'-এর মতো যৌথ মহড়া আর বঙ্গোপসাগরে মার্কিন উপস্থিতিতে দিল্লির কপালে ভাঁজ পড়তে বাধ্য।

ইউনূস জমানা শেষ হলেও 'ওয়াশিংটন-নির্ভরতা'র রিমোট কন্ট্রোল হয়তো তাঁর হাতেই থেকে যাবে। নতুন সরকার গদিতে বসলেও কলকাঠি কি নাড়বেন নোবেলজয়ী বৃদ্ধ? ফলাফল নিয়ে খুব সংশয় কারও নেই। কিন্তু নির্বাচনে কি সত্যিই গণতন্ত্রের জয় হবে, নাকি ভয়ের চাদরে ঢাকা পড়বে সাধারণ মানুষের রায়? ঢাকার রাজপথে এই প্রশ্নটাই বুধবার সবচেয়ে বড় হয়ে বাজছে।

ভাঙা পড়ল 'মৃত্যুদূত বাড়ি'

জট কাটল ক্ষতিপূরণে, ঘাড় পাতলেন ঘরের মালিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : মারণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাড়ি অবশেষে সরছে। দীর্ঘ টালবাহানা, একের পর এক দুর্ঘটনা আর সাধারণ মানুষের পাহাড়প্রমাণ অভিযোগের পর অবশেষে টনক নড়ল প্রশাসনের। হরিশ্চন্দ্রপুর-চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের রাড়িয়াল এলাকায় সড়কের মাঝখানে থাকা সেই 'অভিশপ্ত' দোতলা বাড়িটি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও বাড়ির মালিক। সেই বাড়ির জন্য সেখানে থমকে ছিল জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ। এবার অবিলম্বে তা শুরু হবে বলে জানিয়েছে মালদা ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন।

মালদা ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত কুণ্ডু আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, বাড়ির জন্য ওই এলাকায় কাজ বন্ধ ছিল। বাকি সব জায়গায় কাজ শেষ। বাড়ির মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভাঙার কাজ চলছে, দ্রুত রাস্তা নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে যাবে।

২০১৭ সালে এখানে জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে এই রাস্তাটি বিহার এবং পরবর্তীতে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। সড়ক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বছর দেড়েক আগেই হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলের মধ্যে থাকা সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাড়িয়াল গ্রামের কাছে এসে থমকে যায় কাজ। কারণ রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি দোতলা বাড়ি। রাস্তা বানাতে তো জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। সেই জমি এবং বাড়ির ক্ষতিপূরণ নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাড়ির মালিকের মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হলেও তা হাতে পেতে আবার দেরি হয়। সেজন্য তিনি বাড়ি ছাড়েননি। আর কাজও হয়নি।

বাড়ির মালিক আরব আলির সাফ কথা, 'ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তাই বাড়িটি ভাঙা হয়নি। এখন ক্ষতিপূরণ পেয়ে গিয়েছি, তাই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে।'

আর এই প্রশাসনিক টানাপোড়েনের মাশুল দিতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। রাস্তার মাঝে আড়াআড়িভাবে বাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকায় ওই এলাকায় হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটত। তাতে প্রাণহানিও হয়েছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে গভীর রাতে চাঁচল হাসপাতালে রোগী পৌঁছে দিয়ে ফেরার একটি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে সোজা ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় চালকের। এর আগেও বহু গাড়ি ওই দেওয়ালে ধাক্কা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এতদিন পর দুর্ঘটনার সেই আশঙ্কা কাটায় খুশির হাওয়া এলাকায়। প্রতিদিন এই পথে যাতায়াত করেন গাড়িচালক মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, 'শুনছি বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। দেরিতে হলেও কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হল।'

আজ ভোট বাংলাদেশে

চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বন্ধ যাতায়াত

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মীবারে যমুনা পাড়ে মসনদের লড়াই। শেখ হাসিনা '২৪-এর ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়ার পর থেকে প্রায় দেড় বছর ধরে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জেরবার বাংলাদেশ। তাই সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নতুন সরকার গঠন করে শান্তি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি আইনের শাসন চাইছেন বাংলাদেশের নাগরিকরা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি হয়েছে বাংলাদেশে। যার প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাংলাদেশে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর দিয়েছে ভারতও। সাধারণ নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশের তরফে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের বৈদেশিক বাণিজ্য দুইদিনের জন্য বন্ধ রাখার পাশাপাশি তাদের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট একদিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতকে। ভারতীয় ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট খোলা থাকলেও ও'পারের ইমিগ্রেশন বন্ধ থাকায় বৃহস্পতিবার কোনও কাজ যে হবে না, তা স্পষ্ট। বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন দিয়ে খুব অল্প সংখ্যায় ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ থাকায় বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চত্বর ছিল কার্যত শুনসান। প্রতিদিনের জমজমাট ভিড়ের বিপরীত ছবি ধরা পড়ে এদিন। চ্যাংরাবান্ধা মুদ্রা বিনিময় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী মহাবুল আলমের কথায়, 'প্রায় কুড়ি বছরের বেশি সময় থেকে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কখনও ভারত বা বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট বন্ধ থাকতে দেখিনি।' এদিন সীমান্ত গেটে বিএসএফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ আঁটোসাঁটো। শুনসান সীমান্ত গেটে অতন্দ্র প্রহরীদের ভারী বুটের শব্দ শুধু শোনা গিয়েছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের

শুনসান চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের গেটে কড়া নিরাপত্তা।

> **প্রায় কুড়ি বছরের বেশি সময় থেকে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কখনও ভারত বা বাংলাদেশের নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট বন্ধ থাকতে দেখিনি।**
>
> -মহাবুল আলম
> ব্যবসায়ী

সর্বত্রই কঠোর নিরারপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।

শুধু বিএসএফ নয়, বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য পুলিশও। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বললেন, 'আমাদের মেখলিগঞ্জ মহকুমার অনেকাংশই বাংলাদেশ ঘেঁষা। এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে উন্মুক্ত সীমান্ত। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বরাবর জোরদার থাকে। তবে প্রতিবেশী দেশের নির্বাচনের কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছি না। নাকা চেকিং, নাইট পেট্রলিংয়ের পাশাপাশি আমাদের ইন্টেলিজেন্স বিভাগে কর্মীসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে।'

পুলিশের সামনেই মার অভিযুক্তকে

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দিতেই এলাকায় ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। দফায় দফায় পথ অবরোধ ও অভিযুক্তদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই উত্তেজনার আবহেই বুধবার সকালে রাজ পাসোয়ানকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রাকেশ সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এনজেপি থানা এলাকায় জামাইবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে ছিল অভিযুক্ত। আর কেউ জড়িত ছিল কি না সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।

ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে কোনও এক বিবাদে মৃত কিশোর অভিযুক্ত রাজকে একটি চড় মেরেছিল। সেই মারের প্রতিশোধ নিতেই কিশোরকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বেধড়ক মারধর করা হয়। মারের চোটে কিশোর অজ্ঞান হয়ে গেলে তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে বেল্ট দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়।

রহস্যমৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ সদর থানা এলাকার লাইন মসজিদের পাশে একটি বাড়ি থেকে বুধবার দুপুরে সন্দেহজনক অবস্থায় এক নাবালিকার (১৪) মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত নাবালিকার বাড়ি মহিদউদ্দিনপুর পুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। সে তার মায়ের সঙ্গে গৃহ পরিচারিকার কাজ করত। এদিনও সে ওই বাড়িতে কাজ করতে আসে। বাড়িটি ফাঁকা ছিল। জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকেন। মেয়েকে সেখানে রেখে অন্য বাড়িতে কাজে যান মা। তাকে নিতে এসে দেখেন বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

খুব ব্যস্ত বামেরা

প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষের, তেমন ভিতরের খবর বের করা নিয়ে রিপোর্টারদের মধ্যে ছিল দারুণ প্রতিযোগিতা। আজ দেড় দশক ক্ষমতায় নেই বামফ্রন্ট। তাদের শক্তি নেহাতই প্রান্তিক। তাদের মুরোদ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো ক্ষয়েই চলেছে। বড় শরিক সিপিএম তো বটেই, শরিকদের অবস্থা আরও করুণ। তারা আছে কী নেই ঠাহর করা মুশকিল।

সেই রাজপাট নেই। দাপটও নেই। তবে ফ্রন্টের শরিকি বিবাদ টিকে আছে দিব্যি। সামনে আবার একটা জিরোর গেরো কাটানোর সুযোগ। তাই প্রথামাফিক আসন ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে, হচ্ছে কাজিয়াও। শূন্যতার মধ্যেও কে কত সিট পাবে, তা নিয়ে ঝগড়ায় খামতি নেই। একেবারে কালনেমির লঙ্কাভাগ। তার উপর ফ্রন্ট যেহেতু বামপন্থী, তাই বিবাদে তাত্ত্বিক উপাদান যথেষ্ট। সেখানেই পা কাটছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের।

নতুন দল গড়ার পর হুমায়ুন কবীরের মন বুঝতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে বামফ্রন্টের শরিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি। 'সাম্প্রদায়িক' হুমায়ুনের সঙ্গে কেন আলোচনা করতে গিয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক? এতে মানুষের কাছে ভুল বার্তা গিয়েছে বলে বামফ্রন্ট বৈঠকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে এসেছে সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি।

আবার বামফ্রন্টের বাইরে গিয়ে কখনও কংগ্রেস, কখনও আইএসএফের সঙ্গে জোট করতে কেন সিপিএম লাফালাফি করছে, তা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। এর মধ্যে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম-এর রাজ্য নেতা ইমরান সোলাঙ্কির সঙ্গেও বৈঠক করতে চেয়েছেন সেলিম। তেমনই শরিকদের দাবি।

ফ্রন্টের অন্তত এক শরিক জানিয়ে দিয়েছে, আইএসএফের সঙ্গেও হাত মেলানো চলবে না। এনিয়ে বিতর্কে বৈঠকের মাঝপথে ফরওয়ার্ড ব্লক ওয়াক-আউট করেছে। এমন ভজকট অবস্থায় কংগ্রেস আবার জানিয়ে দিয়েছে, বামেদের সঙ্গে জোট নয়। তারা একলা চলবে। এক মালায় বুদ্ধদেব আর রাহুল গান্ধির ছবি একসময় দু'দলের সমর্থকদের বুকে আশা জাগিয়েছিল। এবার তা হচ্ছে না। উলটে শরিকরা যে যার মতো সিট দাবি করছে।

বড় শরিকের সেই তাকত আর নেই বলে তাদের দু'কথা শুনিয়ে যাচ্ছে তস্য ছোট শরিকরা। সিপিএমকে শুনতে হচ্ছে। ফ্রন্ট বড় বালাই যে। ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সামনেই সেলিমের কাজে স্পষ্ট আপত্তি জানিয়েছেন শরিক নেতারা। গতবার বাম জোটের মান রেখেছিল একা আইএসএফ। সবেধন সিটটা তাদেরই। এবার তাদের দাবির বহর বেড়েছে। তাদের পঞ্চাশটা চাই। কোথা থেকে তাদের কত দেওয়া যাবে, তা নিয়ে এখন চুল ছেঁড়ার জোগাড় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের।

একইসঙ্গে কেরলে ভোট। এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে দোস্তি আর কেরলে তাদের সঙ্গে কুস্তির খোঁটা এবার অন্তত শুনতে হবে না বামেদের। কিন্তু বেলা শেষে প্রশ্ন একটিই- কুল, মান ও আদর্শ বজায় রেখে শূন্যদশা কাটবে কি বামেদের? নাকি আবার 'শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে' গানটা গাইতে হবে?

পৃথিবীর পাঠশালা

ভ্যাসলিন খেয়ে বেঁচে থাকা

শীতকালে ঠোঁট ফাটলে আমরা ভ্যাসলিন লাগাই। কিন্তু ভ্যাসলিনের আবিষ্কর্তা রবার্ট চেসব্রো বিশ্বাস করতেন, ভ্যাসলিন হল সর্বরোগহর ওষুধ। তিনি এতটাই বিশ্বাস করতেন যে, রোজ এক চামচ করে ভ্যাসলিন খেতেন! তাঁর মতে, এতেই তিনি সুস্থ থাকেন। শুধু তাই নয়, একবার তিনি প্লুরিসি বা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হলে সারা শরীরে ভ্যাসলিন মেখে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে, এতেই তিনি সেরে উঠেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, তিনি ৯৬ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ডাক্তাররা অবশ্য বলেন, ভ্যাসলিন খাওয়া নিরাপদ নয়, কিন্তু রবার্টের ক্ষেত্রে হয়তো বিশ্বাসটাই আসল ওষুধ ছিল।

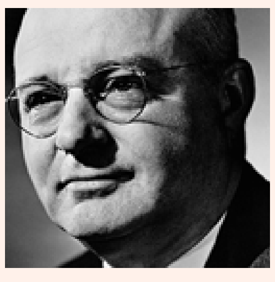

ক্ষতিকারক বিজ্ঞানী

টমাস মিডগলি জুনিয়ার- নামটা মনে রাখবেন। ইনি সেই বিজ্ঞানী, যাঁকে বলা হয় 'পৃথিবীর ইতিহাসে পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু'। তিনি দুটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন- পেট্রোলে সিসা মেশানো এবং সিএফসি গ্যাস। সিসা মেশানো পেট্রোল গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য ভালো হলেও তা মানুষের স্নায়ুর ক্ষতি করে এবং পরিবেশ বিষিয়ে দেয়। আর সিএফসি গ্যাস ওজোন স্তরে ফুটো তৈরি করে। তাঁর এই দুই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর যা ক্ষতি হয়েছে, তা অন্য কোনও একক মানুষের দ্বারা হয়নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, শেষ বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে তিনি নিজের জন্য এক দড়ি টানাটানির বিছানা বানিয়েছিলেন, আর একদিন সেই দড়িতেই দুর্ঘটনাবশত শ্বাসরোধ হয়ে তিনি মারা যান।

ছাদে যখন তারা জ্বলে

গুহার ভেতরটা সাধারণত ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের 'ওয়েইতোমো' গুহায় ঢুকলে মনে হবে আপনি খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মাথার ওপর লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে! আসলে এগুলো তারা নয়, এগুলো এক বিশেষ ধরনের জোনাকি পোকা বা 'গ্লো ওয়ার্ম'। এই পোকাগুলোর লার্ভা থেকে এক ধরনের আঠালো সুতো ঝোলে এবং শিকার ধরার জন্য এরা

নিজেদের শরীর থেকে নীলচে আলো ছড়ায়। অন্ধকার গুহায় হাজার হাজার পোকা যখন একসঙ্গে জ্বলে ওঠে, তখন এক মায়াবী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। পর্যটকরা নৌকায় করে এই গুহার ভেতর দিয়ে যান আর প্রকৃতির এই অদ্ভুত আলোকসজ্জা দেখে মুগ্ধ হন।

দানবীয় স্ফটিকের গুহা

মেক্সিকোর নাইকা খনির নীচে এমন এক গুহা আছে, যা দেখলে মনে হবে আপনি কোনও সায়েন্স ফিকশন সিনেমায় ঢুকে পড়েছেন। এখানে রয়েছে জিপসামের তৈরি বিশাল সব স্ফটিক বা ক্রিস্টাল, যা প্রায় ৩৬ ফুট লম্বা এবং ওজনে ৫৫ টন পর্যন্ত হতে পারে! একে বলা হয় 'কেভ অফ ক্রিস্টালস'। মাটির নীচে ম্যাগমার গরমে এবং খনিজসমৃদ্ধ জলের কারণে লক্ষ বছর ধরে এই স্ফটিকগুলো তৈরি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, এই গুহার তাপমাত্রা প্রায় ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা প্রায় ১০০%। বিশেষ সুট ছাড়া এখানে ১০ মিনিটের বেশি থাকলে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, নাইকা গুহা তার প্রমাণ।

বুলডোজার

প্রথম পাতার পর

এদিন আর্থমুভার দিয়ে সেই খুঁটি তুলে ফেলা হয়। জমির কারবারে ফুলবাড়ি এলাকারই তৃণমূলের বেশ কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়ম গোস্বামী অবশ্য কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে আমাদের লাগাতার অভিযান চলবে।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সরাসরি তোপ দেগে বলেন, 'যতদিন তৃণমূল সরকার রয়েছে, ততদিন এই দখলদারি চলবে। বাইরে থেকে লোক এনে টাকা নিয়ে বসানো হচ্ছে।' তাঁর প্রতিশ্রুতি বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

তৃণমূলের ব্লক কমিটির সভাপতি দিলীপ রায়ের জবাব, 'আইন আইনের পথেই চলবে। প্রশাসন কাজ শুরু করেছে। দলের কেউ যুক্ত থাকলেও তাকে রেয়াত করা হবে না। তাই বিধায়কের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।'

আর স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, এদিন সেচ দপ্তরের এই অভিযান কি শুধুই 'আইওয়াশ'? নাকি সত্যিই নদী চর দখলমুক্ত হবে?

রুদ্ধশ্বাস জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

জোড়া সুপার ওভারে স্বপ্নভঙ্গ আফগানদের

২০তম ওভারে ফজলহক ফারুকিকে রানআউট কাগিসো রাবাদার। এরপরই ম্যাচ টাই হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৮৭/৬
আফগানিস্তান-১৮৭

(প্রথম সুপার ওভার)
আফগানিস্তান : ১৭/০ দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৭/১

(দ্বিতীয় সুপার ওভার)
দক্ষিণ আফ্রিকা : ২৩/০ আফগানিস্তান : ১৯/২

আহমেদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : সীমিত রসদ নিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড দেশগুলির মরিয়া প্রচেষ্টা রং ছড়াচ্ছিল শুরু থেকেই। আজ দুই টেস্ট খেলিয়ে দেশের রুদ্ধশ্বাস টক্করে টি২০ বিশ্বকাপের পারদ একেবারে আকাশচুম্বী। ২০২৪-এর ফাইনালিস্ট দক্ষিণ আফ্রিকাকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলে দিয়েও স্বপ্নভঙ্গ আফগানিস্তানের।

মূল ম্যাচে দুই দলের স্কোর ১৮৭। প্রথম সুপার ওভারেও একই ছবি। দুই দলেরই ১৭। শেষ বলে ছক্কা মেরে ট্রিস্টান স্টাবস হার বাঁচান। দ্বিতীয় সুপার ওভারে মিলারের (৪ বলে ১৬) সৌজন্যে ২৩ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬ বলে ২৪-এর জয়লক্ষ্যে নেমে কেশব মহারাজকে টানা তিন বলে ছক্কা হাঁকিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৪ বলে ১৮)।

শেষপর্যন্ত ১৯/২ স্কোরে থমকে যায় আফগানিস্তান। এক শটের ব্যবধানে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে সুপার এইটের রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও হেরে ফিরেছিলেন রশিদ খানরা। আজও ‘ট্র্যাজিক হিরো’ রহমানুল্লাহ, আজমাতুল্লাহ ওমরজাইরা।

দ্বিতীয় সুপার ওভারে শেষ বলে ছক্কা দরকার ছিল আফগানিস্তানের। কিন্তু শট জমা পড়ে ডেভিড মিলারের হাতে।

ডাবল সুপার ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয় এনে দিয়ে কেশব মহারাজ।

অবিশ্বাস্য ম্যাচ শেষে স্বপ্নভঙ্গের হতাশা। তীরে এসে তরী ডোবার আক্ষেপ নিয়ে মাঠের মধ্যেই কার্যত ভেঙে পড়েন গুরবাজ। জয়ের উচ্ছ্বাস সরিয়ে রেখে মিলারকে দেখা গেল ছুটে এসে গুরবাজকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বুকে টেনে নিয়ে পিঠ চাপড়েও দিলেন। বার্তা, হারেনি আফগানিস্তান। আসলে জিতেছে ক্রিকেট।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। টপঅর্ডারে কুইন্টন ডি কক (৪১ বলে ৫৯), রায়ান রিকেলটনের (২৮ বলে ৬১) ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে দাপুটে শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার। দুজনে মিলে দ্বিতীয় উইকেটে ৬১ বলে ১১৪ রান যোগ করেন। কিন্তু ডি কক, রিকেলটন পরপর ফিরতেই প্রোটিয়া ইনিংসে ব্রেক লাগিয়ে দেন আজমাতুল্লাহ (৪১/৩), রশিদরা (২৮/২)। দুশোর সম্ভাবনা তৈরি করে শেষপর্যন্ত ১৮৭/৬ স্কোরে আটকে যায় তারা।

১৮৮ রানের জয়লক্ষ্যে আফগান ইনিংসকে টানার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ (৪২ বলে ৮৪)। সাত ছক্কায় প্রোটিয়া বোলারদের সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। কিন্তু উলটোদিক থেকে সেভাবে কারও সাহায্য পাননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আজমাতুল্লাহর (২২)। তারপরও শেষ ওভারে ১২ রান দরকার। শেষ তিন বলে ২ রান। কিন্তু চতুর্থ বলে দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রানআউট ফজলহক ফারুকি।

দুই দলের স্কোর তখন এক- ১৮৭। জোড়া সুপার ওভার শেষে যে টাই ভেঙে আফগানিস্তান বধ দক্ষিণ আফ্রিকার। টি২০-তে সুপার ওভারে এই নিয়ে তৃতীয় হার রশিদদের। এর মধ্যে দ্বিতীয়বার ডাবল সুপার ওভারে! তবে হারলেও দলের লড়াইয়ে গর্বিত রশিদ। আফগান অধিনায়কের কথায়, ব্যাটাররা চ্যালেঞ্জ সামলাল, পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল, যা প্রশংসার দাবি রাখে।

ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুলের ইউ টার্ন

ঢাকা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বয়কটের সিদ্ধান্ত দূরে সরিয়ে ভারত ম্যাচে হ্যাঁ পাকিস্তানের।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের যে সিদ্ধান্ত বদলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেরই ভূমিকাই বা কী ছিল? গত কয়েকদিন ধরে যা নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। এদিন যে বিতর্কে অবাক দাবি করলেন বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দাবি করেন, ভারতে না খেলার সিদ্ধান্ত মোটেই বাংলাদেশ সরকারের নয়। এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রিকেটারদের।

দেশের সম্মানের কথা মাথায় রেখেই ভারত-বয়কটের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত পোষণ করেন লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও! টি২০ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নের বদলে দেশের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন খেলোয়াড়রা! নজরুলের যে দাবি নিয়ে নতুন বিতর্ক। কারণ, গত জানুয়ারিতে নজরুলই দাবি করেছিলেন, ভারত-বয়কটের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে।

‘ভারত বয়কটের সিদ্ধান্ত বোর্ড, ক্রিকেটারদের’

সাংবাদিক সম্মেলনে জানুয়ারি মাসে নজরুল বলেছিলেন, ‘সরকার কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা ক্রিকেটারদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস ওরা বুঝতে পারছে পরিস্থিতিটা।’ বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা অভিযোগ করেন, তাঁদের বক্তব্য গুরুত্ব পায়নি। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এদিন ঠিক তারই উলটো সুরে ক্রীড়া উপদেষ্টা পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন বোর্ড, ক্রিকেটারদের ওপর! নজরুল বলেছেন, ‘বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে আমাদের কোনও আক্ষেপ নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি এবং খেলোয়াড়রা। দেশের সম্মান, দেশের সমর্থকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই আত্মত্যাগ করেছে ওরা।’

বিশ্বকাপ থেকে বাতিল হলেও শাস্তির খাঁড়া নেমে আসছে না বাংলাদেশের ওপর। আইসিসি, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যার নিশ্চয়তা মিলেছে।

বিশ্বকাপ না খেলা নিয়ে আমাদের কোনও আক্ষেপ নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি এবং খেলোয়াড়রা। দেশের সম্মান, দেশের সমর্থকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই আত্মত্যাগ করেছে ওরা।

-আসিফ নজরুল
বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা

বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সেই স্বস্তি নিয়ে আরও বলেছেন, ‘আইসিসি বলেছে, কোনও নির্বাসনের শাস্তির মুখে পড়বে না বাংলাদেশ। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্বও পাবে। নিশ্চিতভাবে যা ভালো প্রাপ্তি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে এর জন্য কুর্নিশ জানাই।’

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

শ্রীলঙ্কা বনাম ওমান
সকাল ১১টা, ক্যান্ডি

নেপাল বনাম ইতালি
বিকাল ৩টা, মুম্বই

ভারত বনাম নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

মার্শের চোট, কলম্বো যাচ্ছেন স্মিথ

সহজ জয় দিয়ে শুরু করল অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া-১৮২/৬
আয়ারল্যান্ড-১১৫
(১৬.৫ ওভারে)

মেলবোর্ন ও কলম্বো, ১১ ফেব্রুয়ারি : জয় দিয়েই অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া।

কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় জয় পেল ক্যাঙারু ব্রিগেড। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে ৬ উইকেটে ১৮২ রান তোলে তারা। জবাবে আয়ারল্যান্ডের ইনিংস ১১৫-তেই থমকে যায়। যার সুবাদে ৬৭ রানে ম্যাচ জিতে চলতি বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু অজিদের।

সহজ জয় এলেও এদিনের ম্যাচ বেশ কিছু প্রশ্ন রেখে গেল। এমনিতেই চোটআঘাতে জর্জরিত অস্ট্রেলিয়া শিবির। আয়ারল্যান্ড ম্যাচে আবার অধিনায়ক মিচেল মার্শকে পায়নি তারা। যার ছাপ ব্যাটিংয়ে ভালো মতো পাওয়া গেল। প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের চেনা ছবিটা সেভাবে পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা ট্রাভিস হেডের (৬) রানআউটে। জোশ ইনগ্লিশ (১৭ বলে ৩৭) গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেও মিডল অর্ডারে যা থমকে যায়। ম্যাট রেনশ ৩৭ করলেও ৩৩ বল খরচ করেন। ডেথে অবশ্য যা কিছুটা পুষিয়ে দেন মার্কাস স্টোয়নিস (২৯ বলে ৪৫)। স্টোয়নিসের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া শেষপর্যন্ত ১৮২/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়।

নাথান এলিসের (৪/১২) পেস, অ্যাডাম জাম্পার (৪/২৩) স্পিন ফাঁসে যে স্কোরের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি পল স্টার্লিংয়ের আইরিশ ব্রিগেড। ওপেন করে স্টার্লিং ১ রানে আউট হন। বাকিদের হালও একইরকম। লড়াই বলতে জর্জ ডকরেলের ২৯ বলে ৪১। কিন্তু অজিদের ছুড়ে দেওয়া ১৮২-র চ্যালেঞ্জ উতরোতে যা যথেষ্ট ছিল না।

জয় দিয়ে শুরুর দিনে অজি শিবিরে চিন্তা বাড়িয়েছে অধিনায়ক মিচেল মার্শের ফিটনেস। গতকাল প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে কাপ জয়ের কথা শুনিয়েছিলেন। যদিও লক্ষ্যপূরণে মার্শকে কতটা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে হঠাৎ করে সংশয়। কুঁচকির চোটে এদিন খেলতে পারেননি। নেতৃত্ব দেন ট্র্যাভিস হেড। কিন্তু মার্শের অনুপস্থিতিতে দুর্বল আইরিশ বোলারদের বিরুদ্ধেও টপ অর্ডারে সাদমাঠা পারফরমেন্স চিন্তায় রাখবে দলকে।

এদিকে, মার্শকে নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই ব্যাকআপ হিসেবে স্টিভেন স্মিথকে দলের সঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা পড়েছে। বিশ্রামের প্রয়োজন মার্শের। কবে ফিরবে, মেডিকেল টিমের পরামর্শের ভিত্তিতেই ঠিক করা হবে। মার্শের স্ট্যান্ডবাই হিসেবে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হচ্ছে স্টিভ স্মিথকে।’ টসের সময় হেড জানান, দিন দুয়েক আগে অনুশীলনে চোট পান মার্শ।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে হুংকার অস্ট্রেলিয়ার নাথান এলিসের।

৪ উইকেট নেওয়া অ্যাডাম জাম্পাকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

মাঠে নামতে মুখিয়ে দিমিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হতে আর তিনদিন।

ফিরছে ফুটবল। শনিবার শুরু এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। গত মরশুমে আইএসএল শেষ হয়েছিল ১২ এপ্রিল। তারপর তিনশো দিনেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবেই মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছেন ফুটবলাররা।

উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার সবুজ-মেরুনের প্রস্তুতিতেও তাই চূড়ান্ত তৎপরতা চোখে পড়ল। তবে তিনদিন আগেও অনুশীলন দেখে সের্জিও লোবেরার দলের প্রথম একাদশ কী হতে পারে তা খুব বেশি বোঝা গেল না। যেটুকু বোঝা গেল তা হল, লোবেরার এই মোহনবাগানে বাড়তি দায়িত্ব থাকছে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের ওপর।

অনুশীলনের পথে জেসন কামিন্স।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার জমানায় খুব বেশি সুযোগ পাননি বাগান সমর্থকদের প্রাণভোমরা দিমি। যদিও খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে জয়সূচক গোল এসেছিল তাঁর পা থেকেই। লোবেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর অবশ্য অনুশীলন হোক বা প্রস্তুতি ম্যাচ, প্রতিমুহূর্তে চেনা দিমিকে খুঁজে পাচ্ছেন সমর্থকরা। তিনিও নিজেকে উজার করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এদিন অনুশীলন শেষে পেত্রাতোস বলে গেলেন, ‘অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে। মাঠে নামার জন্য আর তর সইছে না।’

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি প্রায় সব দলই এবার অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে আইএসএল খেলবে। অধিকাংশ ক্লাব ছয় বিদেশি ফুটবলারের কোটাও পূর্ণ করতে পারেনি এখনও। এদিন মাঠ ছাড়ার সময় রবসন রোবিনহো সরাসরিই বললেন, ‘এবার আইএসএলে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল। ওরাও তৈরিই হয়েই মাঠে নামছে।’ শনিবার সবুজ-মেরুনের প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় আসছে তারা। এদিকে, ওই ম্যাচের ৫০ শতাংশ টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যদিও ‘মেসি কাণ্ডে’ ক্ষতিগ্রস্ত গ্যালারিগুলিতে টিকিট বিক্রির অনুমতি পাওয়া যায়নি।

৪৯৩ দিন! অপেক্ষায় ম্যান ইউ সমর্থক ফ্র্যাঙ্ক

শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থক ফ্র্যাঙ্ক ইলেটের চুল কাটা হচ্ছে না।

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ম্যান ইউ যতদিন না টানা পাঁচ ম্যাচ জিতবে, ততদিন তিনি চুল কাটবেন না। তারপর থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনেক পালাবদল হয়েছে। কিন্তু টানা পাঁচ ম্যাচ জেতা হয়নি লাল ম্যাঞ্চেস্টারের।

মাইকেল ক্যারিক দায়িত্ব পাওয়ার পর টানা চার ম্যাচ জেতায় ম্যান ইউ সমর্থক আশায় বুক বেঁধেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ৪৯৩ দিন পর ফ্র্যাঙ্ক ইলেট চুল কাটতে পারবেন। ঠিক এই কারণেই ওয়েস্ট হ্যাম বনাম ম্যান ইউ ম্যাচটি বাড়তি মাত্রা পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাপূরণ হয়নি। ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে হার বাঁচিয়েছে ম্যান ইউ।

ম্যাচের ৫০ মিনিটে টমাস সৌসেকের গোলে এগিয়ে যায় ওয়েস্ট হ্যাম। একদম অন্তিম লগ্নে ম্যান ইউকে সমতায় ফেরান বেঞ্জামিন সিসকো। টানা চার ম্যাচ জেতার পর পঞ্চম ম্যাচে ড্র করে হতাশ ম্যান ইউ কোচ মাইকেল ক্যারিক। তিনি বলেছেন, ‘দলের খেলায় আমি খুব হতাশ। ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি। তবে এই ম্যাচ ভুলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে।’

এদিকে, ইপিএলের অন্য ম্যাচে চেলসি ২-২ গোলে ড্র করেছে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। ‘দ্য ব্লুজ’-এর হয়ে গোল করেন জোয়াও পেদ্রো ও কোল পামার। লিডসের গোলদাতা লুকাস নমেচা ও নোয়া ওকাফোর। আপাতত ২৫ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে ম্যান ইউ চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পিছনেই রয়েছে চেলসি।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থক ফ্র্যাঙ্ক ইলেট। যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ক্লাব টানা পাঁচ ম্যাচ না জিতলে তিনি চুল কাটবেন না।

দ্বিতীয় ডিভিশনে দিল্লি, চার্চিলকে নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি এফসি-কে খেলতে হবে আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনেই। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। অবনমনের বিপক্ষে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করায় বিষয়টি বহুদিন ঝুলে ছিল। এদিন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর ফলে এবার দিল্লি এফসি-কে দ্বিতীয় ডিভিশনেই খেলতে হবে। তবে সিদ্ধান্ত হয়নি স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গালুরুর বিষয়ে। সূত্রের খবর, এই ক্লাবের সঙ্গে সিরি ‘এ’-র একটি ক্লাবের গাঁটছড়া হওয়ার পথে।

ফলে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে বেঙ্গালুরুর এই ক্লাবটি জানিয়েছে, সুযোগ থাকলে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি দিয়ে তাদের আই লিগে খেলতে দেওয়া হোক। তবে এই বিষয়ে এদিন কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়নি। এদিকে, বৃহস্পতিবার চার্চিল ব্রাদার্সকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ফের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা ডাকা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গোয়ার এই ক্লাব তাদের আইএসএলে খেলতে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত আবেদন জানিয়ে আসছে। সূত্রের খবর, তাদের হয়ে অনুরোধ এসেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকেও।

শেষ চারের প্রস্তুতি আজ শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : জয় একটা অভ্যাস। সেই অভ্যাস বজায় রেখে ইতিমধ্যেই রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে টিম বাংলা।

অন্ধ্রপ্রদেশকে ইনিংসে হারিয়ে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করে ছোট্ট একদিনের বিরতি। সেই বিরতির পর কাল থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ফের অনুশীলন শুরু করছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীর। প্রথমবার রনজি সেমিফাইনালে পৌঁছে চমকে দিয়েছেন আকিব নবি দাররা।

আর এই আকিবকে নিয়েই রীতিমতো পরিকল্পনা শুরু হয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। চলতি মরশুমে ৮ ম্যাচে ৪৫ উইকেট নিয়েছেন নবি। তাঁর পেস, সুইংয়ে নাজেহাল অবস্থা হয়েছে বিপক্ষ দলের সব ব্যাটারেরই। এমন অবস্থায় রবিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুরু হচ্ছে বাংলা বনাম জম্মু-কাশ্মীরের সেমিফাইনাল। মনে করা হচ্ছে, সেমিফাইনালের আসরে গতি বনাম গতির লড়াই দেখবে দুনিয়া। তার আগে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে বাংলা দলের অনুশীলন। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা আজ সন্ধ্যার দিকে বলছিলেন, ‘রনজির আসরে কোনও প্রতিপক্ষই খারাপ নয়। আমাদের সতর্ক থেকে সেরাটা দিতে হবে মাঠে। শেষ কয়েকটি ম্যাচ যেভাবে খেলেছি, সেভাবেই সেমিফাইনাল খেলব আমরা।’

অভিষেক পোড়েলকে খেলানোর চেষ্টা

বাংলা দলের প্রথম একাদশে খুব একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তার মধ্যেই রাতের দিকের খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে চোট পাওয়া উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে সেমিফাইনালে দলে পাওয়ার চেষ্টা করছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। অভিষেক এখন ফিট। আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন তিনি। তাঁকে জম্মু-কাশ্মীর ম্যাচে পেতে চাইছে বাংলা দল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কিনা, সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি ম্যাচে ডায়মন্ডের বিপক্ষে জয় মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ জয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ০-২ হারের পর ঘুরে দাঁড়াল মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। এদিন ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে হারাল ২-১ গোলে। স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি সমৃদ্ধ ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়ে নিজেদের মনোবল বাড়িয়ে নিল সাদা-কালো শিবির। মহমেডানের পক্ষে এদিন গোল করেন অমরজিৎ সিং কিয়াম ও ইশরাফিল হক। অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবারের একমাত্র গোল মোহিত মিত্তালের।

এদিন ম্যাচের পর সাদা-কালো কোচ বলেছেন, ‘প্রস্তুতি ম্যাচের সঙ্গে আইএসএলের আসল ম্যাচের আকাশপাতাল তফাত। তাই কোনও ম্যাচই আমাদের কাছে সহজ হবে না, এটা বুঝতে পারছি। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমার ছেলেরা লড়াইয়ের জমি ছাড়বে না। ইস্টবেঙ্গলের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষেও ওরা লড়েছে। হিরা মণ্ডল শুরুতেই ভুল করায় সেদিন গোল খেয়ে যাই। এদিন একটা ভুলে গোল। তবে এদিনের জয়টা মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আসলে আমাদের এখন নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবেই জয় আসবে। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে জয় পাওয়াটা খুব জরুরি। কিছু ম্যাচ তো জিততেই হবে।’ মেহরাজের আক্ষেপ, তাঁর দলে সঠিক অর্থে কোনও স্ট্রাইকার নেই। রবি হাঁসদা বা ডেভিড লালথাঙ্গার মতো একজন স্ট্রাইকার থাকলেই অনেক সমস্যার সমাধান হত বলে মেহরাজ মনে করেন।

১৬ তারিখ মহমেডানের প্রথম ম্যাচ শক্তিশালী জামশেদপুর এফসি-র বিপক্ষে। একদিন আগে দল স্টিল সিটিতে যাবে বলে জানান সাদা-কালো কোচ।

নেইমার জুনিয়ারের পাঠানো স্যান্টোসের ১০ নম্বর জার্সি হাতে লিওনেল মেসি ও তাঁর দুই ছেলে থিয়াগো ও মাতেও।

মেসির ছেলেদের উপহার নেইমারের

স্যান্টোস, ১১ ফেব্রুয়ারি : স্যান্টোসের ১০ নম্বর জার্সি লিওনেল মেসি ও তাঁর দুই ছেলে থিয়াগো ও মাতেওকে উপহার পাঠালেন নেইমার। বার্সেলোনা ও প্যারিস সাঁ জাঁ-য় মেসির সতীর্থ নেইমারের সই করা জার্সি হাতে নেওয়া লিও ও তাঁর পুত্রদের ছবি পোস্ট করে স্যান্টোস ক্লাবের থেকে লেখা হয়েছে, ‘নেইমার জুনিয়ার থেকে লিওনেল মেসি। প্রিন্সের থেকে জিনিয়াসকে। পবিত্র জার্সি, যা অমূল্য, যে নম্বরকে অমর করে তুলেছেন কিংবদন্তিরা। ১০ নেইমারের, ১০ মেসির, ১০ পেলের। ফুটবল ইতিহাসের অফুরন্ত ঐতিহ্য। ভিলা বেলমিরো থেকে শুভেচ্ছা লিওনেল মেসিকে।’

এএফসি কাপে বাতিল রাঁচির মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের শেষ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ হচ্ছে না রাঁচিতে। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের তরফে পরিদর্শনের পর বাতিল করে দেওয়া হয় ওখানকার মাঠ। এএফসি-র ম্যাচ করার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন, তার অনেককিছুই নেই বলে জানা গিয়েছে। ফলে আপাতত কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। তবে এখনও এই বিষয়ে পাকা কিছু হয়নি বলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সুত্রের খবর। আগামী ৩১ মার্চ হংকংয়ের বিপক্ষে ভারতের এই শেষ ম্যাচে একেবারেই নিয়মরক্ষার। কারণ বাংলাদেশের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে হেরে আগেই যোগ্যতা অর্জনের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে ভারত।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ সীমা : তোমার জন্মদিনে রইল অনেক ভালোবাসা, বড়োদের আশীর্বাদ। স্বামী, বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ি ও লাল ঠাকুর, শিলিগুড়ি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন অভিষেক

নামিবিয়া ম্যাচে আজ খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মুম্বইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখল নেওয়া হয়ে গিয়েছে আগেই। এবার টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে এগিয়ে চলার পালা। আর সেই চরৈবেতির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে কুড়ির বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।

নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে কিছুটা অস্বস্তি রয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরে। অস্বস্তির নেপথ্যে দলের বিস্ফোরক ওপেনার অভিষেক শর্মা। মুম্বই ম্যাচের দিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পেটে সংক্রমণ হয়েছিল তাঁর। পরে অভিষেককে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল। বুধবার বিকেলের দিকে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। কিন্তু তিনি আগামীকাল প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা, স্পষ্ট নয়।

অভিষেক খেলতে না পারলে আগামীকাল ঈশান কিষানের সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যাবে সঞ্জু স্যামসনকে। গতকালের পর আজও দীর্ঘসময় ভারতীয় দলের নেটে ব্যাটিং করানো হয়েছে সঞ্জুকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও সঞ্জুকে কথা বলতে দেখা গিয়েছে বারবার। ফলে ধরেই নেওয়া হচ্ছে, আগামীকাল অভিষেকের খেলার সম্ভাবনা কম। এদিন অনুশীলনের শেষদিকে ঈশানকে নিয়েও চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। জসপ্রীত বুমরাহর একটি ইয়র্কারে তিনি বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পান। যন্ত্রণায় মাঠেই বসে পড়েন ঈশান। সঙ্গে সঙ্গেই সতীর্থ ও ফিজিও ছুটে এসেছিলেন। এরপর সাইড লাইনে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলে। পরে অবশ্য ভারতীয় সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিংও করেন তিনি।

অভিষেককে নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও আগামীকাল বুমরাহর প্রত্যাবর্তন নিয়ে কোনও অশনিসংকেত নেই। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অসুস্থতার কারণে প্রথম ম্যাচ না খেলা বুমরাহ নামিবিয়া ম্যাচ খেলবেন। পাকিস্তান ম্যাচের আগে বুমরাহ নিজেই একটি ম্যাচ খেলতে চাইছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুমরাহ খেললে হয়তো দলের বাইরে থাকতে হবে মহম্মদ সিরাজকে। এই দুই পরিবর্তন ছাড়া নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে বদলের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। মুম্বইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের বাইশ গজ পছন্দ হয়নি ভারতীয় দলের। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচেও উইকেট কিছুটা মন্থর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমন অবস্থার মাঝেই আগামী রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আলোচনাও চলছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। প্রতিপক্ষ নামিবিয়া, খেলা দিল্লির মাঠে হলেও টিম ইন্ডিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই রবিবারের মহারণের মোডে চলে গিয়েছে বলে খবর। মানসিকভাবে টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে গিয়েছে কলম্বোয়। রাজধানীতে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দল বিশ্বকাপের লক্ষ্যে পুরোপুরি তৈরি। মুম্বই ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং ভারত অধিনায়কের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে নিশ্চিতভাবেই। সঙ্গে শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়, ৭৭/৬ হয়ে যাওয়ার 'ভুল' শুধরে নেওয়ার প্রতিজ্ঞাও রয়েছে দলের অন্দরে।

অভিষেক শর্মাকে নিয়ে সংশয়। তাঁর শূন্যস্থান পূরণে নিজেকে তৈরি রাখছেন সঞ্জু স্যামসন।

সঙ্গে পাকিস্তানের রহস্য স্পিনার উসমান তারিককে নিয়েও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কলম্বোর মাটিতে গতরাতে বল হাতে অভিষেক ম্যাচেই দুনিয়াকে চমকে দিয়েছেন উসমান। তাঁকে বলা হচ্ছে, রবিবারের মহারণের এক্স ফ্যাক্টর। এহেন তারিককে নিয়ে ভারতীয় শিবিরেও রয়েছে আগ্রহ। আজ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে বহু স্পিনারকে দেখা গিয়েছে। নামিবিয়া দলের তরফেও টিম ইন্ডিয়ার জন্য থাকতে পারে চমক। অচেনা শত্রু সবসময়ই বিপজ্জনক। সেই কারণেই ভারতীয় শিবির বেশ সতর্ক। ভারত অধিনায়ক স্কাই নামিবিয়ার মতো দল নিয়ে তাঁদের সতর্কতার বিষয় স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বকাপের আসরে কোনও প্রতিপক্ষই সহজ নয়। আমরা মাঠে নেমে সেরাটা দিতে তৈরি। আর প্রতিপক্ষ নিয়ে সবসময়ই রয়েছে শ্রদ্ধা।'

আসলে নামিবিয়া ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে যেভাবে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেছে রবিবারের মহারণের প্রভাব, তারপর অধিনায়ক এমন কথা বলবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া গতরাতে শ্রীলঙ্কার মাটিতে আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে পাকিস্তানের রহস্য স্পিনারের পাশে সাহিবজাদা ফারহান ও বাবর আজমের ফর্মও দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে সামনে এসেছে। সঙ্গে ওপেনার অভিষেকের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনাও চলছে।

অনুশীলনে জসপ্রীত বুমরাহর ইয়র্কারে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেলেন ঈশান কিষান।

পাকিস্তান ম্যাচের জন্য তৈরি, ঘোষণা তিলকের

অনুশীলনের ফাঁকে সূর্যকুমার যাদব।

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : হতে পারে, এমন অনুমান ছিলই। তাই শেষপর্যন্ত পাকিস্তান যখন ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে, ভারতীয় দলের অন্দরে উত্তেজনার আবহ তৈরি হয়েছিল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই উত্তেজনা এখনও রয়েছে। রবিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে চিরশত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণের আগে এখনও কয়েকদিন সময় রয়েছে হাতে। তার আগে বৃহস্পতিবার রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচের আগে আজ সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার তিলক ভার্মা আসন্ন পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে তাঁদের ভাবনার কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য আমরা তৈরি। আমি নিজে তো বটেই, পুরো দল রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছে রবিবারের মহারণ নিয়ে। যেদিন আমরা জানতে পারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ হচ্ছে, সেদিন থেকেই দলের অন্দরে এই উত্তেজনার আবহ রয়েছে।'

বিশ্বকাপের আগে চোট পেয়েছিলেন তিলক। সেই চোটের কারণে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলা হয়নি তাঁর। ফিট হয়ে বিশ্বকাপের আগে দলের অন্দরে ঢুকে পড়েছেন তিলক। তিন নম্বরে ব্যাট হাতে দলকে ভরসাও দিচ্ছেন। নামিবিয়া ম্যাচের চেয়েও রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে তিলকের ব্যাটের দিকে নজর থাকবে দুনিয়ার। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার বলেছেন, 'আমরা কখনও কোনও দলকে হালকাভাবে নিই না। নামিবিয়া ম্যাচেও যেমন মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব, রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচও সেই ইনটেন্ট নিয়েই নামব।'

ওয়াশিংটন সুন্দর ফিট হয়ে ভারতীয় দলের অনুশীলন যোগ দিয়েছেন। আগামীকাল অবশ্য তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। জসপ্রীত বুমরাহও ফিট। আগামীকালই তিনি ফিরতে পারেন প্রথম একাদশে। কিন্তু অভিষেক শর্মাকে নিয়ে প্রবল ধোঁয়াশা রয়েছে। ভারতীয় দলের সাংবাদিক সম্মেলনের আসরেই তিলক জানিয়েছেন, আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ভারতীয় ওপেনার। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে তিলক খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে কোনও দিশা দিতে পারেননি তিলক। বলেছেন, 'অভিষেক এখন সুস্থ রয়েছে। আজ হাসপাতাল থেকেও ছাড়া পেয়েছে। কাল ও খেলবে কি না, সেটা আপাতত সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

> আমরা কখনও কোনও দলকে হালকাভাবে নিই না। নামিবিয়া ম্যাচেও যেমন মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব, রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচও সেই ইনটেন্ট নিয়েই নামব।
>
> -তিলক ভার্মা

ক্যারিবিয়ানদের জয়ে নায়ক রাদারফোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৯৬/৬
ইংল্যান্ড-১৬৬ (১৯ ওভারে)

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের হাতে এসে যাওয়া টি২০ বিশ্বকাপ চার ছক্কায় কেড়ে নিয়েছিলেন কার্লোস ব্রেথওয়েট। সেই ঘটনার এক দশক পর কুড়ি-বিশের আসরে আরও এক ইংল্যান্ড ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই ৫৫/৩ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারপরই 'ব্রেথওয়েট' হয়ে উঠে শেরফানে রাদারফোর্ড ৪২ বলে অপরাজিত ৭৬ রানের ইনিংসে ইংরেজদের প্রবল চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। যা পরে আর তাদের সামলানোর সুযোগ দেননি দুই ক্যারিবিয়ান স্পিনার গুডাকেশ মোতি (৩৩/৩) ও রোস্টন চেজ (২৯/২)। নিট ফল ১৯৭ রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড ১৯ ওভারে ১৬৬ রানে অল আউট হয়।

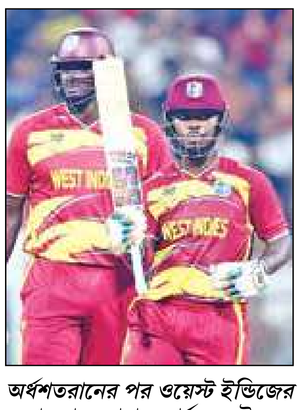

অর্ধশতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেরফানে রাদারফোর্ড। মুম্বইয়ে।

ব্যাটিং ধস আটকানোর সঙ্গে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ফাঁকে রাদারফোর্ড টি২০ আন্তর্জাতিকে নিজের পঞ্চম অর্ধশতরান তুলে নিয়েছিলেন। শেষবেলায় তাঁকে দারুণভাবে সাহায্য করেন জেসন হোল্ডারও (১৭ বলে ৩৩)। যার জন্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ ৫ ওভারে ৬৬ রান তুলে ১৯৬/৬ স্কোরে শেষ করে। নেপাল ম্যাচের দুঃস্বপ্ন ভুলে মাঝের ওভারে আদিল রশিদের (১৬/২) ক্যারিবিয়ানকে ব্যাটিংকে লাগাম পরানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। সাত ছক্কায় সাজানো ইনিংসে তাঁর প্রয়াসে জল ঢেলে দেন রাদারফোর্ড।

রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা ঝড়ের গতিতে করেছিলেন ফিল সল্ট (৩০), জস বাটলার (২১) ও জ্যাকব বেথেল (৩৩)। কিন্তু তাঁদের কেউই বড় রান না পাওয়ায় ইংল্যান্ড সেই গতি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। দুই ক্যারিবিয়ান স্পিনার মোতি ও চেজ আসরে নামার পর তো স্যাম কুরান (অপরাজিত ৪৩) ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ব্যাটার দাঁড়াতেই পারেননি।

পাঞ্জাব-ওড়িশা ম্যাচ পিছোল

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাঠ সমস্যায় অনেক দেরিতে অনুশীলন শুরু করেছে ওড়িশা এফসি। এদিকে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি আইএসএলে তাদের ম্যাচ ছিল পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে। ম্যাচটির আয়োজক ছিল ওড়িশা। তবে তাদের মাঠ এখনও তৈরি নয়। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অস্ত্রোপচার হল স্টোকসের

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি : গত সপ্তাহে অনুশীলনের সময় বলের আঘাতে চোখের নীচে গুরুতর চোট পান বেন স্টোকস। ওই জায়গায় শেষপর্যন্ত অস্ত্রোপচার করাতেই হল ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ককে।

গত সপ্তাহে কাউন্টি দল ডারহামের অনুশীলনে গিয়েছিলেন স্টোকস। ব্যাট বা বল করছিলেন না তিনি। নেটের পাশে দাঁড়িয়ে অনুশীলন দেখছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তখনই বোঝা গিয়েছিল অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই। এদিন স্টোকস নিজেই সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে সমাজমাধ্যমে জানান। একটি ছবি সহযোগে ইংরেজ তারকা লিখেছেন, 'দেখে বোঝা যাচ্ছে না, তবে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে।'

জাতীয় দলের হয়ে এখন কেবলমাত্র লাল বলের ক্রিকেটে খেলেন স্টোকস। আর জুন মাসে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে কোনও টেস্ট ম্যাচ নেই ইংল্যান্ডের। তার আগে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেই আশা করা হচ্ছে।

অস্ত্রোপচারের পর এই ছবি পোস্ট করেছেন বেন স্টোকস।

মহমেডানকে ২৩ গোল মোহনবাগানের

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে গোলের বন্যা মোহনবাগানের। বুধবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২৩-০ গোলে চূর্ণ করেছে সবুজ-মেরুনের খুদেরা। অনুব্রত বাউল দাস একাই ৮টি গোল করে। দর্পণ হাতিবড়ুয়া করে ৬ গোল। জোড়া গোল সিদু সোরেন, সাগ্নিক কুণ্ডু ও কার্তিক হেমব্রমের। এছাড়া স্কোরকার্ডে নাম তুলেছে জিয়ন হাঁসদা, যিশু চক্রবর্তী ও সেখ সাকিব।

পাশাপাশি অপর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে হারিয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। লাল-হলুদের গোলস্কোরার প্রিয়াংশু নস্কর।

ভারতের কাঁটা হতে পারেন বিতর্কিত উসমান

নয়াদিল্লি ও কলম্বো, ১১ ফেব্রুয়ারি : বহু প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান মহারণের কয়েক দিন বাকি। তার আগে বোলিং অ্যাকশন বিতর্কে পাক স্পিনার উসমান তারিকের পাশে দাঁড়ালেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক দ্বৈরথে বাবর আজমদের তুরুপের তাস তারিক। কিন্তু সেই দ্বৈরথের আগে তারিকের বোলিং অ্যাকশন বিতর্ককে উসকে দিয়েছেন প্রাক্তন বঙ্গ তারকা শ্রীবৎস গোস্বামী। তিনি সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'ফুটবলে পেনাল্টি নেওয়ার আগে রান আপের সময় থেমে যাওয়াকে আর বৈধ বলে ধরা হয় না। তাহলে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কেন বৈধ ধরা হচ্ছে? অ্যাকশন ঠিক থাকলেও হঠাৎ বল করতে এসে থেমে যাওয়াটা কি ঠিক? এমনটা চলতে দেওয়া যেতে পারে না।'

এই অ্যাকশন বিতর্কে তারিকের সমর্থনে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন স্পিনার অশ্বীন। বলেছেন, 'মানছি ফুটবলে এটা হয় না। কিন্তু ক্রিকেটে একজন ব্যাটার আম্পায়ার ও বোলারকে না জানিয়ে সুইচ হিট অথবা রিভার্স সুইপ করতে পারে। সব নিয়ম কেন বোলারদের বেলাতে থাকবে। একজন বোলার আম্পায়ারকে না জানিয়ে বোলিং করার সময় হাতবদল করতে পারে না। সবার আগে, এই নিয়মটা পরিবর্তন করা দরকার।' তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রথমত, উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন বৈধ কিনা, সেটা আইসিসি বোলিং অ্যাকশন টেস্ট সেন্টারে পরীক্ষা করলেই জানা সম্ভব। দ্বিতীয়ত,

আগ্রাসী ক্রিকেটের হুঁশিয়ারি সাহিবজাদাদের

আইসিসি-র নিয়ম অনুযায়ী, বোলিং করার সময় বোলারের কনুই ১৫ ডিগ্রির বেশি ভাঙবে না। কিন্তু অনফিল্ড আম্পায়ারের পক্ষে খালি চোখে সেটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আর থমকে যাওয়াটা যদি উসমানের স্বাভাবিক অ্যাকশন হয়, তাহলে সেটা বৈধ।'

তবে মহারণের আগে চর্চায় থাকা তারিক দাবি করেছেন, ভারত তাঁকে ভয় পাচ্ছে। তবে সেই সব নিয়ে না ভেবে পাক স্পিনার নিজের খেলায় মনঃসংযোগ করতে চান। উসমান বলেছেন, 'ভারত আমাকে ভয় পাচ্ছে। তাই আমার বোলিং নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের ওপরেই চাপ তৈরি করছে। আমি নিজের খেলা ছাড়া কিছু ভাবছি না। গত কয়েক বছরে ভারতের কাছে হেরেছি ঠিকই, কিন্তু একটা সময় আমরাই বেশি জিততাম। রবিবার নতুন ম্যাচ। ভারতকে হারানোর লক্ষ্যে মাঠে নামব।'

> ফুটবলে পেনাল্টি নেওয়ার আগে রান আপের সময় থেমে যাওয়াকে আর বৈধ বলে ধরা হয় না। তাহলে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কেন বৈধ ধরা হচ্ছে?
>
> -শ্রীবৎস গোস্বামী

উসমান তারিকের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসমানের পারফরমেন্স চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে ভারতের কাছে। এর আগে প্রাক্তন লঙ্কান স্পিনার অজন্তা মেন্ডিস কেরিয়ারের শুরুতে 'রহস্যময়' বোলিং করে ভারতীয় দলকে পর্যদুস্ত করেছিল। এবার টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের 'রহস্যময়' বোলার উসমান কি মেন্ডিসের পারফরমেন্সের স্মৃতি ফেরাবেন কিনা, সেটাই দেখার।

তবে 'উসমান বিতর্ক'-কে বাদ রাখলে গোটা পাকিস্তান দল কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছে। ইতিমধ্যে পাক ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান ভারতকে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই। বাড়তি চাপ নিচ্ছি না। এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা একতরফা হয়নি। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলাম। ওই ম্যাচের মতোই আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে রবিবার মাঠে নামব।'

ভারতের মহারণের আগে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা বলেছেন, 'আমরা পাকিস্তানিরা রান ডিফেন্ড করা ও রান তাড়া করা, দুটোতেই সমান স্বচ্ছন্দ। তবে আমরা চেষ্টা করব প্রথমে ব্যাট করে বড় ইনিংস খাড়া করতে। আমাদের শুরুতে কয়েকটি উইকেট পড়ে গেলেও বাকি ব্যাটাররা তা সামলে দিতে পারবে। আমাদের একটা বিশ্বমানের বোলিং লাইন আপ রয়েছে। তবে পাওয়ার প্লে-তে আরও ভালো বল করতে হবে।'

সব মিলিয়ে রবিবার ভারত-পাক মহারণের উত্তেজনার পারদ এখন থেকেই ঊর্ধ্বমুখী।

অনড় কলকাতার তিন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি : বৈঠকেও বরফ গলল না। একজোট তিন প্রধান। হকি ম্যাচ আয়োজনের জন্য মাঠ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার এই বিষয়ে লালবাজারে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন তিন ক্লাবের প্রতিনিধিরা। সেখানে হকি বেঙ্গলকে তাদের মাঠে দ্রুত টার্ফ বসিয়ে ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে রাজ্যের হকি নিয়ামক সংস্থাও।

৪৯৩ দিন! অপেক্ষায় ম্যান ইউ সমর্থক ফ্র্যাঙ্ক
-খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা নিতাই লাল সাহা - কে 18.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64J 53713 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির অনেক বিজয়ীর মধ্যে গণ্য হতে পেরে আমি সম্মানিত। এই কৃতিত্ব আমাকে এই পুরস্কারের অর্থের সুযোগ তৈরি করার জন্য অত্যন্ত তৃপ্তি এবং উত্তেজনা এনে দেয়। ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আর্মি রেডের রোনাল্ডো সিং।

কিরণচন্দ্র ট্রফিতে হার উল্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবল থেকে বিদায় নিল শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বুধবার তাদের ০-২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে বেঙ্গালুরুর আর্মি রেড (ইন্ডিয়ান আর্মি)। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে আর্মি রেডকে ১৩ মিনিটে রোনাল্ডো সিং এগিয়ে দেন। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রেভন সুনদাস। রোনাল্ডো ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে ওয়াইএমএ।

রেইনবোর জয়

আলিপুরদুয়ার, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার রেইনবো ক্রিকেট ক্লাব ৪ উইকেটে জিতেছে বিএসসি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। অরবিন্দনগর মাঠে বিএসসি টসে জিতে ৩৫ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়। বিজু দেবনাথের সংগ্রহ ৩৮ রান। ম্যাচের সেরা পিন্টু রাউত ২৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে রেইনবো ২২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। প্রেম শা ৫৫ রান করেন। বিজু দেবনাথ ২৬ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে পিন্টু রাউত। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জয়ী বিপিআরসি

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার বিপিআরসি ১ রানে হারিয়েছে মোহিতনগর ক্লাব ও পাঠাগারকে। প্রথমে বিপিআরসি ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮০ রান তোলে। রাহুল শাহর সংগ্রহ ৬৪ রান। বিবেক ওরাওঁ ৩৭ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে মোহিতনগর ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৯ রানে আটকে যায়। ধনঞ্জয় মিশ্র ৪৫ রান করেন। সন্তিত নাগ ২২ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

তৃতীয় রাউন্ডে এনবিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের খো খো-য় তৃতীয় রাউন্ডে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। বালাসোরের ফকিরমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বুধবার তারা ৮ পয়েন্টে জিতেছে ছত্তিশগড়ের এসএমপি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এনবিইউ মুখোমুখি হবে ছত্তিশগড়েরই পিটিআরএস ইউনিভার্সিটির।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর বিবেক ভৌমিক। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

বড় জয় সিংহ ইন্ডিয়ান্সের

বালুরঘাট, ১১ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশচন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার সিংহ ইন্ডিয়ান্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৫৪ রানে হারিয়েছে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাবকে। সিংহ প্রথমে ৪১.২ ওভারে ২৮৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা বিবেক ভৌমিক ৬৬ ও সুরজিৎ মজুমদার ৫০ রান করেন। রোহিত মুরারি ৪৭ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে নব যুবক ২৬.৪ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয়। দিপু মালোর অবদান ৩৫ রান। বিবেক ৩৫ রানে ৩ উইকেট নেন।